Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/199

সমাধি

PRESENTED

LIBRARY
No. 1/199
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

তীর্থস্বামী

প্রকাশক

শ্রীসুরথচন্দ্র চক্রবর্তী এম্. এ., এল্. এল্. বি

৩এ, ডাঃ সত্যানন্দ রায় রোড,

কলিকাতা-২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

0/

সমাধি

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম গ্রন্থাগারে (বারাণসী)
জনসাধারণের অধ্যয়নার্থ এই গ্রন্থখানি
সাদরে সমর্পিত হইল।
ইতি
প্রকাশক।

PRESENTED

তীর্থস্বামী

LIBRARY
No.....0/ 1/199
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক : ও পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা
শ্রীসুরথচন্দ্র চক্রবর্তী এম্. এ, এল্. এল্. বি
৩এ, ডাঃ সত্যানন্দ রায় রোড,
কলিকাতা-২৯

SAMADHI
Price : Rs. 3·00
Sree Surath Ch. Chakravarti M.A., L.L.B. Advocate
3A, Dr. Satyananda Roy Road,
Calcutta-29.

মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মূল্য : তিন টাকা

মুদ্রক :
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬বি গুড়িপাড়া রোড
কলিকাতা-১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

0/ 1/199

PRESENTED

প্রকাশকের নিবেদন

বিদগ্ধ ও সুধীজন মাত্রেই জানেন যে, 'সমাধি' বিষয়ে কোন ভাষাতেই মৌলিক কোন গ্রন্থ নাই। সমস্ত মতবাদ বিচার করিয়া একখানি বই প্রকাশ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

শ্রদ্ধেয় তীর্থস্বামী মহারাজ "হিমাদ্রি" পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে কিছুদিন পুর্বে 'সমাধি' বিষয়ে লিখিয়াছেন। প্রকাশকের মতে ইহা একটি অমূল্য সম্পদ ও পুস্তকাকারে রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রকাশক শ্রদ্ধেয় স্বামীজীর সহিত বিশেষ আলোচনা করিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে এই পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন।

এই প্রকাশনের ব্যাপারে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আর্থিক ও কায়িক সাহায্য করিয়াছেন। প্রকাশক ইহা হইতে কোন আর্থিক লাভের চিন্তা করেন না। প্রকাশনের ব্যয় নির্বাহ বিক্রয়মূল্য হইতে সংকুলান হইলে, এবং সুধীসমাজে এই পুস্তক আদৃত হইলেই প্রকাশক ধন্য হইবেন। প্রকাশক কোন স্বত্ব রাখিবেন না। লেখকের অনুমতি লইয়া যে কেহ অন্যত্র আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারেন।

শীঘ্রই এই পুস্তকের মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদ পর্যালোচনা করিয়া 'সমাধি' বিষয়ে প্রকাশক নিজে ইংরাজীতে একটি গ্রন্থ সংকলন করিয়া প্রত্যেক জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে উপহার দিবার বাসনা রাখেন। নিবেদন ইতি

প্রকাশক

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 1/199...
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ভূমিকা

মোক্ষসাধনার সার্থক সাধকমাত্রকেই সমাধির চরম সোপানটিকে অতিক্রম করতে হয়। বিশ্বের সর্ব দেশের এবং সর্ব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের সম্পর্কেই একথাটি প্রযোজ্য। আমাদের দেশের যোগী, বেদান্তী, তান্ত্রিক, শৈব, শৈবাগমী বা বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়কে পরম প্রাপ্তির পূর্বলগ্নে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করতে হয় সমাধিজ প্রজ্ঞার সহায়তা।

সমকে অধি বা আশ্রয় গ্রহণপূর্বক যে স্থিতি, সাধনার সেই অবস্থাকেই বলা হয় সমাধি। সমাধিতে সাধক বিরজঃ হন, অর্থাৎ সর্বদিক দিয়ে হন নিষ্ক্রিয় ও পরম চৈতন্যময়। গীতায় ভগবান এই অবস্থারই ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।'

বর্তমানকালে সমাধি সম্পর্কে অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। শুধু তাই নয়, অধ্যাত্ম আলোক-প্রয়াসী নরনারী বা তাঁদের দিক্‌দিশারী ব্যক্তিদেরও অনেকের ধারণা কোথাও ধোঁয়াটে, কোথাও বা হাস্যকররূপে ভ্রান্ত। বিশেষ কোন ভাবাবেশ, ভাবতন্ময়তা ও স্তব্ধতা, অথবা ইষ্ট-উপাসনা ও ইষ্টদর্শনজাত আনন্দ-বিহ্বল অবস্থাকেই সমাধি বলে ঘোষণা করে কেউ কেউ অযথা আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠেন। অথচ আমাদের শাস্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্‌ মহাত্মারা সমাধি-ভ্রান্তির ও ব্রহ্মভ্রান্তির বিষয়ে বার বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। অজ্ঞান সমাধি, জড় সমাধি ও মূঢ় সমাধিকে অবজ্ঞা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

উচ্চকোটির স্থিতপ্রজ্ঞ সাধক, ব্রহ্মবিদ্‌ বা আত্মজ্ঞানী সাধক এখনো ভারতে বিরল নন। তাঁদের দিব্য জীবনের চরম অনুভূতি থেকে এবং প্রস্থানত্রয়ী ও পুরাণশাস্ত্র থেকে অবশ্যই আমরা সমাধির তত্ত্ব ও লক্ষণনিচয় নির্ণয় করতে পারি।

শ্রুতিতে বিশেষ করে কঠ, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বেতর, প্রভৃতি উপনিষদে সমাধি ও সমাধিজ প্রজ্ঞার পরিচয় রয়েছে। কঠোপনিষদে পাই:

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাণ্ডিল্য উপনিষদ বলেছেন,—ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যানের ত্রিপুটিরহিত অবস্থা যখন আসে, তখন এই তিনের ভেতর কোন ভেদ থাকে না,— জীবাত্মা ও পরমাত্মার শুদ্ধচৈতন্যময় ঐক্যাবস্থাটি শুধু ভাসমান থাকে—এরই নাম সমাধি।

বিষ্ণুপুরাণের আশ্বাসবাণী এখানে সাধককুলের স্মরণীয়ঃ বিনিষ্পন্ন-সমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্মচয়োঽচিরাৎ। অর্থাৎ, সমাধিসিদ্ধ হলে যোগী এই বর্তমান জন্মেই লাভ করবেন তাঁর মুক্তি।

এ দেশের আধ্যাত্মিক সমাজে মহামুনি পতঞ্জলির যোগদর্শনোক্ত সমাধির খ্যাতিই বেশী প্রচারিত। সাংখ্যদর্শনের এটি সাধনকাণ্ড। সমাধির স্তরভেদ মূল্যায়ন ও তার নানা তাত্ত্বিক ও সাধনগত ব্যাখ্যা এতে রয়েছে। সবীজ, নির্বীজ এবং সম্প্রজ্ঞাত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিচার বিশ্লেষণ মহামুনি এতে করেছেন।

পাতঞ্জল দর্শনোক্ত সমাধি এবং অদ্বৈত বেদান্তের সমাধি সম্পর্কে এ গ্রন্থের সাধক ও মনীষী লেখক মূল্যবান্ বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। সুধী পাঠক এ-থেকে যথেষ্ট মূল্যবান চিন্তার খোরাক পাবেন।

সাংখ্যযোগদর্শনে বলা হয়েছে—ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত সমাধানই সমাধি এবং সমাধিজ প্রজ্ঞার বলে প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক সাধকের মনে জাগ্রত হয়, আর তার ফলে আসে অসম্প্রজ্ঞাত যোগসিদ্ধি এবং স্বরূপস্থিতি।

দ্বৈতবাদী বেদান্তীদের মতে, ধ্যেয় বস্তু ঈশ্বরে চিত্ত সমাধানই সমাধি এবং এর ফলে সাধক লাভ করেন তাঁর বহুল-আকাঙ্ক্ষিত সার্ষ্টি, সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য।

পাতঞ্জল যোগের ভিত্তি সাংখ্যদর্শন। এই সাংখ্যদর্শন আর অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিস্তর পার্থক্য। এই গ্রন্থে এ সম্পর্কে তীর্থস্বামী মহারাজ যা বলতে চেয়েছেন—সাধক, পণ্ডিত ও জিজ্ঞাসুদের ভেতর তা প্রকৃত সত্য নিরূপণের স্পৃহা জাগিয়ে তুলবে। তিনি বলেছেন,— "সাংখ্যযোগ মতে, চিত্ত সর্বথা নিরুদ্ধ হইলেই স্বরূপস্থিতি ঘটে। আর বৈদান্তিক মতে, চিত্তকে বিষয়োপরত করিয়া অহং ব্রহ্মাস্মি-রূপ চিত্ত-বৃত্তি দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করিলে চিত্ত ও চিত্তদর্পণ প্রতিবিম্বিত চিৎ বা চিদাভাস বা জীব উভয়ই মিথ্যাত্বে পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ আত্মলীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, চিত্তসৃষ্ট জগৎও মিথ্যাত্বে পর্যবসিত হয় এবং অজ্ঞান নাশপ্রাপ্ত হয় ও স্বরূপস্ফূর্তি হয় বা স্বরূপস্থিতি ঘটে। তাই ভগবান পতঞ্জলি মুনি-কথিত স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা ও বেদান্ত নির্ণীত ব্রহ্মাত্মৈক্য-বোধ ফলে স্বরূপ প্রতিষ্ঠা এক কথা নহে।"

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, পাতঞ্জল দর্শন—সেশ্বর দর্শন। তাছাড়া, এটি সাংখ্যের কর্মকাণ্ড বিশেষ। এই দর্শনোক্ত পন্থায় ও শেষাচার্য্য পতঞ্জলি মুনি মহোদয়ের উত্তর জীবনে প্রণীত "পরমার্থ-সার" নামক গ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্ব-স্বরূপাত্মবোধে চিত্ত সমাধান করলে চৈতন্য-সমাধি ও কৈবল্যমুক্তি ঘটে—এ তথ্যটি তীর্থস্বামী মহারাজের এই লেখাতেও আমরা পাই।

অদ্বৈতবেদান্তের এক বিশিষ্ট ধারক বাহক হয়েও স্বামীজী কিন্তু এ গ্রন্থে লিখেছেন, "অধিকারী ভেদে চিত্তশুদ্ধির জন্য পাতঞ্জল অষ্টাঙ্গযোগ, হঠযোগ, নাদযোগ, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, ষট্‌চক্রভেদাত্মক যোগ, ভক্তিযোগ, নিষ্কাম কর্মযোগ প্রভৃতি সর্বপ্রকার সাধনার প্রয়োজনীয়তা আছে।" বেদান্ত-বাদী বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে এ ধরণের উদার উক্তি অবশ্যই গ্রন্থের গুরুত্ব বর্ধিত করেছে।

উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা থেকে শুরু করে মনীষী গ্রন্থকার পরবর্তী-কালের বিভিন্ন শাস্ত্রকার ও ভাষ্যকারদের রচনা থেকে সমাধি সম্পর্কে নানা তথ্য ও তত্ত্ব সংকলন করেছেন, এই সঙ্গে নিজের প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা করেছেন তাতে পর্যাপ্ত আলোকপাত। তাই অধ্যাত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসুরা তাঁর এই গ্রন্থথেকেসত্যানুসন্ধানের প্রকৃত পথ খুঁজে পাবেন বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থের লেখক ভারতের এক প্রখ্যাত বর্ষীয়ান বেদান্তী সন্ন্যাসী। মনীষা, তপস্যা ও প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ত তাঁর সাধনজীবন। দীর্ঘদিনের পরিচয় সূত্রে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদের জানা থাকলেও তা বিবৃত করার উপায় নেই। তাঁর পূর্বাশ্রমের এবং এমন কি বর্তমান সন্ন্যাসশ্রমের পরিচয়ও তাই আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হলো না। 'তীর্থস্বামী' এই ছদ্মনামে হিমাদ্রি পত্রিকায় যখন এই রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন থেকেই স্বামীজী সম্পর্কে বহু চিঠিপত্র আমরা পেয়েছি, কিন্তু তাঁর বারণ থাকাতে প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্র ও সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়োজন, লেখক বা প্রবক্তার তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির আলো। এই আলো উদ্‌গত হয় দীর্ঘদিনের ত্যাগ, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য ও ব্রহ্মকারাবৃত্তির ফলে। তীর্থস্বামীজির 'সমাধি' তত্ত্বের আলোচনায় সেই আলোর ঝলক আমাদের চোখে পড়ে। অধ্যাত্ম-তত্ত্বের পিপাসু নরনারী যে অশেষভাবে এ গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হবেন তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

প্রকাশককে ধন্যবাদ, স্বামীজির এই মূল্যবান গ্রন্থটিকে তিনি জিজ্ঞাসু-দের সম্মুখে উপস্থিত করতে পেরেছেন, এর ফলে প্রভূত সমাজ কল্যাণ সাধিত হতে পারবে।

—শঙ্করনাথ রায়

লেখক : ভারতের সাধক ;
ভারতের সাধিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 1/199...
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS
3/00

সমাধি

সচ্চিদানন্দনিকেতনেষু,

নারায়ণ-স্মরণ-সংসূচিত সর্ব্বভূত হিতাকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বক ভবদীয় সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণাকাঙ্ক্ষা করিতেছে পত্র লেখক। "সমাধি" সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—পর পর দুই তিনখানা পত্রে। সমস্ত কথার যথাযথ সমাধান এই পত্রাকার প্রবন্ধে পাইবেন। তবে শুধু পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না। পঠিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ মনন করিলেই তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হয়—ইহা ভুলিবেন না। পুনঃ পুনঃ পাঠ ও মনন করিলে বুদ্ধির তত্ত্বপক্ষপাত অর্থাৎ শাস্ত্রকৃপা,গুরু-কৃপা, ঈশ্বর-কৃপা ও আত্মকৃপা (বুদ্ধির তত্ত্বপক্ষপাতই কৃপা চতুষ্টয় নামে খ্যাত) ফলে অত্যন্ত দুরূহতত্ত্বও যে হৃদয়ঙ্গম হয়—ইহা ধ্রুব সত্য জানিবেন। বোধ-সৌকর্য্যার্থ ও বোধ-দার্ঢ্যার্থ স্থূণানিখনন ন্যায়ে স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক জ্ঞাতসারে মধ্যে মধ্যে একই কথার পুনরুক্তি করা হইবে। অর্থাৎ খুঁটী যেমন পুনঃ পুনঃ আঘাতে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হয় তেমন পুনঃ পুনঃ উক্তিতে সমাধি সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত আপনার হৃদয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইলে এবং দৃঢ়ভাবে বসিয়া গেলে আপনার সমস্ত শঙ্কার সমাধান হইবে ভাবিয়াই ঐরূপ পুনরুক্তি করা হইবে। আবার ইহাও সত্য যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন প্রকারে একই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে যাইয়া একই সিদ্ধান্তের পুনরুক্তি করিতে হয়। সেই পুনরুক্তি পুনরুক্তি মধ্যে গণনীয় নহে।

সাধারণতঃ অধিকাংশ জিজ্ঞাসু মুমুক্ষুর ধারণা যে—"অদ্বৈতজ্ঞান হইলে আপনা হইতে যোগ-শাস্ত্রোক্ত চিত্ত-বৃত্তিনিরোধাত্মক ও প্রাণস্পন্দন নিরোধাত্মক সমাধি হইবেই।" অনেকেই উক্তানুরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যে জিজ্ঞাসু মুমুক্ষুর উক্তানুরূপ সমাধি লাভ হয় নাই, তাঁহার অদ্বৈত জ্ঞানলাভ হয় নাই এবং উক্তানুরূপ সমাধি যাঁহার হইয়াছে তাঁহারই অদ্বৈত জ্ঞানলাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে—এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। একত্ববোধ ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তের দিকে মানবের এমন একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা ঝোঁক আছে যে সমস্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্রোক্ত সাধনের ফলতঃ ঐক্য সাধন করিতে পারিলেই যেন তার অনুসন্ধিৎসু চিত্ত তৃপ্ত হয় ও বিশ্রান্ত হয়। অবশ্যই চরম ফল যে একই ইহাও অসত্য নয়। কিন্তু সাক্ষাৎ ফল এক নহে। তবে সমস্ত সাধনই পরম্পরাক্রমে চিত্তশুদ্ধিকে ও চিত্তৈকাগ্র্যকে দ্বার করিয়া শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন ফলে চরম সত্যানুভূতির হেতু বা নিমিত্ত হয়। চরম সত্যানুভূতির সাক্ষাৎ হেতু বা সাক্ষাৎ সাধন বা অন্তরঙ্গ সাধন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ভাবপ্রবণ না হইয়া যতই বিচারপ্রবণ হইবে ততই উক্তানুরূপ দুরাগ্রহ বা অত্যাগ্রহ প্রণোদিত হইয়া ভ্রান্তসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে। অধিকাংশ জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু "অদ্বৈতাত্মবোধ হইলেই আপন হইতেই যোগ-শাস্ত্রোক্ত চিত্তবৃত্তি-নিরোধাত্মক প্রাণস্পন্দন নিরোধাত্মক সমাধি হইবেই"—এই সিদ্ধান্তকে নিত্য স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করতঃ বেদান্ত তত্ত্বের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে গিয়া সর্ব্বসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন সত্যানুভূতিতে "বোধির" কথা দূরে থাকুক "বৌদ্ধস্থিতিও" লাভ করিতে পারেন না। আলেয়ার পশ্চাতে দৌড়াইয়া শেষে "হা হতোঽস্মি" বলিয়া শিরোদেশে করাঘাত করতঃ "অহো! ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হইলাম বলিয়া অনুতাপ করিতে থাকেন মাত্র।

যে সব মুমুক্ষু জিজ্ঞাসু ব্রহ্মাত্মাদ্বৈতবাদের, বা ব্রহ্মাত্মৈক্যবাদের বা ব্রহ্মবাদের আলোচনায় রত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের জন্য ব্রহ্মাভ্যাসতৎপর হইবেন তাঁহাদের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে বিচারপূত, অকামহত, শরৎকালীন আকাশের মত নির্ম্মল এবং তত্ত্ব গ্রহণোন্মুখ রাখিতে হইবে। চিত্তের ভিতর আগেই কতকগুলি সিদ্ধান্তের সত্যতাবোধ রাখিয়া জিজ্ঞাসু হওয়া যায় না। জিজ্ঞাসুর চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিচার-প্রবণ ও সত্য গ্রহণোন্মুখ হওয়া চাই। চিত্ত-শ্লেটে কোন প্রকার দাগ না থাকা চাই। যাঁরা পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি সিদ্ধান্তকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করতঃ অস্বতন্ত্র ও মলিনচিত্ত হইয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন আরম্ভ করেন তাঁদের বড়ই অসুবিধা। তাঁরা কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধ হইলে সত্য-গ্রহণোন্মুখ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচারপূত অকামহত চিত্তই স্বতন্ত্র ও অমলিন। ভাবপ্রবণ চিত্ত অস্বতন্ত্র ও মলিন হইবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ পায়। ভাবের গতিবেগ বেশী ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু ভাব বিচারপূত না হইলে সে গতিবেগ কোথায় নিয়া যাইবে তাহা অজ্ঞাত। বিচারহীন ভাব অন্ধবৎ।

অস্বাতন্ত্র্যই মালিন্য। স্বাতন্ত্র্যই শুদ্ধতা। চিত্তশুদ্ধির সাধারণতঃ যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহাও এই স্বাতন্ত্র্যেরই অন্তর্গত। অশুভ বাসনার দাস হওয়া অস্বাতন্ত্র্যই ত! প্রশ্ন হইতে পারে শুভ বাসনার দাস হওয়া কি অস্বাতন্ত্র্য নহে? হাঁ! শুভ বাসনার দাস হওয়াও অস্বাতন্ত্র্যই বটে। তবে দুইই বাসনার দাসত্ব হইতে মুক্তির উপায় হইল সুন্দোপসুন্দন্যায়ে বা দগ্ধেন্ধন-ন্যায়ে শুভাশুভ বাসনার উন্মূলন। নিষ্কাম শুভ বাসনা দ্বারা অশুভ বাসনার উন্মূলন করিতে হইবে। ইন্ধনকে দগ্ধ করিয়া অগ্নি যেমন নির্ব্বাপিত হয় তেমন অশুভ বাসনাকে উন্মূলন করিয়া নিষ্কাম শুভ বাসনাও আপনা হইতে উন্মূলিত হইয়া যায়। অশুভ বাসনার দাসত্ব হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইতে হইতে ধীরে ধীরে শুভ বাসনার দাসত্ব হইতেও মুক্তিলাভ ঘটে—স্বাভাবিক নিয়মে, ইহা সর্ব্বানুভূত সত্য। পরে শুভ বাসনার ফলরূপ শুভ কার্য্যানুষ্ঠান অভ্যাসবশতঃ সঙ্কল্পবিহীনরূপে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইতে পারে ও দাঁড়ায়। কিন্তু তার দাসত্ব আর থাকে না। চিত্তের স্বাতন্ত্র্যই অমালিন্য, অস্বাতন্ত্র্যই মালিন্য। স্বতন্ত্র চিত্তই অমলিন ও শুদ্ধ। চিত্তের এই শুদ্ধিই জিজ্ঞাসুর প্রয়োজনীয়। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নকে আত্মজিজ্ঞাসার অধিকারী বলিয়া গণ্য করা হয়।

সাধন চতুষ্টয় যথা—(১) নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক (২) ইহামুত্রার্থ-ফল-ভোগ-বৈরাগ্য (৩) ষট্‌সম্পত্তি (শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান) (৪) মুমুক্ষুত্ব। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন চিত্তই স্বতন্ত্র ও অমলিন। বিবেক, বৈরাগ্য, এবং উপরতিই স্বাতন্ত্র্যের হেতু ও রক্ষক। বেদান্ত কেশরী বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত যে সেবাশ্রম বিভাগ উহা শুভ বাসনার দ্বারা অশুভ বাসনার ক্ষয়রূপ সাধনের অধিকারী সাধকদের জন্যই। এই সাধন ফলে পূর্ব্বোক্ত সুন্দোপসুন্দন্যায়ে শুভাশুভ বাসনার দাসত্ব হইতে ক্রমশঃ চিত্ত মুক্ত হইয়া স্বতন্ত্র ও শুদ্ধ হইলে স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতাশ্রম বিভাগে প্রবেশের অধিকার লাভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈদান্তিক দৃষ্টিতে শুভ বাসনার সঙ্কল্পও এক প্রকার ভাবপ্রবণতা। এ সঙ্কল্প হইতেও চিত্তের স্বাতন্ত্র্য চাই। তাই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :

"শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ"। (১২।১৭.২)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—"শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।"

"সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ"। (১২।১৬'২)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—সর্ব্ববিধ উদ্যমত্যাগী ভক্ত আমার প্রিয়!"

সর্ব্বসংকল্প-সন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে"। (৬।৪'২)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—"সমস্ত সংকল্প ত্যাগী—তখন যোগারূঢ় নামে কথিত হন।"

তবে শুভ বাসনার অভ্যাসের ফলরূপ যথাপ্রাপ্ত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান বিনাসংকল্পে সাধকের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারে ও দাঁড়ায়। তাহাতে চিত্তের অস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। পথ্যসেবীই রোগমুক্তির জন্য ঔষধ সেবন এবং রোগ হইতে মুক্তিলাভের অধিকারী। অপথ্যসেবীর ঔষধ সেবন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে এবং রোগ মুক্তিও হয় না। অকামহত, বিচারপূত (অর্থাৎ পথ্যসেবী) চিত্তই ভবরোগ হইতে মুক্তির ঔষধরূপ বেদান্ত-তত্ত্বের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের অধিকারী ও তৎফলে ভবরোগ হইতে মুক্তিলাভের অধিকারী।

অপথ্যসেবী অর্থাৎ কামহত অবিবেকীর শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসনরূপ ঔষধ সেবন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে—মুক্তির হেতু হয় না। যোগ-বাশিষ্ঠ মহারামায়ণে আছে .

"বিচারাৎ তীক্ষ্ণতামেত্য ধীঃ পশ্যতি পরং পদম্।
দীর্ঘ-সংসার-রোগস্য বিচারো হি মহৌষধম্॥"

মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ(১৪।২)

তাৎপর্য্যানুবাদ যথা :—বিচার দ্বারা বুদ্ধি সূক্ষ্ম-তত্ত্বোপলব্ধির যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া পরমপদ লাভে অর্থাৎ চরম সত্যোপলব্ধিতে কৃতাকৃত্য হয়। বিচারই দীর্ঘ সংসার-রোগের মহৌষধ।

সমাধি ও তৎপ্রকারভেদ সম্বন্ধে সম্যক্‌ভাবে শাস্ত্রীয় প্রথায় আলোচনা করিলে—"অদ্বৈতব্রহ্মাত্মতত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ে যোগশাস্ত্রোক্ত চিত্তনিরোধাত্মক ও প্রাণস্পন্দন-নিরোধাত্মক সমাধি হইবেই আর উক্তানুরূপ সমাধি সিদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে অদ্বৈতব্রহ্মাত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় হইবেই"—এইরূপ সিদ্ধান্তের সত্যতা ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য।

সমাধির লক্ষণ ও তত্তৎ ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণানুযায়ী প্রকারভেদ সম্বন্ধে নানা কথা আছে। লক্ষণভেদ অনুসারে প্রকারভেদ আছে। আবার একই লক্ষণাত্মক সমাধির ও বহুপ্রকারভেদ আছে। যেমন মনুষ্যজাতিকে ভাষাগত পার্থক্যে, বর্ণগত পার্থক্যে, মুখাকৃতিগত পার্থক্যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-গত পার্থক্যে, ধর্ম্মগত পার্থক্যে, ভৌগোলিক নিবাসগত পার্থক্যে, দার্শনিক-মতবাদগত পার্থক্যে, বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন বিভিজনাদর্শে বিভক্ত করা যায় তেমনই সমাধিকেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিভজনাদর্শে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

সমাধি=সম্+আ+ধা—কি। "সমাধীয়তে অস্মিন্ মনো জনৈরিতি কিঃ।" মন, চিত্ত বা অন্তঃকরণকে এক ধ্যেয় বস্তুতে আধান অর্থাৎ স্থাপন করাই বা করার নামই সমাধি। অবধান, প্রণিধান, সমর্থন, নিয়ম, নীবাক্ (বচনাভাব), ইন্দ্রিয়-নিরোধ, অসাধ্য বিষয়ে অধ্যবসায়, মৌনভাব, সম্মতি, বিবাদভঞ্জন, মন, আত্মা ইত্যাদি আরও বহু অর্থে সমাধি শব্দের ব্যবহার আছে। 'সমাধি' শব্দ এখানে বর্ত্তমান আলোচনায় মূলতঃ ও সাধারণতঃ চিত্তকে একত্র সমাহিত করা অর্থেই গৃহীত হইয়া লক্ষণা সহায়ে আরও গভীরার্থদ্যোতক হইবে। এখানে সমাধিশব্দ লক্ষণাসহায়ে যে গভীরার্থ-দ্যোতক ভাবে আলোচিত হইবে সে অর্থে নিম্ন শ্লোকদ্বয়োক্ত শব্দগুলি সমাধি শব্দের পর্য্যায়শব্দরূপে গৃহীত হইতে পারে বলিয়া "হঠযোগ প্রদীপিকা"কার শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র মহারাজ হঠযোগ প্রদীপিকায় লিখিয়াছেন।

রাজযোগঃ সমাধিশ্চ উন্মনী চ মনোন্মনী।
অমরত্বং লয়স্তত্ত্বং শূন্যাশূন্যং পরং পদম্॥ ৩॥
অমনস্কং তথাদ্বৈতং নিরালম্বং নিরঞ্জনম্।
জীবন্মুক্তিশ্চ সহজা তুর্য্যা চেত্যেকবাচকাঃ॥ ৪॥

হঠযোগ প্রদীপিকা—চতুর্থোপদেশঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ :—সমাধি শব্দের পর্য্যায় শব্দ কথিত হইতেছে। রাজ-যোগ, সমাধি, উন্মনী, মনোন্মনী, অমরত্ব, লয়, তত্ত্ব, শূন্যাশূন্য, পরমপদ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমনস্ক, অদ্বৈত, নিরালম্ব, নিরঞ্জন, জীবন্মুক্তি, সহজা, ও তুর্য্যা এই সকল শব্দ একার্থবাচক। (হঠযোগ প্রদীপিকা চতুর্থোপদেশ (৩-৪))

শেষাচার্য্য ভগবান পতঞ্জলি মুনি যোগদর্শনে সমাধি শব্দের নিম্নানুরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ।" যোগদর্শনম্॥ (৩।৩)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—ধ্যান যখন অর্থমাত্রনির্ভাস হয় অর্থাৎ ধ্যান যখন এমন প্রগাঢ় হয় যে, ধ্যেয় বিষয় মাত্রের সত্তাই কেবল উপলব্ধ হইতে থাকে অথবা ভাসিত হইতে থাকে এবং নিজের প্রত্যয়াত্মক স্বভাব শূন্যের ন্যায় হয় অর্থাৎ "আমি ধ্যান করিতেছি" এই বোধও থাকে না তখন সেই ধ্যানকে সমাধি বলা হয়। যোগদর্শন (৩।৩)

ইতিপূর্ব্বে সমাধি পাদে ভগবান পতঞ্জলি সবিতর্ক নির্ব্বিতর্ক ও সবিচার নির্ব্বিচার সমাপত্তির লক্ষণ নির্ণয়কালে বলিয়াছেন—

"তত্রশব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ"

যোগদর্শনম্ (১।৪২)

তাৎপর্য্য এই যে, শব্দার্থ-জ্ঞানের বিকল্পের দ্বারা সঙ্কীর্ণা অর্থাৎ মিশ্রিতা যে সমাপত্তি তাহা সবিতর্কা। এখানে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান-ভাবনা প্রভৃতি বিতর্ক-বিকল্পভাসক চিত্তবৃত্তি থাকে। ফলতঃ "আমি জানিতেছি" এই বোধও বর্ত্তমান থাকে। যোগদর্শন—(১।৪২)

"স্মৃতি পরিশুদ্ধৌ স্বরূপ শূন্যেবার্থ-মাত্র-নির্ভাসা—নির্ব্বিতর্কা। যোগ-দর্শনম্ (১।৪৩)

তাৎপর্য্য এই যে,—স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় অর্থমাত্র-নির্ভাসা সমাপত্তি নির্ব্বিতর্কা। স্থুল ভূত ও ইন্দ্রিয় গোলক বিষয়ক শব্দ ও জ্ঞান ভাবনা প্রভৃতি বিতর্ক বিকল্প রহিত কেবল অর্থ মাত্র ভাসক চিত্ত-বৃত্তি মাত্র এই নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিতে বর্ত্তমান থাকে। আমি জানিতেছি এইরূপ ভাবনাও যেন থাকে না। যোগদর্শন (১।৪৩)

"এতয়া এব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা"।

যোগদর্শনম্(১।৪৪)

তাৎপর্য্য—ইহার দ্বারা সূক্ষ্মবিষয়ক সবিচারা এবং নির্ব্বিচারা সমাপত্তিও ব্যাখ্যাত হইল। অর্থাৎ সবিতর্কা নির্ব্বিতর্কা স্থুল বিষয়ক, সবিচারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বিচারা সূক্ষ্মবিষয়ক,—এই মাত্র প্রভেদ। অপর সর্ব্ববিষয়ে সবিচার ও নির্ব্বিচার যথাক্রমে সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্কের মতই। সূক্ষ্মভূত, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তি, সূক্ষ্মতর অহঙ্কার (আনন্দ) ও সূক্ষ্মতম মহতত্ত্ব (অস্মিতা) বিষয়ক সমাপত্তিই সবিচারা নির্ব্বিচারার অন্তর্গত। সবিচারা সমাপত্তিতে দেশ কাল ও নিমিত্ত ভাবনা সহিত শব্দার্থ-জ্ঞান-সংকীর্ণ বিচার থাকিবে এবং "আমি বিচারপূর্ব্বক জানিতেছি" এই বোধও থাকিবে। নির্ব্বিচারা সমাপত্তিতে দেশ, কাল ও নিমিত্ত ভাবনাপূর্ব্বক শব্দার্থজ্ঞান—সঙ্কীর্ণ বিচার থাকিবে না এবং 'আমি জানিতেছি' এই বোধও যেন থাকিবে না, কেবল সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতর বা সূক্ষ্মতম ধ্যেয় বিষয় মাত্রই ভাসিতে থাকিবে।

এই চারিটি সূত্র আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, সবিতর্কা ও সবিচারা সমাপত্তিকে সমাধি বা সমাধিজ প্রজ্ঞা বলা যায় না ; (মনে রাখিতে হইবে কাহারও মতে সমাপত্তি শব্দ সমাধির পর্য্যায় শব্দ, আবার কাহারও মতে সমাপত্তি শব্দের দ্বারা সমাধিজ প্রজ্ঞাকে বুঝায়। কেননা ভগবান পতঞ্জলি মুনির প্রদত্ত লক্ষণ (৩।৩ সূত্র) অনুসারে স্বরূপশূন্যোপম অর্থমাত্র নির্ভাস না হইলে তাহা সমাধি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার সমাপত্তিকেই ভগবান পতঞ্জলি মুনির প্রদত্ত লক্ষণ অনুসারে সমাধি বা সমাধিজ প্রজ্ঞা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যাইতে পারে। আর সবিতর্ক ও সবিচার সমাপত্তিকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সম্প্রজ্ঞাত যোগজ প্রজ্ঞা বলা যাইতে পারে। এই সবিতর্ক ও সবিচার সমাপত্তিকে ধ্যানের উচ্চতম অবস্থাবিশেষও বলা যাইতে পারে। কিন্তু যোগদর্শন ও তদ্‌ভাষ্য টীকাদিতে সর্ব্ব সময়ে এই পার্থক্যবিচার ঠিক রাখা হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। স্বয়ং ভাষ্যকার স্থলবিশেষে "সবিতর্ক সমাধি ও সবিচার সমাধি" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন দৃষ্ট হয় (যোগভাষ্য—১।১৭, ১৮, ২০···)।

যোগসূত্রে স্থলবিশেষে নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগকেও নির্ব্বীজ সমাধি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (যোগদর্শন ১।৪৬, ১।৫১)। সমাপত্তি ও সমাধি শব্দের পার্থক্যও সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। যদিও সমাধিজ বা যোগজ প্রজ্ঞাই সমাপত্তি বলিয়া কথিত তবুও সাধারণতঃ সবিতর্ক নির্ব্বিতর্ক এবং সবিচার নির্ব্বিচার সমাপত্তিকে সবিতর্ক নির্ব্বিতর্ক এবং সবিচার নির্ব্বিচার সমাধিও বলা হইয়া থাকে। যোগসূত্রানুসারে সবিতর্ক ও সবিচার সম্প্রজ্ঞাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ সংজ্ঞায় এবং নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার সম্প্রজ্ঞাত যোগ ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এই উভয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে। সবিতর্ক ও সবিচার সমাপত্তি সমাধিসংজ্ঞার যোগ্য নহে; কেননা উহাতে ত্রিপুটীবোধ বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ বিষয়ী বিষয় এবং উভয়ের সম্বন্ধ বোধ বর্ত্তমান থাকে। শব্দার্থ-জ্ঞান-সংকীর্ণ দেশ কাল নিমিত্ত বোধ রহিত এমন কি ধ্যাতা ও ধ্যান বোধ রহিত কেবল ধ্যেয় মাত্র ভাসক চিত্তবৃত্তির শেষ স্থিতিই সমাধি সংজ্ঞার যোগ্য। তদবস্থায় সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া এক ধ্যেয় মাত্র ভাসক (ধ্যাতা ও ধ্যানবোধ রহিত) চিত্তবৃত্তি মাত্র থাকিবে। কাজেই সবিতর্ক ও সবিচারকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলা যাইতে পারে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা যাইতে পারে না। আর নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগকেও নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা যাইতে পারে না; কেননা সমাধিপ্রজ্ঞারও নিরোধে সর্ব্বনিরোধবশতঃ নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগস্থিতি লাভ হয় (যোগসূত্র ১।৫১ ও তদ্ভাষ্য)। এই স্থিতিতে কোন চিত্তবৃত্তি থাকিবে না। বৃত্তিহীন চিত্ত তৎকারণ প্রকৃতিতে লীন হইবে। চিত্ত প্রচেষ্টার অবসান ঘটিবে। পুরুষ ও প্রকৃতি চিরতরে বিবিক্ত হইয়া যাওয়ার ফলে পুরুষ স্বরূপে স্থিত হইবে বা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইবে বা নির্ব্বীজ কৈবল্য লাভ করিবে (যোগসূত্র ৪।৩৪)। ব্যবহারিক দ্রষ্টা পুরুষ ও পুরুষার্থের অবসান ঘটিবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" —যোগদর্শনম্ (১।২)। একাগ্রচিত্তবৃত্তিতে একটীমাত্র চিত্তবৃত্তি থাকিবে। একেতর সর্ব্বচিত্ত বৃত্তি নিরুদ্ধাবস্থার নাম সম্প্রজ্ঞাত যোগ। সর্ব্ববৃত্তি নিরুদ্ধবস্থার নাম অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। সর্ব্ববৃত্তি নিরুদ্ধাবস্থায় যখন চিত্তচেষ্টা পুনরুদ্ভবের শক্তিসহ সুপ্ত থাকে তখন ভবপ্রত্যয়াত্মক (বিদেহলয়াত্মক ও প্রকৃতিলয়াত্মক) সবীজ অসম্প্রজ্ঞাতযোগাবস্থা। যখন সর্ব্ববৃত্তিনিরুদ্ধাবস্থায় চিত্তচেষ্টা পুনরুদ্ভবের শক্তিহীন হয় এবং চিত্ত তৎকারণে লয়প্রাপ্ত হয় তখন উপায়প্রত্যয়াত্মক নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগাবস্থা বা কৈবল্যাবস্থা বা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠাবস্থা। নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার সম্প্রজ্ঞাত যোগাবস্থাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলা যাইতে পারে। সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগাবস্থাকে সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধ্যবস্থা বলিলেও বলা যাইতে পারে কিন্তু নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগাবস্থাকে নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়া পারিভাষিকরূপে সংজ্ঞিত করা যাইতে পারে না; কেননা উহাতে চিত্ত চেষ্টা পুনরুদ্ভবের শক্তিহীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া বিনষ্ট হয়, চিত্ত স্বকারণ প্রকৃতিতে লীন হয়, সর্ব্বচিত্তবৃত্তির নির্ব্বীজ নিরোধ হয়, আর সমাধিতে কিন্তু ধ্যেয় অর্থমাত্রভাসক চিত্তবৃত্তি থাকে।

ভগবান পতঞ্জলি মুনির মতে ধারণা ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটিই নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের বহিরঙ্গ সাধন মাত্র।

"ত্রয়মন্তরঙ্গঃ পূর্ব্বেভ্যঃ" (যোগদর্শনম্ ৩।৭)

তাৎপর্য্যানুবাদ—ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি পূর্ব্বোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পঞ্চসাধন অপেক্ষা (সম্প্রজ্ঞাত যোগের ও সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের) অন্তরঙ্গ সাধন।

"তদপি বহিরঙ্গং নির্ব্বীজস্য"—(যোগদর্শনম্ ৩।৮)

তাৎপর্য্যানুবাদ—ধারণা ধ্যান ও সমাধি—এই সাধনত্রয় ও নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের বহিরঙ্গ সাধন। পরবৈরাগ্যই নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অন্তরঙ্গ সাধন। বশীকার বৈরাগ্য সম্প্রজ্ঞাত যোগ ও সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ উভয়েরই সাধন। আর অভ্যাস সম্প্রজ্ঞাত যোগ, সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ এবং নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ—তিনেরই সাধন।

"তৎপরং পুরুষখ্যাতেগু'ণবৈতৃষ্ণ্যম্" ॥ ১।১৬ ॥ যোগদর্শনম্

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কার-শেষোঽন্যঃ" যোগদর্শনম্ (১।১৮)

তাৎপর্য্যানুবাদ—অব্যক্ত ও পুরুষের ভেদখ্যাতিই বিবেকখ্যাতি। বিবেকখ্যাতি বা পুরুষখ্যাতি কালে চিত্ত বাহ্যবিষয় শূন্য হয় এবং অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক (পার্থক্য)ই তখন চিত্তের বিষয় হয়। অব্যক্তের প্রতি বৈতৃষ্ণ্যই পর বৈরাগ্য। সর্ব্বপ্রকার সালম্বন চিত্তবৃত্তির নিরোধের কারণ যে পর বৈরাগ্য তাহার অভ্যাস ফলে সর্ব্ববৃত্তি প্রত্যস্তমিত হইলে সংস্কারশেষরূপ চিত্ত-নিরোধই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। যে অবস্থায় নিরোধ সংস্কার দ্বারা ব্যুত্থান সংস্কার আর প্রত্যয়প্রসূ হয় না সে অবস্থার নাম সংস্কারশেষ।

অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ও তজ্জনিত কৈবল্যকে যে আবার নির্ব্বীজ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহার হেতু হইল এই যে ভগবান পতঞ্জলি মুনির মতে সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সবীজ কৈবল্যও আছে। অসম্প্রজ্ঞাত যোগকে তিনি দ্বিবিধ বলিয়াছেন।

"ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম।" যোগদর্শনম্ (১।১৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্" যোগদর্শনম্ (১৷২০)

তাৎপর্য্যানুবাদ—ভবপ্রত্যয় ও উপায়প্রত্যয় নামে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ দ্বিবিধ। (যোগীদের উপায়প্রত্যয় আর বিদেহলীনদের ও প্রকৃতিলীনদের ভবপ্রত্যয়।) শ্রদ্ধা বীর্য্য স্মৃতি ও সমাধি-প্রজ্ঞা যে অসম্প্রজ্ঞাত (নির্ব্বীজ) যোগের প্রত্যয় বা কারণ তাহাই উপায় প্রত্যয় নামক অসম্প্রজ্ঞাত (নির্ব্বীজ) যোগ। উল্লিখিত ১৷২০ সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া ভাষ্যকার উপায়প্রত্যয় সংজ্ঞা করিয়াছেন। ভব-প্রত্যয় ও উপায়-প্রত্যয় এই দুই শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করিতে হইবে। উপায়প্রত্যয়ের বেলা উপায় যাহার প্রত্যয় বা হেতু বা নিমিত্ত এই অর্থে প্রত্যয় শব্দকে গ্রহণ করিয়া নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ও শ্রদ্ধাদির সহিত উপেয় ও উপায় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু উপর্য্যুক্তানুসারে ভবপ্রত্যয়ের বেলায় ও ভবই যাহার প্রত্যয় বা হেতু বা নিমিত্ত এরূপ অর্থ করিলে "ভব" শব্দের "জন্ম" বা "সংসার" অর্থের সহিত বড় সুসঙ্গত প্রতিভাত হয় না। ভব অর্থাৎ জন্মের কারণ অবিদ্যা সংস্কার। অতএব অবিদ্যা সংস্কারই ভব। এই দৃষ্টি ভঙ্গীতে "ভব" শব্দের অর্থ "অবিদ্যা সংস্কার" বলিয়া গ্রহণ করিয়া 'ভব' অর্থাৎ অবিদ্যা সংস্কার যাহার প্রত্যয় বা নিমিত্ত বা হেতু তাহাই ভবপ্রত্যয় নামক সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলিয়া বলিলে কতকটা সুসঙ্গত হয়। ভব অর্থাৎ অবিদ্যা সংস্কারই বিদেহলীনতার ও প্রকৃতিলীনতার হেতু। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় উভয়ই ভবপ্রত্যয়ের অন্তর্গত। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় রূপ সবীজ কৈবল্য হইল ভবপ্রত্যয় রূপ সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের ফল। উপায়-প্রত্যয় রূপ নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের ফল হইল নির্ব্বীজ কৈবল্য। বিদেহলীন ও প্রকৃতি-লীনদের অবিদ্যাসংস্কার বীজরূপে সুপ্ত অর্থাৎ অব্যক্তাবস্থায় থাকে এবং দীর্ঘ-কাল পরে জাগ্রত হয়। তখন তাহাদিগের আবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। সে জন্য এই কৈবল্যবৎ অবস্থাকে সবীজকৈবল্য এবং সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের ফল বলা হইয়া থাকে। এখানে শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪১ ও ৪২ শ্লোকদ্বয় স্মর্ত্তব্য বলিয়া কোন কোন ব্যাখ্যাতৃগণ বলিয়া থাকেন।

প্রাপ্যপুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৬।৪১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৬।৪২॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—যোগভ্রষ্টব্যক্তি পুণ্যকৃদ্‌গণের ভোগ্যলোক সকল প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎলোকে বহু বৎসর বাস করিয়া সদাচারপরায়ণ ধনিগণের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন। গীতা (৬।৪১)

অথবা ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ যোগিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃশ জন্ম জগতে দুর্ল্লভ। ৬।৪২॥

যোগদর্শন ভাষ্যের (বাচস্পতি মিশ্র বিরচিত) তত্ত্ববৈশারদী টীকায় ও (রামানন্দ যতি বিরচিত) মণিপ্রভা টীকায় বায়ুপুরাণোক্ত বলিয়া নিম্নলিখিত সার্দ্ধশ্লোকদ্বয় সবীজ কৈবল্যের সমর্থনে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"শতমন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ব্বং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ॥
বৌদ্ধাদশসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগত—জ্বরাঃ।
পূর্ণং শতসহস্রং তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ॥
পুরুষং নির্গুণং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে।"

তাৎপর্য্যানুবাদ—যাহারা ইন্দ্রিয়ে আত্মভাবনা করে তাহারা শতমন্বন্তর ধরিয়া এখানে অবস্থান করে। যাহারা ভূতে আত্মভাবনা করে তাহারা পূর্ণ সহস্র মন্বন্তর অবস্থান করে। যাহারা বুদ্ধিতে আত্মভাবনা করে তাহারা দশ সহস্র বৎসর বিগতজ্বর অর্থাৎ দুঃখ-রহিত হইয়া অবস্থান করে। যাহারা অব্যক্ত বা প্রকৃতিতে আত্মভাবনা করে তাহারা পূর্ণ শতসহস্র মন্বন্তর ঐরূপ ভাবে থাকে। নির্গুণ পুরুষকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইলে তাহার পক্ষে আর কালের সংখ্যা নাই।

বায়ু পুরাণে উল্লিখিত শ্লোকাদি চোখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে পড়িতেছে না। থাকিতেও পারে। এখানে লোকবাসের কথা আছে। সাংখ্য যোগদর্শনের প্রকৃতিলয় লোকবাস কি? বিশেষতঃ এখানে আত্মভাবনার কথা আছে। এইজন্য কেহ কেহ এই শঙ্কা উত্থাপন করেন যে, এই সার্দ্ধ শ্লোকদ্বয় সাক্ষাৎভাবে যোগদর্শনের উক্তিকে সমর্থন করেনা। অবশ্য উক্ত বর্ণনাকে আলঙ্কারিক ভাবের বর্ণনা বলিয়া গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিকে যোগদর্শনোক্ত প্রকৃতিলয়ের সমর্থক বলিয়া বলিতে পারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়াত্মভাবনা, বুদ্ধ্যাত্মভাবনা ও ভূতাত্মভাবনার কথা যোগ-দর্শনে কোথায়? ভবপ্রত্যয়—বিদেহলয়:—আনন্দানুগত কেবল অহঙ্কার রূপ গ্রহণ বিষয়ক নির্ব্বিচার সমাধিফলে সাধকের দেহে আত্মাভিমান থাকে না; এই জন্য তাঁহাকে বিদেহ বলা হয়। এখানে সাধক সত্ত্বগুণ প্রধান আনন্দরূপ অহঙ্কারকে সাক্ষাৎ করে বলিয়া আনন্দে ভরপূর হইয়া যায়। বশীকার বৈরাগ্যফলে বিষয় বিরাগ থাকে বলিয়া করণবর্গ (করণবর্গ) বিষয় সংযোগের অভাবে অহঙ্কারে লীন হইয়া যায়। আনন্দরূপ অহঙ্কারই মাত্র সাধকের বিষয় হয়—তখন। এই আনন্দে আসক্ত হইয়া উহাকেই আত্মাবস্থিতি মনে করিয়া উহাতেই মগ্ন থাকিতে চায়। এই স্থিতিকেও অসম্প্রজ্ঞাতযোগের ফল বলিয়া বলা হয়। সংস্কারের বলানুসারে দীর্ঘকাল কৈবল্যাবস্থার মত অবস্থা অনুভব করিয়া পরে আবার জন্মপরিগ্রহ করেন। ইহাকে তত্ত্বতঃ নির্ব্বীজ কৈবল্য বা নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলা যায় না। ইহা তত্ত্বতঃ সবীজ সমাধিজ কৈবল্যস্থিতিবৎ স্থিতি মাত্র। আনন্দানুভূতি আছে বলিয়া ইহা স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা কৈবল্য মুক্তি নহে।

"নানন্দাভিব্যক্তির্মুক্তির্নির্দ্ধর্মকত্বাৎ।" (সাংখ্যসূত্র ৫।৭৪)

অনুবাদ—আত্মা নির্দ্ধর্মক বলিয়া স্বরূপস্থিতি রূপ কৈবল্যমুক্তিতে আনন্দাভিব্যক্তি থাকিতে পারে না। ভবপ্রত্যয়—প্রকৃতিলয়:—পরবৈরাগ্য হীন অস্মিতানুগত গ্রহীতৃবিষয়ক নির্ব্বিচার সমাধিফলে সাধকের অহঙ্কারে আত্মাধ্যাস থাকে না। অহঙ্কার কারণ অস্মিতাতে আত্মাধ্যাস হয়। অহঙ্কারে আত্মাধ্যাস থাকিলে আমি আছি ও আমি সুখী এই দুইটী বোধ থাকে। অহঙ্কারে আত্মাধ্যাস বিগত হইয়া অস্মিতাতে আত্মাধ্যাস থাকিলে কেবল "আমি আছি" এই বোধ মাত্র থাকে। আমি আছি অর্থাৎ অহমস্মি। এই জন্যই উহার নাম অস্মিতা। অস্মিতাই মহত্তত্ত্ব। এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকারদ্বারা অন্তঃকরণ পুরুষাবিবিক্ত প্রকৃতিতে লীন হয়। বশীকার বৈরাগ্যই এই স্থিতির হেতু। এই স্থিতিকে প্রকৃতিলয় বলা হয়। এই যোগী দেহান্তে দীর্ঘকাল প্রকৃতি-লীন থাকিয়া আবার জন্ম পরিগ্রহ করেন। সাংখ্যসূত্রে ইহাকে কৈবল্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

"ন কারণ লয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানাৎ"

সাংখ্যসূত্র—(৩।৫৩)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাৎপর্য্যানুবাদ—যেমন জলমগ্ন ব্যক্তি শ্বাস লইবার জন্য আবার ভাসিয়া উঠে ঠিক তেমনই প্রকৃতি লীন আবার জন্মপরিগ্রহ করে। কাজেই প্রকৃতি লীন কৃতকৃত্যতা লাভ করে না। ইহাও অসম্প্রজ্ঞাত যোগনামের যোগ্য নহে, কৈবল্যবৎ স্থিতি বলিয়া কৈবল্য বলা হইলেও সবীজ কৈবল্য; কেননা আবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। ইহা তত্ত্বতঃ সবীজ সমাধিজ কৈবল্য-স্থিতিবৎ কৈবল্যস্থিতি মাত্র। সুপ্ত অবিদ্যাসংস্কার আবার জাগ্রত হয়। সবীজ অসম্প্রজ্ঞাতযোগ বা যোগের ফল বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে—ইহাকে।

উক্তানুরূপ সবীজ অসম্প্রজ্ঞাতযোগে সর্ব্বসংস্কারের নিরোধ তাৎকালিক হইলেও বিবেক খ্যাতি জন্মে না বলিয়া পরবৈরাগ্যও জন্মে না। পরবৈরাগ্য বশতঃ সর্ব্বসংস্কারের অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজ প্রজ্ঞা সংস্কারের এবং এমন কি তন্নিরোধ-সংস্কারের ও নিরোধফলে নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয় ও নির্ব্বীজ কৈবল্য লাভ হয়। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় পূর্ণতয়া কৈবল্য না হইলে ও কৈবল্যবৎ বলিয়া সবীজ কৈবল্যসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়া থাকে। নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সম্বন্ধে ভগবান পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন যে, সম্প্রজ্ঞাত যোগান্তর্গত নির্ব্বিচার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বৈশারদ্যফলে অর্থাৎ বুদ্ধি-সত্ত্বের রজঃ ও তমঃ গুণ দ্বারা অনভিভূত স্বচ্ছস্থিতিপ্রবাহ ফলে অধ্যাত্মপ্রসাদ অর্থাৎ যথাভূত বস্তুবিষয়ক যুগপৎ সর্ব্বভাসক স্ফুট প্রজ্ঞালোক লাভ হয়। তৎফলে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা জন্মে। ঋতম্ভরা অর্থাৎ ঋতং সত্যং বিভর্ত্তি ইতি ঋতম্ভরা। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই সর্ব্ববিষয়ক তত্ত্বোপলব্ধির প্রকৃষ্ট হেতু। এই প্রজ্ঞার সংস্কার চিত্তের অধিকার বিরোধী হয়—স্থিতি হেতু হয় না। পরবৈরাগ্যের দ্বারা প্রজ্ঞার সংস্কারও হেয় বলিয়া বোধ হয়। তখনই সর্ব্ব নিরোধ সাধিত হয়। ফলে নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়। এ যোগ-সিদ্ধি সমাধিজ প্রজ্ঞাসংস্কারের এমন কি নিরোধ-সংস্কারের ও নিরোধফলে জাত। কাজেই ইহা সমাধি নহে। একেতর সর্ব্ববৃত্তি নিরোধে সমাধি। কিন্তু সর্ব্ববৃত্তির সম্যক্ নিরোধ ভগবান্ পতঞ্জলি মুনির মতে তত্ত্বতঃ সমাধি সংজ্ঞার যোগ্য নহে। উহা অসম্প্রজ্ঞাত যোগসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার যোগ্য। কিন্তু সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজ প্রজ্ঞাসংস্কারের ও নিরোধ ফলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয় বলিয়া ভগবান পতঞ্জলি মুনি অসম্প্রজ্ঞাত যোগকে ও ভূতপূর্ব্বগত্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবীজ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হিসাবে নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি শব্দ প্রয়োগ করিয়া লক্ষ্য করাইয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে তিনি অসম্প্রজ্ঞাত শব্দও প্রয়োগ করেন নাই। তবে সম্প্রজ্ঞাত হইতে অন্য এই কথার দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাতকে লক্ষ্য করাইয়াছেন। পূর্ব্বব্যাখ্যাত যোগদর্শনের ১।১৮ সূত্রের (বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ) দ্বারা "সম্প্রজ্ঞাত হইতে অন্য" বলিয়া অসম্প্রজ্ঞাতকেই লক্ষ্য করাইয়াছেন। ভূতপূর্ব্বগত্যা—অর্থাৎ আগে সমাধিকে সম্প্রজ্ঞাত বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন বলিয়া এখন সম্প্রজ্ঞাতের বিপরীত অসম্প্রজ্ঞাত যোগকেও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি শব্দ প্রয়োগে বর্ণনা করিতেছেন। এরূপ সিদ্ধান্ত করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সবিতর্ক ও সবিচার এবং নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার—এই চারিটিকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলা যায়। কেবল নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচারকেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও সম্প্রজ্ঞাত যোগ উভয়ই বলা যায়। আর সর্ব্বনিরোধকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলা যায়। একেতর সর্ব্বচিত্তবৃত্তি-নিরোধে সম্প্রজ্ঞাত যোগ। সর্ব্বচিত্তবৃত্তি-নিরোধে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ।

"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ"

যোগদর্শনম্—১।৫১

তাহার ও অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি জনিত প্রজ্ঞা-সংস্কারেরও নিরোধ হইলে সর্ব্বনিরোধ হইতে নির্ব্বীজ সমাধি উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভগবান পতঞ্জলি মুনি কর্ত্তৃক সমাধির সংজ্ঞা লক্ষণানুসারে (যোগ দর্শন ৩।৩ ও ১।৪৩—পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) আর অসম্প্রজ্ঞাত যোগকে তত্ত্বতঃ সমাধি বলা যায় না।

চিত্তবৃত্তিকে একত্র সমাহিত করার নাম সমাধি। আর চিত্তবৃত্তিসহ চিত্তের সম্যক্ নিরোধ ও তৎকারণ প্রকৃতিতে লয়ের নাম অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। অসম্প্রজ্ঞাতে চিত্ত নাই সম্প্রজ্ঞানও নাই। সমাধিতে কতকটা ত্রিপুটী বিহীন ভাবে অর্থাৎ ধ্যাতা ও ধ্যান বোধ রহিতের মত ভাবে ধ্যেয় বিষয় মাত্র ভাসিতে থাকিবে। তাই তিনি বলিয়াছেন "অর্থ-মাত্র-নির্ভাসং স্বরূপ-শূন্যমিব"। নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগে পরবৈরাগ্যফলে সর্ব্ববিষয়ই হেয়ত্ব পক্ষে ন্যস্ত, সেখানে সর্ব্বনিরোধই সাধ্য—ধ্যেয় বিষয় নাই—চিত্তের অধিকার সমাপ্ত—চিত্ত চরিতার্থ ও তৎকারণ প্রকৃতি কারণ প্রকৃতিতে লীন—পুরুষার্থের সম্যক্ অবসান—দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষের অবসান—পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ—কৈবল্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত। কাজেই নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ভগবান পতঞ্জলি মুনিরই সিদ্ধান্তানুসারে নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না। "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" (যোগদর্শন ১।২)। একেতরে পূর্ণ নিরোধ সমাধি। সর্ব্বপূর্ণ নিরোধ যোগ। একেতরে সর্ব্বচিত্তবৃত্তি নিরোধ যোগ ও সমাধি উভয় সংজ্ঞায়ও সংজ্ঞিত হইতে পারে।

ভগবান পতঞ্জলি মুনির বর্ণিত যোগ এবং সমাধির লক্ষণ ও প্রকারভেদ নিম্নলিখিতানুরূপ বংশপরম্পরা-প্রদর্শনীবৎ কোষ্ঠক পত্রিকা দ্বারা বুঝিতে সুবিধা হইবে।

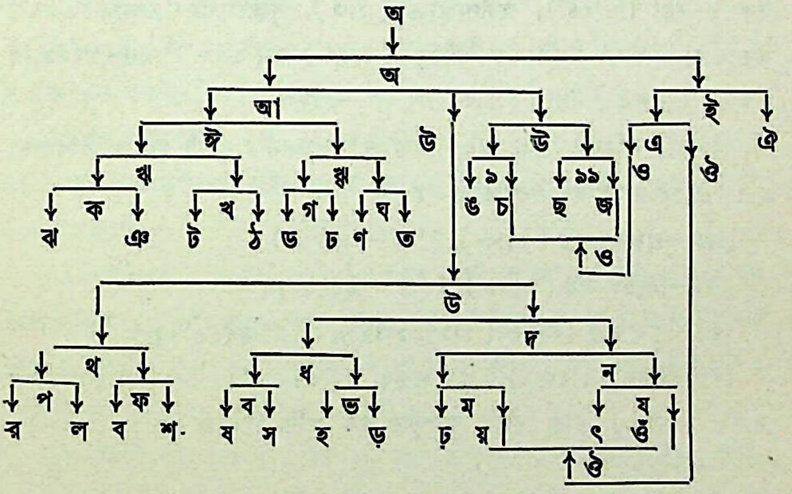

(অ)—যোগ (যোগদর্শন—১।২)।

(আ)—সম্প্রজ্ঞাত (১।১৭), সবীজ (১।৪৬), ("অ"—হইতে)।

(ই)—অসম্প্রজ্ঞাত (১।১৮), ("অ"—হইতে)।

(ঈ)—গ্রাহ্য সমাপত্তি (১।৪১), ("আ"—হইতে)।

(উ)—গ্রহণ সমাপত্তি (১।৪১), ("আ"—হইতে)।

(ঊ)—গ্রহীতৃ সমাপত্তি (১।৪১) অস্মিতানুগত (১।১৭), (২।৬), বিচারানুগত (১।৪৪—৪৫)। ("আ"—হইতে)।

(ঋ)—বিতর্কানুগত (১।১৭), ("ঈ"—হইতে)।

(স্থূল-ভূত-বিষয়ক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ৠ)—বিচারানুগত—(১।১৭), ("ঈ"—হইতে)।

(সূক্ষ্ম-ভূত-বিষয়ক)

(ঌ)—সূক্ষ্মতম, স্ব—অস্মিতাবিষয়ক (১।১৭ ; ১।৪৪, ৪৫), ("উ" হইতে)।

(ৡ)—সূক্ষ্মতম ঈশ্বর (১।২৩-২৮) মুক্ত পুরুষ (১।৩৭) ও গুরুর (১।৩৭) অস্মিতাবিষয়ক (১।১৭ ; ১।৪৪-৪৫), ("ঊ"—হইতে)।

(এ)—ভবপ্রত্যয় (১।১৯), সবীজ (১।৪৬) অসম্প্রজ্ঞাত (১।১৮) দীর্ঘ-কাল নিবৃত্ত্যাত্মক তথা কারণলয়াত্মক, ("ই"—হইতে)।

(ঐ)—উপায়-প্রত্যয় (১।২০) সর্ব্বনিরোধহেতু তত্ত্বতঃ নির্ব্বীজ (১।৫১) অসম্প্রজ্ঞাত (১।১৮) কৈবল্য (১।২৫), (১।৫০), (১।৫৫), (৪।৩৪)। স্বরূপপ্রতিষ্ঠা (৪।৩৪), স্বরূপস্থিতি (১।৩), পুরুষার্থের অবসান (৪।৩৪) কৃতার্থতা (২।২২) বিবেক খ্যাতি (১।১৬) ও (২।২৬) ধর্ম্ম-মেঘসমাধি (১।২৯) ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তি (১।৩০) ("ই"—হইতে)।

চিরকাল নিবৃত্ত্যাত্মক তথা চিত্ত ও চিত্তজননীর পুরুষ হইতে বিবিক্ততা এবং চিত্তের তৎকারণ প্রকৃতিতে লয়।

(ও)—প্রকৃতি লয় (১।১৯), ("এ"—হইতে)।

(ঔ)—বিদেহ লয় (১।১৯), ("এ"—হইতে)।

(ক)—স্থূল ভূত বিষয়ক (১।১৭, ১।৪২), ("ঋ" হইতে)।

(খ)—ঈশ্বর (১।২৩-২৮) মুক্ত পুরুষ, (১।৩৭), গুরু (১।৩৭ বা যথাভিমত ধ্যেয়—(১।৩৮) গ্রাহ্য বস্তুর স্থূলভূতাত্মক মূর্তি বিষয়ক (১।১৭, ১।৪২)। ("ঋ"—হইতে)।

(গ)—সূক্ষ্ম ভূত বিষয়ক (১।১৭), (১।৪৪), ('ৠ'—হইতে)।

(ঘ)—ঈশ্বর (১।২৩-২৮), মুক্তপুরুষ (১।৩৭), গুরু (১।৩৭) বা যথাভিমত ধ্যেয়—(১।৩৯) গ্রাহ্য বস্তুর সূক্ষ্মভূতাত্মক মূর্তি বিষয়ক (১।১৭, ১।৪৪), ("ৠ"—হইতে)।

(ঙ)—সাস্মিতা (১।১৭) সবিচার (১।৪৪-৪৫)। "মহত্তত্ত্ব (অস্মিতা) প্রকৃতির কার্য্য ও ত্রিগুণাত্মক"—এইরূপ ভাবনাত্মক বিচারসহ মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ কেবল "অস্মীতি" রূপ ধ্যেয়ে একাগ্রচিত্তবৃত্তি। ("ঌ"—হইতে)।

(চ)—অস্মিতা মাত্রা (১।১৭) নির্ব্বিচার (১।৪৪-৪৫) সবীজ (১।৪৬) সমাধি (৩।৩)। সর্ব্বপ্রকার ভাবনাত্মক বিচার রহিত কেবল মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল "অস্মি" এই ধ্যেয় অর্থ বা ধর্ম্মী মাত্র ভাসক চিত্তবৃত্তি বা "অস্মি, অস্মি" ইত্যাকার জ্ঞানশেষ মাত্র স্থিতি। ("ঙ"—হইতে)। প্রকৃতিলয়।

(ছ)—সাস্মিতা (১।১৭) সবিচার (১।৪৪-৪৫), "মহত্তত্ত্ব (অস্মিতা) প্রকৃতির কার্য্য ও ত্রিগুণাত্মক"—এইরূপ ভাবনাত্মক বিচারসহ মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ কেবল "অস্মীতি" রূপ ধ্যেয়ে একাগ্রচিত্তবৃত্তি। ("ঙ"—হইতে)।

(জ) অস্মিতা মাত্রা (১।১৭) নির্ব্বিচার (১।৪৪-৪৫), সবীজ (১।৪৬), সমাধি (৩।৩)। সর্ব্বপ্রকার ভাবনাত্মক বিচার রহিত কেবল মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ কেবল "অস্মি" এই ধ্যেয় অর্থ বা ধর্ম্মী মাত্র ভাসক চিত্তবৃত্তি বা অস্মি ইত্যাকার জ্ঞানশেষ মাত্র স্থিতি। ("ঙ" হইতে)। প্রকৃতিলয়।

(ঝ)—সবিতর্ক (১।১৭, ১।৪২), শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানভাবনারূপ বিকল্প মিশ্রিত স্থূল ভূতবিষয়ক ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি। ("ক"—হইতে)।

(ঞ)—নির্ব্বিতর্ক (১।১৭, ১।৪৩) সমাধি (৩।৩), সবীজ (১।৪৬), শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান-ভাবনাবিকল্পরহিত ধ্যেয় স্থূলভূতবিষয়ক কেবল অর্থ মাত্র ভাসক একাগ্রচিত্তবৃত্তি। ("ক" হইতে)।

(ট)—সবিতর্ক (১।১৭, ১।৪২), শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ভাবনা রূপ বিকল্প মিশ্রিত, ঈশ্বর, (১।২৩-২৮), মুক্ত-পুরুষ (১।৩৭), গুরু (১।৩৭) বা যথাভিমত ধ্যেয় (১।৩৯) গ্রাহ্যবস্তুর স্থূল ভূতাত্মক মূর্ত্তিবিষয়ক ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি। ("খ"—হইতে)।

(ঠ)—নির্ব্বিতর্ক (১।১৭, ১।৪৩), সমাধি (৩।৩) সবীজ (১।৪৬) শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানভাবনাবিকল্প রহিত ঈশ্বর—(১।২৩-২৮), মুক্ত পুরুষ বা গুরু (১।৩৭) বা যথাভিমত ধ্যেয় (১।৩৯) গ্রাহ্যবস্তুর স্থূল ভূতাত্মক মূর্ত্তিবিষয়ক কেবল অর্থ মাত্র ভাসক একাগ্রচিত্তবৃত্তি। ("খ" হইতে)।

(ড)—সবিচার (১।১৭, ১।৪৪-৪৫), দেশ, কাল ও ধর্ম্ম ভাবনা সহিত শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বিকল্পমিশ্রিত, "আমি বিচার পূর্ব্বক জানিতেছি ও ধ্যান করিতেছি" এই ত্রিপুটী বোধযুক্ত সূক্ষ্মভূতবিষয়ক ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি। ("গ"—হইতে)।

(ঢ) নির্ব্বিচার (১।১৭, ১।৪৪-৪৫), সমাধি (৩।৩), সবীজ (১।৪৬), দেশ কাল ও ধর্ম্ম ভাবনা রহিত "আমি বিচার পূর্ব্বক জানিতেছি ও ধ্যান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছি" এই ত্রিপুটী বোধ রহিত সূক্ষ্মভূত বিষয়ক কেবল ধ্যেয় অর্থ (ধর্ম্মী মাত্র) ভাসক ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি। ("গ"—হইতে)।

(ণ) সবিচার (১।১৭, ১।৪৪-৪৫), দেশ, কাল ও ধর্ম্ম ভাবনা সহিত শব্দ অর্থ ও জ্ঞান বিকল্প মিশ্রিত, "আমি বিচারপূর্ব্বক জানিতেছি ও ধ্যান করিতেছি" এই ত্রিপুটী বোধযুক্ত ঈশ্বর (১।২৩-২৮) বা মুক্ত পুরুষ ও গুরু (১।৩৭) বা যথাভিমতধ্যেয় (১।৩৯) গ্রাহ্য বস্তুর সূক্ষ্মভূতাত্মক মূর্তিবিষয়ক ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি। ("ঘ"-হইতে)।

(ত) নির্ব্বিচার (১।১৭, ১।৪৪-৪৫), সমাধি (৩।৩) সবীজ (১।৪৬) দেশ, কাল ও ধর্ম্ম ভাবনা রহিত "আমি বিচারপূর্ব্বক জানিতেছি ও ধ্যান করিতেছি"—এই ত্রিপুটী বোধ রহিত, ঈশ্বর (১।২৩-২৮) বা মুক্ত পুরুষ ও গুরু (১।৩৭) বা যথাভিমত ধ্যেয় (১।৩৯) গ্রাহ্য বস্তুর সূক্ষ্মভূতাত্মক মূর্ত্তি-বিষয়ক কেবল ধ্যেয় অর্থ (ধর্ম্মী মাত্র) ভাসক ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি। ('ঘ'-হইতে)।

(থ) বিতর্কানুগত (১।১৭) গ্রহণ সমাপত্তি (১।৪১) স্থূল ভূতাত্মক (১।৪২) ইন্দ্রিয় গোলক বা স্থানবিষয়ক। ("ঙ" হইতে)।

(দ) বিচারানুগত (১।১৭) গ্রহণ সমাপত্তি (১।৪১) সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তিবিষয়ক (১।৪৪-৪৫)। ("ঙ"-হইতে)।

(ধ)—বিচারানুগত (১।১৭) গ্রহণ সমাপত্তি (১।৪১) সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তিবিষয়ক (১।৪৪-৪৫)। ("দ" হইতে)।

(ন) আনন্দানুগত (১।১৭), সূক্ষ্মতর অহঙ্কার বিষয়ক (১।৪৪-৪৫)। ("দ" হইতে)।

(প) স্থূল ভূতাত্মক ইন্দ্রিয় গোলক বা স্থানবিষয়ক (১।৪২) ("থ" হইতে)।

(ফ)—ঈশ্বর (১।২৩-২৮), মুক্ত পুরুষ বা গুরুর (১।৩৭) স্থূল ভূতাত্মক ইন্দ্রিয় গোলক বা স্থানবিষয়ক (১।৪২) ("থ"-হইতে)।

বর্গীয় (ব)—সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তিবিষয়ক (১।৪৪-৪৫)। ("ধ"হইতে)।

(ভ)—ঈশ্বর (১।২৩-২৮), মুক্ত পুরুষ বা গুরুর (১।৩৭) সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তিবিষয়ক (১।৪৪-৪৫)। ('ধ'-হইতে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(য)—সূক্ষ্মতর অহঙ্কার বিষয়ক (১।৪৪-৪৫)। ("ন" হইতে)।

(য)—ঈশ্বর (১।২৩-২৮), মুক্ত পুরুষ (১।৩৭) ও গুরুর (১।৩৭) সূক্ষ্মতর অহঙ্কার বিষয়ক (১।৪৪-৪৫)। ("ন"—হইতে)।

(র)—সবিতর্ক (১।১৭, ১।৪২) শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ভাবনা রূপ বিকল্প মিশ্রিত স্থূলভূতাত্মক ইন্দ্রিয় গোলক বা স্থান বিষয়ক (১।৪২) ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি। ("প"—হইতে)।

(ল)—নির্ব্বিতর্ক (১।১৭, ১।৪৩), সমাধি (৩।৩), সবীজ (১।৪৬); শব্দ অর্থ ও জ্ঞান ভাবনা রূপ বিকল্প রহিত স্থূলভূতাত্মক ইন্দ্রিয় গোলক বা স্থান বিষয়ক কেবল ধ্যেয় অর্থ মাত্র ভাসক ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি। ("প"-হইতে)।

অন্তঃস্থ (ব)—সবিতর্ক (১।১৭, ১।৪২), শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ভাবনারূপ বিকল্পমিশ্রিত ঈশ্বর (১।২৩-২৮) বা মুক্তপুরুষ (১।৩৭) বা গুরুর (১।৩৭) স্থূল ভূতাত্মক ইন্দ্রিয় গোলক বা স্থান বিষয়ক (১।৪২) ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি। ("ফ"-হইতে)।

(শ)—নির্ব্বিতর্ক—(১।১৭, ১।৪৩) সমাধি (৩।৩), সবীজ (১।৪৬), শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ভাবনারূপ বিকল্প রহিত ঈশ্বর (১।২৩-২৮) বা মুক্তপুরুষ (১।৩৭) বা গুরুর (১।৩৭) স্থূলভূতাত্মক ইন্দ্রিয় গোলক বা স্থান বিষয়ক কেবল ধ্যেয় অর্থ মাত্র ভাসক ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি। ("ফ-হইতে)।

(ষ)—সবিচার (১।১৭, ১।৪৪-৪৫), দেশ, কাল ও ধর্ম্ম ভাবনা সহিত শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ভাবনা বিকল্পমিশ্রিত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তি বিষয়ক ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্ত বৃত্তি। "আমি ধ্যেয় ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তিকে, তদ্বিষয় ও তৎকারণ অহঙ্কারের ভাবনারূপ বিচারপূর্ব্বক জানিতেছি" এই ত্রিপুটী ভাসিতে থাকিবে। (বর্গীয় "ব"-হইতে)।

(স)—নির্ব্বিচার (১।১৭, ১।৪৪-৪৫), সমাধি (৩।৩) সবীজ (১।৪৬) ,দেশ, কাল ও ধর্ম্ম-ভাবনা রহিত, "আমি ধ্যেয় ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-শক্তিকে, তদ্বিষয় ও তৎকারণ অহঙ্কারের ভাবনারূপ বিচারপূর্ব্বক জানিতেছি"—এই ত্রিপুটী বোধ রহিত, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তি বিষয়ক কেবল ধ্যেয় অর্থ (ধর্ম্মীমাত্র) ভাসক ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি। ('বর্গীয়-ব'—হইতে)।

(হ)—সবিচার (১।৪৪-৪৫), দেশ, কাল ও ধর্ম্মভাবনা সহিত, শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ভাবনা বিকল্পমিশ্রিত, ঈশ্বর (১।২৩-২৮) বা মুক্ত পুরুষ (১।৩৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা গুরুর (১।৩৭) সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় শক্তি বিষয়ক ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি। আমি ধ্যেয় ইন্দ্রিয় শক্তিকে তদ্‌বিষয় ও তৎকারণ অহঙ্কারের ভাবনারূপ বিচারপূর্ব্বক জানিতেছি" এই ত্রিপুটী ভাসিতে থাকিবে। ("ভ"—হইতে)।

(ড়) নির্ব্বিচার—(১।১৭, ১।৪৪—৪৫) সমাধি (৩।৩), সবীজ (১।৪৬), দেশ কাল ও ধর্ম্ম ভাবনা রহিত "আমি ধ্যেয় ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তিকে তদ্বিষয় ও তৎকারণ অহঙ্কারের ভাবনারূপ বিচারপূর্ব্বক জানিতেছি" এই ত্রিপুটী বোধ রহিত, ঈশ্বর (১।২৩—২৮) বা মুক্ত পুরুষ (১।৩৭) বা গুরুর (১।৩৭) সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তি—বিষয়ক কেবল ধ্যেয় অর্থ (ধর্ম্মীমাত্র) ভাসক ধ্যেয়ৈকাগ্রচিত্তবৃত্তি। ('ভ'—হইতে)।

(ঢ়) সবিচার—(১।১৭, ১।৪৪-৪৫) সানন্দ (১।১৭) অহঙ্কার, মহত্তত্ত্বের কার্য্য ও ত্রিগুণাত্মক এইরূপ ভাবনা বিচারসহ "অহমস্মি" (আমি আছি) ও "আমি সুখী" ইত্যাকার সূক্ষ্মতর অহঙ্কার বিষয়ক একাগ্রচিত্তবৃত্তি মাত্র স্থিতি। ("ম" হইতে)।

(য়) নির্ব্বিচার—(১।১৭, ১।৪৪-৪৫) আনন্দ মাত্রা সমাধি (৩।৩) সবীজ (১।৪৬), অহঙ্কার মহত্তত্ত্বের কার্য্য ও ত্রিগুণাত্মক এইরূপ ভাবনা বিচার রহিত সূক্ষ্মতর অহঙ্কার বিষয়ক কেবল "অহমস্মি" (আমি আছি) ও আমি সুখী এই অনুভূতি-মাত্রশেষ চিত্তবৃত্তি স্থিতি। বিদেহলয় (১।১৯)। ("ম"-হইতে)।

(ৎ) সবিচার—(১।১৭), (১।৪৪-৫৫), সানন্দ (১।১৭) অহঙ্কার মহত্তত্ত্বের কার্য্য ও ত্রিগুণাত্মক—এইরূপ ভাবনা বিচারসহ, ঈশ্বর (১।২৩-২৮) বা মুক্ত পুরুষ (১।৩৭) বা গুরুর (১।৩৭) সূক্ষ্মতর অহঙ্কার বিষয়ক, "অহমস্মি" (আমি আছি) ও "আমি সুখী" ইত্যাকার একাগ্রচিত্তবৃত্তিমাত্রশেষ স্থিতি। ("য"-হইতে)।

(ঙঁ) নির্ব্বিচার—(১।১৭, ১।৪৪-৪৫), আনন্দ মাত্রা সমাধি (৩।৩), সবীজ (১।৪৬), অহঙ্কার মহত্তত্ত্বের কার্য্য ও ত্রিগুণাত্মক এইরূপ ভাবনা বিচার রহিত, ঈশ্বর (১।২৩-২৮) বা মুক্ত পুরুষ (১।৩৭) বা গুরুর (১।৩৭) সূক্ষ্মতর অহঙ্কার বিষয়ক কেবল "অহমস্মি" (আমি আছি) ও আমি সুখী এই অনুভূতি মাত্র শেষ চিত্তবৃত্তি স্থিতি। বিদেহলয় (১।১৯) ("য"—হইতে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবিতর্ক ও সবিচার সম্প্রজ্ঞাত যোগান্তর্গত ধ্যানের উচ্চতম অবস্থা-বিশেষ মাত্র—সমাধি নহে। নির্ব্বিতর্ক স্থূল বিষয়ক। নির্ব্বিচার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম বিষয়ক। নির্ব্বিচার সমাধি-বৈশারদ্য ফলেই অধ্যাত্মপ্রসাদ ও তৎফলে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। বিবেক খ্যাতি বা পরবৈরাগ্য বলে প্রজ্ঞা সংস্কারের নিরোধ ও নিরোধ সংস্কারের নিরোধ। এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি-নিরোধ রূপ বা সর্ব্ব—নিরোধরূপ নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগই দ্রষ্টা পুরুষের সাধ্য। উহা সাধিত হইলে বৃত্তিহীন চিত্তের তৎকারণ প্রকৃতিতে লয়—চিত্তের চরিতার্থতাপ্রযুক্ত অবসান—দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষেরও অবসান অর্থাৎ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা রূপ নির্ব্বীজ কৈবল্যসিদ্ধি।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় আছে—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ২।৫৯॥

তাৎপর্য্যানুবাদ ঃ—যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ বিমুখ এমন দেহাত্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ও দেহে মমত্ববুদ্ধি সম্পন্ন অজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়ানুভব নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু বিষয়ে রসবোধ যায় না অর্থাৎ বিষয়ে আসক্তি থাকে। পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানীর আত্মানুভূতি বা আত্মবোধ ফলে এবং বিষয়-মিথ্যাত্ব বোধফলে বিষয়ে রসবোধ থাকে না।

মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ ২।২।৯॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ আত্মবোধ জন্মিলে দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয় অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আত্মস্বরূপ সম্বন্ধীয় সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় অর্থাৎ নাশপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার সমস্ত কর্ম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দগ্ধবীজভাব প্রাপ্ত হয়।

অবিদ্যা ও তজ্জাত কামনাই হৃদয়গ্রন্থি। শুধু বিষয় ভোগাত্মক কর্ম্ম নিবৃত্তির দ্বারা কামনা নিবৃত্ত হয় না। কামনা কর্ম্মের জননী। অনিবৃত্ত কামনা পুনঃ ভোগাত্মক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবে। তাই কামনার বা বাসনার বা বিষয়ে রসবোধের নিবৃত্তি প্রয়োজন। বিষয়ে রসবোধই কামনা বা বাসনার হেতু বলিয়া বিষয়ে রোসবোধকেই কামনা বা বাসনা বলা হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। বিষয়ে রসবোধরূপ কামনার জননী অবিদ্যা। কর্ম্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য কামনার নিবৃত্তির অর্থাৎ বিষয়ে রসবোধ নিবৃত্তির প্রয়োজন। বিষয়ে রসবোধ নিবৃত্তির জন্য অবিদ্যা নিবৃত্তির প্রয়োজন। অবিদ্যার আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য আত্মদর্শন বা পরদর্শন বা পরমাত্মা দর্শন বা পরাবর দর্শন বা ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মানুভূতি প্রয়োজন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ও মুণ্ডকোপনিষদের উপরি উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে।

"শুধু চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া বিষয়বিরত করিলে অর্থাৎ আহার না দিলে চিত্ত শুষ্ক হইয়া মৃতবৎ থাকিলেও সম্যক্‌রূপে যে নিবৃত্ত হইবে না এবং রসবোধ না গেলে চিত্ত যে আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে ও বিষয় গ্রহণপ্রবণ হইবে—কালে"—এ কথা ভগবান্ পতঞ্জলি মুনিও যে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করেন তাহা যোগদর্শনোক্ত ভবপ্রত্যয় নামক সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগান্তর্গত বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় নামক সিদ্ধ দশার বিবরণ হইতে এবং বিবেক খ্যাতি ও পরবৈরাগ্য বলে রস বোধের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে জাত সর্ব্বনিরোধাত্মক নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ও নির্ব্বীজ কৈবল্যসিদ্ধি বা স্বরূপপ্রতিষ্ঠার বিবরণ হইতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বিষয়ে রসবোধ নিবৃত্তিকেই ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি পরবৈরাগ্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পরবৈরাগ্য বলে সর্ব্বনিরোধ অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তবৃত্তি নিরোধকেই তিনি স্বরূপ প্রতিষ্ঠার একমাত্র সাধন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও মুণ্ডকোপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতে ও উপনিষদের ঋষির মতে, পরাবর ব্রহ্মদর্শন বা আত্মস্বরূপাববোধ ফলে বিষয়ে রসবোধের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। বিষয় ও বিষয়ে রসবোধ, ভ্রান্তির ফল। আত্মাতেই বিষয় কল্পিত। তাই আত্মস্বরূপ-বোধ ফলে বিষয় নিরস্ত হয় অর্থাৎ বিষয়-ভ্রান্তি নিরস্ত হয়, তৎফলে মিথ্যা বিষয়ে মিথ্যা রসবোধও নিরস্ত হয় বা নিবৃত্ত হয়।

অবশ্য ইহাও সত্য যে অবিদ্যার আত্যন্তিক নিবৃত্তি ফলেই রসবোধের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যার আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা অজ্ঞাননিবৃত্তি একই কথা। অজ্ঞাননিবৃত্তি ও আত্মদর্শন যুগপৎ। যাহাই অজ্ঞাননিবৃত্তি তাহাই আত্মদর্শন বা পরাবর দর্শন, যাহাই অজ্ঞাননিবৃত্তি তাহাই রসবোধনিবৃত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলে যাহাই রসবোধনিবৃত্তি তাহাই আত্মদর্শন, কিন্তু তবুও গীতায় এবং উপনিষদে আত্মদর্শন ফলে রসবোধ নিবৃত্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন কেন? ইহা বিচার্য্য ও অনুসন্ধেয়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে :—

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্"। (৬।২১'১)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—আত্যন্তিক সুখস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও বুদ্ধি [বৃত্তি] গ্রাহ্য।

উপরোক্ত শ্লোকস্থ ইন্দ্রিয়াতীতত্ব ও বুদ্ধিগ্রাহ্যতা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দৃষ্ট হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে ভগবান এখানে বুদ্ধিগ্রাহ্যতা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিগ্রাহ্যতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ৫ম অধ্যায়ে আছে—

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" ॥৫।১৫'২॥

তাৎপর্য্যানুবাদ :—অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত বা আচ্ছন্ন হয় বলিয়া জীবগণ মোহ প্রাপ্ত হয়।

"জ্ঞানেনতু তদজ্ঞানং যেষাংনাশিতমাত্মনঃ"। (৫।১৬'১)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—জ্ঞান-[বৃত্তি] বা [বৃত্তি] জ্ঞান দ্বারা যাহাদের অজ্ঞান নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শ্লোকাংশদ্বয়স্থ উপরোক্ত উক্তিদ্বয় আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি বলিয়াই সুস্পষ্ট প্রতিভাত। জ্ঞান যদি আলো ও অন্ধকারের মত পরস্পর নাশক ও নাশ্য ভাবাপন্ন বলিরা অঙ্গীকৃত হয় তবে জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর আবরণীয় (বা আবৃত) ও আবরক ভাবাপন্ন বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। অথচ উপর্য্যুক্ত পঞ্চম অধ্যায়ের বাক্যদ্বয়ে তাহাই দৃষ্ট হইতেছে। এখানেও ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, শ্রীভগবান "জ্ঞানেন" পদান্তর্গত "জ্ঞান" শব্দের দ্বারা "বৃত্তিজ্ঞান" বা "জ্ঞানবৃত্তি"কেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

উপনিষদেও এরূপ অর্থাৎ উক্তানুরূপ আপাত বিরুদ্ধ প্রতীয়মান বাক্য দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। (২।৪ ও ২।৯)

তাৎপর্য্যানুবাদ—বাক্য ও মন যাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে ও ধারণা করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে। আবার কঠোপনিষদে ও বৃহদারণ্যক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। বিষয়ে রসবোধরূপ কামনার জননী অবিদ্যা। কর্ম্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য কামনার নিবৃত্তির অর্থাৎ বিষয়ে রসবোধ নিবৃত্তির প্রয়োজন। বিষয়ে রসবোধ নিবৃতির জন্য অবিদ্যা নিবৃত্তির প্রয়োজন। অবিদ্যার আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য আত্মদর্শন বা পরদর্শন বা পরমাত্মা দর্শন বা পরাবর দর্শন বা ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মানুভূতি প্রয়োজন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ও মুণ্ডকোপনিষদের উপরি উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে।

"শুধু চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া বিষয়বিরত করিলে অর্থাৎ আহার না দিলে চিত্ত শুষ্ক হইয়া মৃতবৎ থাকিলেও সম্যক্‌রূপে যে নিবৃত্ত হইবে না এবং রসবোধ না গেলে চিত্ত যে আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে ও বিষয় গ্রহণপ্রবণ হইবে—কালে"—এ কথা ভগবান্ পতঞ্জলি মুনিও যে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করেন তাহা যোগদর্শনোক্ত ভবপ্রত্যয় নামক সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগান্তর্গত বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় নামক সিদ্ধ দশার বিবরণ হইতে এবং বিবেক খ্যাতি ও পরবৈরাগ্য বলে রস বোধের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে জাত সর্ব্বনিরোধাত্মক নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ও নির্ব্বীজ কৈবল্যসিদ্ধি বা স্বরূপপ্রতিষ্ঠার বিবরণ হইতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বিষয়ে রসবোধ নিবৃত্তিকেই ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি পরবৈরাগ্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পরবৈরাগ্য বলে সর্ব্বনিরোধ অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তবৃত্তি নিরোধকেই তিনি স্বরূপ প্রতিষ্ঠার একমাত্র সাধন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও মুণ্ডকোপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতে ও উপনিষদের ঋষির মতে, পরাবর ব্রহ্মদর্শন বা আত্মস্বরূপাববোধ ফলে বিষয়ে রসবোধের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। বিষয় ও বিষয়ে রসবোধ, ভ্রান্তির ফল। আত্মাতেই বিষয় কল্পিত। তাই আত্মস্বরূপ-বোধ ফলে বিষয় নিরস্ত হয় অর্থাৎ বিষয়-ভ্রান্তি নিরস্ত হয়, তৎফলে মিথ্যা বিষয়ে মিথ্যা রসবোধও নিরস্ত হয় বা নিবৃত্ত হয়।

অবশ্য ইহাও সত্য যে অবিদ্যার আত্যন্তিক নিবৃত্তি ফলেই রসবোধের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যার আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা অজ্ঞাননিবৃত্তি একই কথা। অজ্ঞাননিবৃত্তি ও আত্মদর্শন যুগপৎ। যাহাই অজ্ঞাননিবৃত্তি তাহাই আত্মদর্শন বা পরাবর দর্শন, যাহাই অজ্ঞাননিবৃত্তি তাহাই রসবোধনিবৃত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলে যাহাই রসবোধনিবৃত্তি তাহাই আত্মদর্শন, কিন্তু তবুও গীতায় এবং উপনিষদে আত্মদর্শন ফলে রসবোধ নিবৃত্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন কেন? ইহা বিচার্য্য ও অনুসন্ধেয়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে :—

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্"। (৬।২১˙১)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—আত্যন্তিক সুখস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও বুদ্ধি [বৃত্তি] গ্রাহ্য।

উপরোক্ত শ্লোকস্থ ইন্দ্রিয়াতীতত্ব ও বুদ্ধিগ্রাহ্যতা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দৃষ্ট হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে ভগবান এখানে বুদ্ধিগ্রাহ্যতা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিগ্রাহ্যতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ৫ম অধ্যায়ে আছে—

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" ॥৫।১৫˙২॥

তাৎপর্য্যানুবাদ :—অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত বা আচ্ছন্ন হয় বলিয়া জীবগণ মোহ প্রাপ্ত হয়।

"জ্ঞানেনতু তদজ্ঞানং যেষাংনাশিতমাত্মনঃ"। (৫।১৬˙১)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—জ্ঞান-[বৃত্তি] বা [বৃত্তি] জ্ঞান দ্বারা যাহাদের অজ্ঞান নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শ্লোকাংশদ্বয়স্থ উপরোক্ত উক্তিদ্বয় আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি বলিয়াই সুস্পষ্ট প্রতিভাত। জ্ঞান যদি আলো ও অন্ধকারের মত পরস্পর নাশক ও নাশ্য ভাবাপন্ন বলিয়া অঙ্গীকৃত হয় তবে জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর আবরণীয় (বা আবৃত) ও আবরক ভাবাপন্ন বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। অথচ উপর্য্যুক্ত পঞ্চম অধ্যায়ের বাক্যদ্বয়ে তাহাই দৃষ্ট হইতেছে। এখানেও ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, শ্রীভগবান "জ্ঞানেন" পদান্তর্গত "জ্ঞান" শব্দের দ্বারা "বৃত্তিজ্ঞান" বা "জ্ঞানবৃত্তি"কেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

উপনিষদেও এরূপ অর্থাৎ উক্তানুরূপ আপাত বিরুদ্ধ প্রতীয়মান বাক্য দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। (২।৪ ও ২।৯)

তাৎপর্য্যানুবাদ—বাক্য ও মন যাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে ও ধারণা করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে। আবার কঠোপনিষদে ও বৃহদারণ্যক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদে যথাক্রমে আছে—"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" ॥১।৩।১২০২॥ ও "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রম [মে]য়ং ধ্রুবম্"। ৪।৪।২০·১।

তাৎপর্য্যানুবাদ—যথাক্রমে "সূক্ষ্মদর্শিগণ একাগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে দর্শন করেন" ও "অপ্রমেয় অর্থাৎ সর্ব্ব প্রমাণের অগম্য, ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য কূটস্থ পরমাত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ আত্মভাবেই দর্শন করিবে"। মনের দ্বারা যাহাকে পাওয়া যায় না তাহাকে মনের দ্বারা গ্রহণ করার উপদেশ দিতেছেন। বুদ্ধিদ্বারা অগ্রাহ্য বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা গ্রাহ্য এরূপ ভাবেই সমাধান করিতে হইবে।

বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মে বা আত্মাতে বুদ্ধি বা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের বিষয়তা অর্থাৎ ফল ব্যাপ্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিব্যাপ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। বিষয়জ্ঞানে বৃত্তিব্যাপ্যতা ও ফলব্যাপ্যতা উভয়ই অঙ্গীকৃত হয়। বিষয়জ্ঞানে বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চিদাভাস উভয়ই জ্ঞাতব্য বস্তুকে বিষয়ীভূত করে। ব্রহ্ম বা আত্মবিষয়ক অজ্ঞান নাশের জন্য বুদ্ধিবৃত্তির ব্রহ্মে ব্যাপ্তির অপেক্ষা আছে, কিন্তু ব্রহ্ম বা আত্মা স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের ব্রহ্মে ব্যাপ্তির অপেক্ষা নাই। বুদ্ধিবৃত্তি যে কোন বস্তুকে বিষয়ীভূত করিতে যাউক না কেন বুদ্ধিবৃত্তি তদাকারাকারিত হইয়া যায়। ব্রহ্ম বা আত্মাকে বিষয়ীভূত করিতে গিয়া বুদ্ধিবৃত্তি আত্মাকারাকারিত হইয়া যায় বলিয়া আত্মস্ফূর্তির জন্য বুদ্ধি ও বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। বুদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের পৃথক্ সত্তা আর থাকে না। বুদ্ধিবৃত্তি যখন ব্রহ্ম বা আত্মাকে বিষয়ীভূত করিয়া ব্রহ্মাকারা বা আত্মাকারা হইয়া যায় তখনই বুদ্ধিবৃত্তি, বুদ্ধি ও চিদাভাস সহ তৎকারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। বুদ্ধিবৃত্তির এই আত্মাকারাকারিত হওয়ার নামই আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শন ও অজ্ঞান নিবৃত্তি যুগপৎ। কিন্তু তবুও উক্তানুরূপে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আত্মাকে গ্রহণ করার অপেক্ষা আছে বলিয়া গীতায় ও উপনিষদে আত্মদর্শন ফলে বিষয়ে রসবোধনিবৃত্তি বা অজ্ঞান নিবৃত্তি অঙ্গীকার করা হইয়াছে। আত্মদর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তির আত্মাকে বিষয়ীভূত করিতে বা ব্যাপ্ত করিতে গিয়া আত্মাকারাকারিত হওয়া একই কথা। তাই গীতায় বলা হইয়াছে "রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" (২।৫৯·২) এবং উপনিষদে বলা হইয়াছে "ভিদ্যতে হৃদয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ॥ (মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।২।৯)।

ব্রহ্মে বৃত্তিব্যাপ্যতার সদ্ভাব ও ফল ব্যাপ্যতার অসদ্ভাব সম্বন্ধে পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়াছেন—

"স্বপ্রকাশোঽপি সাক্ষ্যেব ধীবৃত্ত্যা ব্যাপ্যতেঽন্যবৎ।
ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিবারিতম্ ॥
বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্।
তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ ॥
ব্রহ্মণি অজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।
স্বয়ংস্ফুরণরূপত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে ॥
চক্ষুর্দীপাবপেক্ষ্যেতে ঘটাদি দর্শনে যথা।
ন দীপদর্শনে কিন্তু চক্ষুরেকমপেক্ষ্যতে ॥
স্থিতোঽপ্যসৌ চিদাভাসো ব্রহ্মণ্যেকীভবেৎ পরম্।
ন তু ব্রহ্মণ্যতিশয়ং ফলং কুর্য্যাৎ ঘটাদিবৎ ॥
অপ্রমেয়মনাদিং চেত্যত্রশ্রুতোদমীরিতম্।
মনসৈবেদমাপ্তব্যমিতি ধীব্যাপ্যতা শ্রুতা ॥
৭ (৯০-৯৪)

তাৎপর্য্যানুবাদ যথা :—সাক্ষিচৈতন্য অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ হইলেও অন্য বিষয়বস্তুর ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় হন। ব্রহ্মের বা আত্মার ফল-ব্যাপ্যতাই অর্থাৎ অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের বিষয়তাই শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। ৯০। বুদ্ধিবৃত্তি এবং এবং বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস উভয়েই ঘটাদি বস্তুকে বিষয়ীভূত করে। বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বিষয়গত অজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং চিদাভাস দ্বারা ঘটাদি বস্তু প্রকাশিত হয়। ৯১। ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান নাশের জন্য ব্রহ্মে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তির অপেক্ষা আছে, কিন্তু ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া তাঁহাতে চিদাভাসের ব্যাপ্তির অপেক্ষা নাই। ৯২। ঘটাদি বস্তু দর্শনে চক্ষু ও দীপ উভয়ের অপেক্ষা আছে, দীপদর্শনে দীপান্তরের অপেক্ষা নাই কেবল চক্ষুরই অপেক্ষা আছে। ঠিক তেমনই বিষয়-বস্তুর আবরণ নিবৃত্তি ও জ্ঞাততার জন্যে বুদ্ধিবৃত্তি রূপ চক্ষু ও চিদাভাস রূপ দীপের অপেক্ষা আছে, কিন্তু ব্রহ্ম, বা আত্মরূপ দীপ বিষয়ে অজ্ঞান নাশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য বুদ্ধিবৃত্তিরূপ চক্ষুর অপেক্ষা আছে কিন্তু চিদাভাসরূপ দীপান্তরের অপেক্ষা নাই। ৯৩। চিদাভাস বুদ্ধিতে চিৎ প্রতিবিম্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াও ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায় অন্য বিষয় প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মে কোন অতিশয় রূপ ফল উৎপন্ন করিতে পারে না ; কেননা চিজ্জ্যোতিঃ—প্রতিবিম্ব চিজ্জ্যোতির্বিম্বে পতিত হইয়া চিজ্জ্যোতিঃ মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। ৯৪। ব্রহ্মে যে বৃত্তিব্যাপ্যতা আছে ও ফলব্যাপ্যতা নাই তাহা ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদের "নির্ব্বিকল্পমনন্তং চ হেতু দৃষ্টান্তবর্জ্জিতম্। অপ্রমেয়মনাদ্যং চ জ্ঞাত্বা চ পরমং শিবম্" ॥৯॥ এই মন্ত্রে ও কঠোপনিষদের "মনসৈবেদমাপ্তব্যম্" ॥ ৪।১১ ॥ এই মন্ত্রে যথাক্রমে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৯৫ ॥

ব্রহ্মাকারাকারিতা বুদ্ধিবৃত্তির অজ্ঞান নাশকতা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী মহারাজ বিরচিত বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরীতে আছে—

"আহুরন্যেতুবৃত্তীদ্ধ আত্মৈবাজ্ঞানতৎকৃতম্।
প্রদহেৎ সূর্য্যকান্তেদ্ধা সূর্য্যকান্তিস্তৃণং যথা ॥" ৩।৩৫ ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—বৃত্ত্যারূঢ় আত্মা অর্থাৎ আত্মাকারাকারিতা বুদ্ধিবৃত্তি অজ্ঞান ও অজ্ঞান কার্য্য প্রপঞ্চের নাশক বা নিবর্ত্তক। যেমন সূর্য্যকান্ত মণিতে আরূঢ় সূর্য্যের রশ্মি তৃণকে দগ্ধ করে তেমনই বুদ্ধিবৃত্ত্যারূঢ় আত্মা অজ্ঞান ও অজ্ঞান কার্য্য প্রপঞ্চকে দগ্ধ করে।

এতাবৎ আলোচনা দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইল যে বুদ্ধিবৃত্তির আত্মাকারা-কারিত হওয়ার অর্থাৎ আত্মদর্শনের ফলে অবিদ্যানিবৃত্তি ও তজ্জাত অর্থাৎ অবিদ্যাজাত যে বিষয়ে রসবোধ তাহার নিবৃত্তি হয়।

ভগবান পতঞ্জলি মুনি চিত্তবৃত্তির পূর্ণতয়া নিরোধকেই কেবল নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ এবং তৎফলে নির্ব্বীজ কৈবল্য সিদ্ধি বা আত্মস্বরূপ স্থিতি অঙ্গীকার করিয়াছেন। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু গীতায় চিত্তবৃত্তির পূর্ণতয়া নিরোধ অর্থাৎ বিষয় হইতে উপরতি এবং চিত্তবৃত্তির ব্রহ্মাকারাকারিত হওয়া এই উভয়কেই একত্রে যোগ এবং তৎফলে আত্মস্বরূপস্ফূর্ত্তি বা আত্ম-স্বরূপে স্থিতিরূপ কৈবল্য সিদ্ধি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যোগের সংজ্ঞা, লক্ষণ ও ফল বর্ণনা করিতে যাইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতিতত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥ (৬ষ্ঠ অঃ)

তাৎপর্য্যানুবাদ—যে অবস্থায় যোগসেবা দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া বিষয় হইতে উপরত হয় এবং যে অবস্থায় শুদ্ধচিত্ত অর্থাৎ বিষয়োপরত চিত্ত দ্বারা আত্মদর্শন করিয়া সন্তোষ লাভ করা যায় তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে ॥ ২০ ॥ যে অবস্থায় অতীন্দ্রিয় অথচ বুদ্ধিবৃত্তিমাত্রগ্রাহ্য নিত্যানন্দ স্বরূপ আত্মার অনুভব হয় এবং আর সে স্থিতি হইতে চ্যুত হয় না, তাহাই যোগশব্দ বাচ্য জানিবে ॥ ২১ ॥ যাহাকে পাওয়া গেলে অপর কোন লাভকে আর অধিক মনে হয় না এবং যাহাতে স্থিতি লাভ করিলে অত্যন্ত দুঃখেও আর অভিভূত হইতে হয় না তাহাই যোগশব্দ-বাচ্য জানিবে। ২২ ॥ যে অবস্থায় দুঃখসংস্পর্শ হইতে বিয়োগ ঘটে অর্থাৎ বৈষয়িক সুখ দুঃখ হইতে বিয়োগ ঘটে তাহাই যোগশব্দবাচ্য বলিয়া জানিতে হইবে ॥ এই যোগে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ না ঘটিলেও খেদ প্রাপ্ত না হইয়া ধৈর্য্যের সহিত আরও দৃঢ়প্রযত্ন সহকারে যোগাভ্যাসে রত থাকিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তানুরূপ যোগের সংজ্ঞা, লক্ষণ ও ফল বর্ণনায় ইহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ চিত্তকে বিষয় হইতে উপরত করিয়া চিত্তবৃত্তি দ্বারা আত্মাকে গ্রহণ করার নামই যোগ। যোগের সাধন বর্ণনায়ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে চিত্তের বিষয় বিরতি ও আত্মস্থিতি বা আত্মবশ্যতাকেই যোগের সাধন বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন। যথা :—

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষিতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতোযতো নিশ্চয়তি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥ (৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ)

তাৎপর্য্যানুবাদ—সংকল্পজাত বাসনারাশিকে নির্ম্মূল করিয়া, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ॥ ২৪ ॥ স্থিরবুদ্ধি অর্থাৎ ধারণাবশীকৃত বুদ্ধি দ্বারা ধীরে ধীরে চিত্তবৃত্তিকে বিষয় হইতে উপরত করিয়া আত্মাতে স্থাপন করিবে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি দ্বারা বিষয় গ্রহণ হইতে সম্যক্ ভাবে বিরত হইয়া আত্মাকেই গ্রহণ করিবে। তখন অন্য কোন বৃত্তি থাকিবে না। অর্থাৎ চিত্ত ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতেই অবস্থান করিবে। ॥ ২৫ ॥ মন স্বভাবতঃই চঞ্চল ও অস্থির, উহা যে যে বিষয়ে ধাবমান হয় সেই সেই বিষয় অর্থাৎ নামরূপ হইতে উহাকে উপরত করিয়া তদধিষ্ঠানস্বরূপ (অর্থাৎ নামরূপের অধিষ্ঠান স্বরূপ) আত্মাতেই স্থাপন করিবে বা স্থির করিবে। ॥ ২৬ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই যোগের সাধন বর্ণনায় ও চিত্তকে বিষয় অর্থাৎ নামরূপ হইতে উপরত করিয়া চিত্তবৃত্তি দ্বারা তদধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দ লক্ষণাত্মক ব্রহ্মকে বা আত্মস্বরূপকে অর্থাৎ আত্মাকে গ্রহণ করাকেই যে যোগ বলা হইয়াছে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

ভগবান পতঞ্জলি মুনি চিত্তবৃত্তি দ্বারা আত্মাকে বা স্বস্বরূপকে গ্রহণের প্রয়াস বা সাধনার কথা বলেন নাই। তিনি মুক্তির সাধনার ভাবাত্মক দিকের অর্থাৎ আত্মরত্যাত্মক বৃত্তি উদ্বোধনের কোনও উল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবল অভাবাত্মক দিকের অর্থাৎ বিষয় হইতে উপরতির দিকের কথাই বলিয়াছেন। চিত্ত সর্ব্ববৃত্তিরহিত হইয়া স্বীয় কারণ প্রকৃতিতে লীন হইবে। চিত্তের বৃত্তিহীনতাই চিত্তের চরিতার্থতা ও অবসান—সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষেরও অবসান বা স্বরূপস্থিতি। চিত্তের অবসান কিন্তু ধ্বংস নহে। চিত্তের এই অবসান কারণলীনতা মাত্র—সম্যক্ ধ্বংস বা অত্যন্তাভাব বা সম্যক্ অবসান নহে। কিন্তু তিনি বলিতেছেন যে, বিবেক খ্যাতি ও পরবৈরাগ্য বলে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্যক্ বিবিক্ততা-বোধ এবং দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষের অবসান ঘটিবে, আর প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যে আসিবে না—প্রকৃতি পুরুষ চিরতরে বিযুক্ত হইবে। পুরুষের চিরতরে প্রকৃতিবিয়োগ-সংগঠনই সাংখ্যযোগ দর্শনমতে নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাতযোগ ও নির্ব্বীজ কৈবল্য। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকফলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষের দ্রষ্টৃত্ব ও ব্যবহারিকত্বের অবসান ও স্বরূপ প্রতিষ্ঠা। দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষের চিত্তবৃত্তির দ্বারা স্বরূপের সহিত যোগসাধনের কোন ভাবাত্মক প্রয়াসের কথা সংখ্যযোগ দর্শনে নাই।

স্বভাবতঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ নির্দ্ধর্ম্মক পুরুষ কেন যে বাস্তব ও নিত্যাপ্রকৃতির সান্নিধ্যে আসিয়া দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষ হন এবং একবার চিত্ত-বৃত্তি নিরোধরূপ যোগসাধন ফলে স্বরূপ-স্থিতিলাভ করিলে আবার যে কেনই বা প্রকৃতি সান্নিধ্যে আসিয়া স্বরূপ স্থিতি হারাইবেন না ও দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষ হইবেন না তাহার কোন সদুত্তর সত্যানু-সন্ধিৎসুগণ সাংখ্যযোগদর্শনে খুঁজিয়া পান না। বিশেষতঃ সাংখ্যযোগ-দর্শন পুরুষ ও প্রকৃতিকে নিত্য ও বিভু বলিয়া স্বীকার করেন। যদি উভয়েই নিত্য ও বিভু হয় তবে প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যে না আসিয়া থাকিতে পারেন বা থাকিবেন কি করিয়া—ইহাও এক সমস্যা। এমন কি উভয়ের একজন বিভু হইলেও উভয়ের সান্নিধ্য অনিবার্য্য হয়। দুইজনই বা দুই তত্ত্বই বিভু কি করিয়া হইতে পারে ইহাও এক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য দুই প্রদীপের আলোকরশ্মির অবিরোধে একত্রাব-স্থানের কথা দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু আলোকরশ্মি বিভু নহে ও বিভুতত্ত্ব ক্ষয়বৃদ্ধিশীল নহে। দুই আলোকরশ্মির মিশ্রণে আলোক বৃদ্ধি সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ। ঐ দৃষ্টান্ত বোধসুকর নহে। বিশেষতঃ সাংখ্যমতে পুরুষ অপরিণামী নিত্য।

বৈরাগ্য বলে সান্নিধ্যে থাকিয়াও বিবিক্ত থাকিতে পারেন ইহা যদি বলা হয় তবে পূর্ব্ব হইতেই সান্নিধ্যে আছেন এবং ভবিষ্যতেও সান্নিধ্যে থাকিবেন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কেননা উভয়েই নিত্য ও বিভু। ফলে বলিতে হয় যে সান্নিধ্যে থাকিয়া অবৈরাগ্য ফলে যুক্ত ও সক্ত হইয়া গিয়াছেন আবার বৈরাগ্যবলে অযুক্ত বা বিযুক্ত ও অসক্ত হইবেন। বিযুক্ত ও অসক্ত হইবার পর আবার যে অবৈরাগ্য আসিবে না তাহার প্রমাণ কি? প্রথমও বা কেন আসিয়াছিল? প্রতিপক্ষের এ সব প্রশ্নের কোন সদ্‌যুক্তিপূর্ণ উত্তর সাংখ্যযোগদর্শনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

মুক্ত আত্মাসমূহের পার্থক্য ও বহুত্ব স্বীকার করিয়াও প্রতি আত্মাকে নিরবয়ব, নির্গুণ, বিভু, অপরিণামী, কূটস্থ, নির্ব্বিশেষ ও নির্দ্ধর্ম্মক বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীকার করেন—সাংখ্যযোগী। উপর্য্যুক্ত লক্ষণে লক্ষিত আত্মার বহুত্ব অঙ্গীকার কি করিয়া সঙ্গত হয় তাহার কোন সদুত্তর বৈদান্তিকগণ সাংখ্য-যোগদর্শনে খুঁজিয়া পান না। পার্থক্য বিনা, বহুত্ব অকল্পনীয়। মুক্ত আত্মা-সমূহ সমলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জাতি দৃষ্টিতে শ্রুতি আত্মাদ্বৈতের কথা বলিয়াছেন এ কথাও সাংখ্যযোগিগণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু জাতিব্যক্তি-ভাব পরস্পরাপেক্ষ। জাতি ভাব স্বীকার করিতে গেলে ব্যক্তিভাব ও ব্যক্তিভাব স্বীকার করিতে গেলে জাতিভাব স্বীকার করিতে হয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য ছাড়া ব্যক্তিভাব স্বীকার অসম্ভব নয় কি? বহু ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি সমান ধর্ম্ম দৃষ্ট হইলেই সেই সমানধর্ম্মিত্ব লইয়া জাতিভাব অঙ্গীকার করা হয়। কিন্তু কতকগুলি বিষম ধর্ম্ম না থাকিলে আবার ব্যক্তিভাবও স্বীকার করা যায় না। সম্যক্‌রূপে সমলক্ষণাক্রান্তের ব্যক্তিভাব অকল্পনীয়। বহুর মধ্যে কতকাংশে বৈষম্য ও কতকাংশে সাম্য লইয়া ব্যক্তি-জাতিভাব বা বিশেষ সামান্য ভাব অঙ্গীকৃত হইতে পারে। কাজেই আত্মজাতি স্বীকার করিলে আত্মব্যক্তিসমূহের মধ্যে কতকাংশে বৈষম্যও স্বীকার করিতে হইবে। সেই বৈষম্য যে কি তাহার কোন উল্লেখ সাংখ্য-যোগ দর্শনে নাই। অন্ততঃ প্রতিপক্ষগণ খুঁজিয়া পান না। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয়রূপ নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাতযোগের (কার্য্যতঃ সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের) বর্ণনা কালে, বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীন চিত্তের পুনরুত্থান অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম অঙ্গীকার করা হইয়াছে—যোগদর্শনে। নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধির পর আবার জন্মলাভ কি করিয়া হয় এ শঙ্কার সমাধানার্থ বলা হইয়াছে যে উহা সম্যক্ নির্ব্বীজ নহে—নির্ব্বীজবৎ মাত্র।

অপর এক শঙ্কাও উত্থাপিত হইতে পারে। প্রকৃতিলীনদের চিত্ত স্বকারণ প্রকৃতিতে লীন হয় এবং নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগসিদ্ধ নির্ব্বীজ কৈবল্য প্রাপ্তদের চিত্ত ও স্বকারণ প্রকৃতিতে লীন হয়। প্রকৃতিলীনদের আবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় কিন্তু নির্ব্বীজ কৈবল্যপ্রাপ্তদের আবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। যে সব পুরুষ প্রকৃতিলীন হন সে সব পুরুষের বিবেকখ্যাতি হয় না বলিয়া সে সব পুরুষ চিত্তসহিত প্রকৃতিতে লীন থাকেন। নির্ব্বীজ কৈবল্যপ্রাপ্তদের বিবেক-খ্যাতি হয় বলিয়া তাঁদের চিত্ত হইতে তথা প্রকৃতি হইতে তাঁরা বিবিক্ত হইয়া যান আর চিত্ত স্বকারণ প্রকৃতিতে লীন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানেও দেখা যাইতেছে যে, কার্য্য কারণে লীন হইলে আবার উত্থিত হইতে পারে স্বীকার করা হইতেছে। তাহা হইলে পরবৈরাগ্যকে কৈবল্যপ্রাপ্ত মুক্ত আত্মা সর্ব্বদা আঁকড়াইয়া থাকিতে বাধ্য; তা না হয় যে চিত্ত বা প্রকৃতির বন্ধনে তাঁহারা এতদিন বদ্ধ ছিলেন সে চিত্ত বা প্রকৃতির বন্ধনে আবার আসিবার আশঙ্কা থাকিবে না কি? মুক্ত আত্মাদের পরবৈরাগ্যাভ্যাস ত্যাগ করা চলিবে না। "নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ" (সাংখ্যসূত্র—১।৪৯), "ন বিশেষগতি নিষ্ক্রিয়স্য" (সাংখ্যসূত্র—৫।৭৬) সূত্রাদিতে আত্মাকে নিষ্ক্রিয় স্বীকার করা হইয়াছে। নিষ্ক্রিয় মুক্ত আত্মার পরবৈরাগ্যাভ্যাস রূপ সক্রিয়তা স্বীকার করিতে গেলে আত্মবিরোধ উপস্থিত হইবে না কি? কৈবল্যও আবার সবীজ ও নির্ব্বীজ। অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ও সবীজ এবং নির্ব্বীজ। সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ও আনন্দমাত্রা সমাধি এবং অস্মিতামাত্রা সমাধির অভিন্নতাসিদ্ধি। এ সব পরিভাষাসাঙ্কর্য্যও বোধসৌকর্য্যনাশক বলিয়া সত্যানুসন্ধিৎসুদের নিকট প্রতীত হয়।

সম্যক্ চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা প্রকৃতি বিয়োগফলে নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ তথা নির্ব্বীজ কৈবল্য সিদ্ধি ও স্বরূপস্থিতি—ইহাই যে সাংখ্যযোগ দর্শনের স্বারসিক সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে কোন মতভেদ বা সংশয় উত্থাপিত হইতে পারে না। আর প্রস্থানত্রয়ী (অর্থাৎ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন)তে দুঃখসংযোগের সঙ্গে বা তৎকারণ মাত্রাসংস্পর্শের সঙ্গে বা তৎকারণ প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং আত্মা বা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বা পরব্রহ্মের সহিত সংযোগ এই উভয়কেই কৈবল্য সিদ্ধির হেতু বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে। ব্যবহারিক দ্রষ্টা পুরুষের সহিত প্রকৃতির বিচ্ছেদ অর্থাৎ ব্যবহারিক দ্রষ্টা পুরুষের বিষয়োপরতি এবং ব্যবহারিক দ্রষ্টা পুরুষের সহিত আত্মার সংযোগ (অর্থাৎ ব্যবহারিক দ্রষ্টা পুরুষের স্বরূপাববোধরূপ স্বরূপাপত্তি) উভয় প্রকার সাধন প্রয়াসই প্রস্থানত্রয়ী (অর্থাৎ উপনিষদ্ রূপ শ্রুতিপ্রস্থান, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপ স্মৃতিপ্রস্থান ও বেদান্তদর্শন রূপ ন্যায়-প্রস্থান)র অঙ্গীকার্য্য। প্রতিবিম্বের স্ব-স্বরূপ বিম্ব। এই তত্ত্বস্ফূর্ত্তিকেই প্রতিবিম্বের বিম্বলয় বলা হয়। অজ্ঞানদর্পণ অপসারণের ফলেই প্রতিবিম্বের বিম্বলয়। দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষ অজ্ঞান ও অজ্ঞান কার্য্য (অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতি কার্য্য) চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত আত্মবিম্বের প্রতিবিম্ব মাত্র। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বস্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যরূপ চিত্তদর্পণ অপসারিত হয় অর্থাৎ মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয়। আর দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষের বিম্বলয় অর্থাৎ মিথ্যাত্বে পর্য্যবসান ও স্বরূপস্ফূর্তি বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠা হয়।

সাংখ্যযোগ দর্শনে সাধনা ও সিদ্ধি উভয়ই অভাবাত্মক বা বিয়োগাত্মক। সাধনা যে বিয়োগাত্মক বা অভাবাত্মক উহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। সাংখ্য-যোগদর্শন মতে দুঃখের আত্যন্তিক অভাব সিদ্ধিতেই মুক্তি বা কৈবল্য সিদ্ধি "অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা" (সাংখ্যসূত্র—৬।৫)। "ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ" (যোগসূত্র ৪।৩০)। এতদ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে সিদ্ধিও অভাবাত্মক। স্বরূপ প্রতিষ্ঠাই কৈবল্য সিদ্ধি বলিয়া অঙ্গীকার করার 'ফলে কৈবল্যসিদ্ধিকে ভাবাত্মক বলাও হইয়াছে। কিন্তু কৈবল্য বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠাকে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্র বলার ফলে চিত্তবৃত্তির সম্যক্‌নিরোধরূপ অভাবাত্মক বা বিয়োগাত্মক সাধনার দ্বারা ভাবাত্মক স্বরূপ প্রতিষ্ঠা অঙ্গীকার করাতেও অভাবাত্মকতার অবসান হইল না; কেননা সাংখ্যমতে পুরুষ আনন্দস্বরূপ নহে। "নানন্দাভিব্যক্তির্মুক্তির্নির্ধর্ম্মকত্বাৎ—" (সাংখ্যসূত্র ৫।৭৪)। মনে রাখিতে হইবে যে বৈদান্তিকগণও আনন্দকে আত্মার ধর্ম্ম বলেন নাই। আত্মাকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াছেন। সাংখ্যযোগ সাধনার প্রকৃতিবিয়োগাত্মক সমস্ত অংশই ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়েরই মুক্তিসাধকগণ অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তদতিরিক্ত চিত্তবৃত্তির দ্বারা ঈশ্বর বা আত্মাকে গ্রহণ করিয়া চিত্তকে ঈশ্বর সমাহিত বা আত্মসমাহিত করার কথাও অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন।

ভগবান পতঞ্জলি মুনি যদিও "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" (১।২৩) সূত্রে ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা একাগ্র সম্প্রজ্ঞাত সমাপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি তিনি কিন্তু ঐরূপ সমাধি সংস্কার এবং সমাধিজাত প্রজ্ঞাসংস্কারাদিও সম্যক্ নিরুদ্ধ হইয়া চিত্ত তৎকারণ প্রকৃতিতে লীন হইলে এবং প্রকৃতি পুরুষ সান্নিধ্য ত্যাগ করিলে তবেই দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষের অবসান ও নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগসিদ্ধি এবং তৎফলে নির্ব্বীজ কৈবল্যসিদ্ধিজনিত স্বরূপপ্রতিষ্ঠা অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঈশ্বর সমাপত্তি দ্বারাই কৈবল্যসিদ্ধি বা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা অঙ্গীকার করেন নাই। সাংখ্যযোগ দর্শন মতে প্রকৃতি বাস্তব, প্রকৃতিপুরুষের সান্নিধ্য বাস্তব, প্রকৃতি পুরুষের অবিবেক বাস্তব কিন্তু পুরুষের স্বরূপভ্রংশতা অবাস্তব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈদান্তিক মতে প্রকৃতি, প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্য, প্রকৃতি পুরুষের অবিবেক এবং পুরুষের স্বরূপচ্যুতি সবই অবাস্তব। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ পুরুষের স্বরূপচ্যুতিকে অবাস্তব এবং ভ্রান্তিজনিত বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া ভ্রান্তি অপনোদন প্রয়াসরূপ সাধনকে অভাবাত্মক (নিষেধ মুখ) ও ভাবাত্মক (বিধি মুখ) উভয়দিক্‌ হইতেই বরণ করিয়াছেন। সাংখ্যযোগের সাধ্য যেমন প্রকৃতিবিয়োগ, বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদীর সাধ্যও তেমনই প্রকৃতি-বিয়োগ বা অজ্ঞান-নিবৃত্তি। প্রকৃতি, মায়া বা অবিদ্যা সম্বন্ধে, বৈদান্তিকগণ নতমস্তকে নিজ অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া উহাকে "অজ্ঞান" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন। পঞ্চদশীতে আছে—

স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণম্।
মায়াময়ং জগত্তস্মাদীক্ষস্বাপক্ষপাততঃ ॥ ৬।১৪২ ॥
নিরূপয়িতুমারব্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ।
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ ॥ ৬।১৪৩ ॥
ন জানামি কিমপ্যেতদিত্যন্তে শরণং তব।
অতএব মহান্তোঽস্য প্রবদন্তীন্দ্রজালতাম্ ॥ ৬।১৪৬ ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—এই দৃশ্যমান জগৎ সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, অথচ ইহার স্বরূপ নিরূপণ অসম্ভব। অতএব পক্ষপাতরহিত হইয়া এই জগৎ মায়াময় বলিয়াই গ্রহণ কর ॥ ৬।১৪২ ॥ বিশ্বজগতের সমস্ত পণ্ডিত মিলিত হইয়া যদি জগতের স্বরূপ নিরূপণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারাও কোন না কোন নির্ণয়স্তরে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইবেন যে সম্মুখে অজ্ঞান বিদ্যমান ॥ ৬।১৪৩ ॥ (এস্থলে ইহা স্মর্ত্তব্য যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিরোমণি হাইসেনবার্গ প্রমুখ মনীষিগণও এ জাতীয় সিদ্ধান্তই পোষণ করেন।) পরিশেষে "আমি কিছুই জানি না" বলিয়াই অজ্ঞানকেই তোমাকে আশ্রয় করিতে হইবে। এই জন্যই পণ্ডিতগণ জগৎকে ইন্দ্রজাল বলেন ॥ ৬।১৪৬ ॥ অজ্ঞানও এক বৃত্তিজ্ঞান বা জ্ঞানবৃত্তি মাত্র। সাধারণতঃ চিত্তবৃত্তি অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্য উভয়কে বিষয়ীভূত করে। জ্ঞানবৃত্তি বা বৃত্তিজ্ঞান, অজ্ঞান কার্য্য জগৎ এবং অজ্ঞান উভয়কেই বিষয়ীভূত করে। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা উক্ত উভয় প্রকার বৃত্তিজ্ঞানেরই ভাসক কিন্তু বাধক নহে। অজ্ঞান ও অজ্ঞান কার্য্যকে বিষয়ীভূত করারূপ চিত্তবৃত্তির সম্যক্‌নিরোধ সাংখ্যযোগ ও বেদান্ত উভয়েরই মান্য। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈদান্তিকগণ কেবল অভাবাত্মক বা নিষেধমুখ সাধনরূপ চিত্তবৃত্তির নিরোধ-ফলে মুক্তিলাভ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধফলে অর্থাৎ বিষয়োপরতিফলে চিত্তশুদ্ধ হয় মাত্র। চিত্তশুদ্ধির পর চিত্তবৃত্তি জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞপ্তিস্বরূপ পুরুষ বা আত্মা বা ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দ লক্ষণাত্মক পরমতত্ত্ব বা চরমতত্ত্ব বা বস্তুসৎ বা সত্যকে "আমি সেই" এই বোধে অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এই বোধে বিষয়ীভূত করিলে সেই বৃত্তিজ্ঞান (অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি—ইতি" বৃত্তিজ্ঞান) অজ্ঞান ও অজ্ঞান কার্য্য উভয়ের ধ্বংস সাধন করে। "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞান ও অজ্ঞান কার্য্য উভয়ের একমাত্র নাশক বা বাধক। অজ্ঞান ও অজ্ঞান কার্য্যের বাধ বা নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তির পুনরুদ্ভবের সম্ভাবনা অঙ্গীকার করেন বৈদান্তিকগণ। উক্তানুরূপে অজ্ঞানভ্রান্তির নিরসন-ফলে ইন্ধনাগ্নিন্যায়ে চিত্ত, চিত্তবৃত্তি ও চিত্তপ্রতিবিম্বিত চিৎপ্রতিবিম্বরূপ চিদাভাসেরও মিথ্যাত্বে পর্য্যবসান ঘটে। চিত্ত চিত্তকারণ অজ্ঞানে লীন হয় স্বীকার করিলেও অজ্ঞানের নিরসন বা মিথ্যাত্বে পর্য্যবসান ফলে চিত্তেরও নিরসন বা মিথ্যাত্বে পর্য্যবসান অঙ্গীকার করিতে হয়। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া বিষয়োপরত হইলেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে চিত্তে "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপ বৃত্তিজ্ঞান জন্মিতে পারে না। আর "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বৃত্তি-জ্ঞানকেই তাঁহারা অজ্ঞান ও তৎকার্য্য নিরসনের একমাত্র হেতু বলিয়া অঙ্গী-কার করেন। তাই তদনুযায়ী চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক চিত্তের বিষয়োপরতিরূপ অভাবাত্মক ও স্বরূপাপত্তি-ফলক 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-ইতি বৃত্তি জ্ঞানরূপ ভাবাত্মক সাধনসহায়ে অজ্ঞান-নিরসনবশতঃ স্বরূপাববোধ ও স্বরূপপ্রতিষ্ঠতার ফলে কৃতকৃত্যতা অঙ্গীকার করেন—তাঁহারা কৃতকৃত্যতার সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্য অন্তঃকরণ সহ চিদাভাসের অর্থাৎ অন্তকরণস্থ চিৎ-প্রতিবিম্বের চরিতার্থতা অর্থাৎ মিথ্যাত্বে পর্য্যবসান অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। চিদাভাসের বা চিৎপ্রতিবিম্বের বিম্বলয় ও মিথ্যাত্বে পর্য্যবসান একই কথা। প্রকৃতি বা অজ্ঞান বাধিত হইয়া মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া বাস্তবরূপের কথা দূরে থাকুক ভ্রান্তিরূপেও পুনরুত্থানের সম্ভাবনা থাকে না।

সাংখ্যযোগিগণ প্রকৃতিতত্ত্ব জ্ঞানে মুক্তি বা কৈবল্যসিদ্ধি অঙ্গীকার করেন। প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হইলে প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্য ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া পুরুষকে অপবর্গের অধিকারী করে বলিয়া তাঁহারা অঙ্গীকার করেন। বৈদান্তিকগণ বলেন প্রকৃতি-তত্ত্ব নিরূপণ বা প্রকৃতিতত্ত্ব জ্ঞান অসম্ভব। (ইহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে)। ঐ জন্যই তাঁহারা প্রকৃতিকে অজ্ঞান এবং প্রকৃতিকার্য্যকে অজ্ঞানকার্য্য বলেন। তাঁহাদের নিকট অজ্ঞান-ভ্রান্তি নিরূপণ ও অজ্ঞানভ্রান্তি নিরসন একই কথা। আর অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ আত্মতত্ত্ব বা আত্মস্বরূপ জ্ঞানে মুক্তি বা কৈবল্যসিদ্ধি অঙ্গীকার করেন। যদিও আত্মতত্ত্ব-স্বরূপ নিত্যস্ফূর্ত্ত ও স্বপ্রকাশ তবুও অজ্ঞান নিবৃত্তিতে আত্মতত্ত্বস্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্তির অবসান হয় বলিয়া ঔপচারিক ভাবে আত্মতত্ত্বস্বরূপজ্ঞানলাভ বা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানোদয় হয় বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বৃত্তিজ্ঞান দ্বারা আত্মস্বরূপ বিষয়ীভূত না হইলে অজ্ঞান নাশ হইতে পারে না। স্থাণু বিষয়ীভূত না হইলে পুরুষভ্রান্তি নিরস্ত হইতে পারে না। জগদ্ভ্রান্তির অধিষ্ঠান আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপ বোধ না হইলে জগদ্ভ্রান্তি নিরস্ত হইতে পারে না, অজ্ঞানকে অজ্ঞান বলিয়া সম্যক্‌রূপে দৃঢ়রূপে জানিতে পারাই অজ্ঞানের নাশ। ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিতে পারিলেই ভ্রান্তির বাধ বা অবসান।

সাংখ্যযোগ দর্শন বলেন শুদ্ধ পুরুষ অবিবেকবশতঃ নিত্যও সৎ প্রকৃতির কার্য্য বুদ্ধির সহিত নিজ ঐক্য ভাবনা করে। বৈদান্তিক বলেন—ভ্রান্তিবশতঃ বা অজ্ঞানবশতঃ অজ্ঞান (প্রকৃতি) অসৎ হইয়াও সৎ বলিয়া প্রতীত হয়। আর অজ্ঞানের কার্য্য যে বুদ্ধি তাহাও অজ্ঞান বা ভ্রান্তিবশতঃ অসৎ হইয়াও সৎ বলিয়া প্রতীত হয়। এই অসৎ হইয়াও সৎ বলিয়া প্রতীত বুদ্ধির সহিতই জীব বা পুরুষ ভ্রান্তি বা অজ্ঞানবশতঃ নিজ ঐক্য ভাবনা করে। কাহারও মনে হইতে পারে ইহা কথার বা ভাষার মারপেঁচ মাত্র। কিন্তু ঐরূপ বলিয়া উপেক্ষাও চলে না; কেননা মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট প্রতিভাত। প্রকৃতির বাস্তবতা এবং পুরুষ প্রকৃতি সংযোগের বাস্তবতা অঙ্গীকার করেন সাংখ্যযোগবাদিগণ। বৈদান্তিকগণ প্রকৃতির সত্যতা ও পুরুষ প্রকৃতি সংযোগের সত্যতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অজ্ঞান বা প্রকৃতি অসৎ বলিয়া পুরুষ প্রকৃতি সংযোগ ও অসৎ বা অবাস্তব। তবে অজ্ঞান যেমন অসৎ হইয়াও সৎ বলিয়া প্রতীত, পুরুষ প্রকৃতি সংযোগেও তেমন অসৎ হইয়াও সৎ বলিয়া প্রতীত। তাঁহাদের মতে যাহা অসৎ হইয়াও ভ্রান্তিবশতঃ সৎ বলিয়া প্রতীত হয় তাহা মিথ্যা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। যাহা নাই এবং প্রতীতও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না তাহা "অসৎ"। যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বথা একরূপে প্রতীত তাহা সৎ। যদি সাংখ্যযোগদর্শন প্রকৃতিকে সত্য বলিয়া পুরুষ প্রকৃতি সংযোগের কারণকে অনাদি অবিবেক বলিয়া বলেন বা ভ্রান্তিজ্ঞান বলিয়া বলেন এবং পুরুষ প্রকৃতি সংযোগ ফলে জাত পুরুষের কূটস্থতা ও অসঙ্গতা হানিকে অবাস্তব ও ভ্রান্তিজ্ঞানমূলক বলেন তাহা হইলে বৈদান্তিকের মত অজ্ঞানকেই পুরুষ প্রকৃতি সংযোগের কারণ বলিয়া স্বীকার করা হইল। এরূপ হইলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিল কেবল প্রকৃতির অস্তিত্ব লইয়া। বৈদান্তিকের মতে প্রকৃতি বা অজ্ঞান, তৎকার্য্য এবং পুরুষপ্রকৃতিসঙ্গ এই তিনই অনাদি অজ্ঞানের ফল এই তিনই অবাস্তব অর্থাৎ অসৎ হইয়াও সৎ বলিয়া প্রতীত—অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তিবশতঃ। কাহারও মতে সাংখ্যযোগদর্শন মতে পুরুষপ্রকৃতিসংযোগ অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত পুরুষের অবিবিক্ততা বোধ অনাদি অজ্ঞানের ফল কিন্তু প্রকৃতি অনাদি অজ্ঞানের ফল নহে—প্রকৃতি নিত্যা ও সৎ এবং প্রকৃতিকার্য্যও সৎ। আবার ইহাও তাঁহারা বলেন যে, পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ অজ্ঞানের ফল হইলেও অবাস্তব নহে। তথাস্তু। প্রকৃতির সহিত পুরুষের অবিবিক্ততা বোধবশতঃ ঔপচারিকরূপে পুরুষে যে গুণসঙ্গত্ব আরোপিত হইয়াছে তাহার অবসান ঘটাইতে হইলে পুরুষের স্বরূপজ্ঞান প্রয়োজন। স্বরূপজ্ঞান না হইলে আরোপিতের মিথ্যাত্ববোধ কি করিয়া আসিবে? অধিষ্ঠান ভিন্ন ভ্রান্তি হয় না। অধিষ্ঠানের স্বরূপ বোধ ভিন্ন ভ্রান্তি নিরাসও হয় না। দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষেরই স্বরূপস্থিতিকে যদি কৈবল্য বলা হয় তবে দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষের স্বরূপবোধ ভিন্ন স্বরূপস্থিতিরূপ কৈবল্য প্রাপ্তি সম্ভব কিনা, তাহা বিচার্য্য নয় কি? পুরুষের স্বরূপজ্ঞানে স্বরূপস্থিতি ও তৎফলেই দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষের অবসান নাকি প্রকৃতির স্বরূপজ্ঞানে দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষের অবসান ও স্বরূপস্থিতি? এ প্রশ্নের উত্তরে বৈদান্তিক বলিবেন পুরুষের স্বরূপজ্ঞানেই দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষের অবসান ও স্বরূপস্থিতি, আর সাংখ্যযোগদর্শন বলেন প্রকৃতির স্বরূপ জ্ঞান ফলে পুরুষের সান্নিধ্যত্যাগ করিবে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিপুরুষ বিবেকফলে দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষের অবসান ও স্বরূপস্থিতি রূপ কৈবল্য সিদ্ধি ঘটিবে। অবিবেকবশতঃ বা ভ্রান্তিবশতঃ যে প্রকৃতির সাহচর্য্য ও তৎফলে যে গুণসঙ্গত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরোপ করিয়া, নিষ্ক্রিয় নির্গুণ পুরুষ যে দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষ সাজিয়াছিল, সেই দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষকে আরোপিত গুণসঙ্গত্বের মিথ্যাত্ববোধের ফলে দ্রষ্টৃত্ব ও ব্যবহারিকত্বের অবসান ঘটাইয়া, স্বরূপস্থিতি লাভ করিতে হইলে, অর্থাৎ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পুরুষরূপে স্থিত হইতে হইলে, স্বস্বরূপবোধলাভ করিতে হইবে না কি? প্রকৃতির স্বরূপ বোধের ফলে গুণ ও প্রকৃতির বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের স্বরূপ বোধ ভিন্ন গুণ যে পুরুষের নহে সে বোধও হইবে কি? গুণ যে পুরুষের নহে সে বোধ যদি না জন্মে তবে প্রকৃতির সাহচর্য্য ফলে যে গুণ আরোপিত হইয়াছিল উহার অবসান কি করিয়া ঘটিবে? প্রকৃতিপুরুষ বিবেক জন্মিলে অর্থাৎ প্রকৃতির স্বরূপজ্ঞান ঘটিলে প্রকৃতি পুরুষের সাহচর্য্য ত্যাগ করিয়া পুরুষকে মুক্তি দেন—এ কথা সাংখ্যযোগদর্শন বলেন। প্রকৃতি পুরুষকে ভোগও করান এবং মুক্তিও দেন। মুক্তির সাধনা করেন দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষ আর তাঁর সিদ্ধির যোগ্যতা বিচার করেন অচেতন প্রকৃতি! প্রকৃতিকে চিনিবার সাধনা করেন পুরুষ আর অচেতন প্রকৃতি যখন বুঝিতে পারে যে পুরুষ তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে তখন প্রকৃতি সরিয়া যায়। সরিয়া যাইবার বুদ্ধিটা অচেতন প্রকৃতির সম্ভব কি না ইহা বিবেচ্য নয় কি? নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পুরুষকে প্রকৃতি নিজ সাহচর্য্য দিয়া পূর্ব্বে যেরূপ বাঁধিয়াছিল ও ভুক্তিদাত্রী হইয়াছিল সেরূপ আর বাঁধিবে না; কেননা এখন প্রকৃতিকে পুরুষ চিনিয়া ফেলিয়াছে—এ কথা সাংখ্যযোগবাদিগণ বলেন। বাঁধিবার বুদ্ধিও অচেতন প্রকৃতির কি করিয়া সম্ভব তাহাও বিবেচ্য নয় কি? বৈদান্তিক নিজ বিচারে সাংখ্যযোগদর্শনে এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পান না মনে করেন।

কেবল চিত্তবৃত্তিনিরোধমূলক নিষেধমুখ অভাবাত্মক সাধন প্রয়াসে কৈবল্যসিদ্ধি হইবে কি? পুরুষের স্বরূপজ্ঞানপ্রয়াসমূলক বিধিমুখ ভাবাত্মক সাধন প্রয়াসও প্রয়োজন হইবে না কি?

বৈদান্তিকগণের মতে আত্মাধিষ্ঠানে অজ্ঞানফলে জগদ্ভ্রান্তি ও দুঃখভ্রান্তি আত্মাধিষ্ঠানের স্বরূপবোধেই জগদ্ভ্রান্তি ও দুঃখভ্রান্তির নাশ। অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি অজ্ঞানের অবসানের সঙ্গেই অবসান প্রাপ্ত হয়। ভ্রান্তি আর জন্মিতে পারে না বলিয়া মুক্তি আত্যন্তিক হয়।

জীবন্মুক্ত জ্ঞানী পুরুষের স্বসম্বেদন এই সাক্ষ্য দেয় যে চিত্তশুদ্ধির জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তনিরোধমূলক নিষেধমুখ অভাবাত্মক সাধন প্রয়াস এবং স্বরূপাবগতির জন্য স্বরূপজ্ঞান-প্রয়াসমূলক প্রস্থানত্রয়্যুক্ত বিধিমুখ ভাবাত্মক সাধন প্রয়াস উভয়ই মুক্তির সাধন।

সাংখ্যযোগদর্শনে দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষের চিত্তকে প্রকৃতিকার্য্যে সমাহিত করাকে অর্থাৎ স্থূলভূত হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মভূত, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, সূক্ষ্মতর অহঙ্কার, ও সূক্ষ্মতম অস্মিতা পর্য্যন্ত কোন এক প্রকৃতিকার্য্যে চিত্তসমাধানকে বা ক্লেশকর্ম্মাদি দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষরূপ ঈশ্বরে বা মুক্ত পুরুষে বা যথাভিমত ধ্যেয়ে চিত্তসমাধানকে সমাধি বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়য়াছে। সমাধিজ প্রজ্ঞার ও নিরোধ ফলে প্রকৃতি-পুরুষবিবেক এবং তৎফলে অসম্প্রজ্ঞাতযোগসিদ্ধি ও স্বরূপস্থিতি অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

আর সাংখ্যযোগদর্শন ভিন্ন অন্যত্র অর্থাৎ বেদান্তোপনিষৎ শাস্ত্রে, অন্যান্য যোগশাস্ত্রে, পুরাণশাস্ত্রে ও আগমতন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে সমাধির লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সর্ব্বত্রই জীবব্রহ্মৈক্য-স্থাপনকেই সমাধি বলা হইয়াছে এবং জীবব্রহ্মৈক্যস্থাপনেই জীবের স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা স্বরূপস্থিতি লাভ অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

পরস্পর বিরুদ্ধবাদী অদ্বৈতেতর মতাবলম্বী বৈদান্তিকগণও এক ঈশ্বরে চিত্তসমাধানকেই সমাধি বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং তৎফলে সার্ষ্টি, সামীপ্য সালোক্য সারূপ্য ও সাযুজ্যাদি মুক্তি স্বীকার করেন।

ভারতবর্ষের সমস্ত মোক্ষধর্ম্ম-সাহিত্যে বা শাস্ত্রে অদ্বৈতদর্শনের প্রভাব কতদূর তাহাও এই আলোচনার দ্বারা বিশেষভাবে উপলব্ধ হইবে। যদিও ভারতীয় সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতদর্শনের প্রভাব নির্ণয় বর্ত্তমান আলো-চনার বা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নহে তবুও প্রসঙ্গতঃ বলা হইতেছে যে, এমন কি ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে, কাব্যসাহিত্যে, সমাজ-ধর্ম্মসাহিত্যে, ব্যাকরণ-সাহিত্যে, অলঙ্কার সাহিত্যে, বৈদ্যকসাহিত্যে এবং সঙ্গীতসাহিত্যেও অদ্বৈতবাদের প্রভাব সুপরিস্ফুট। যদি কখনও সুযোগ পাওয়া যায় তবে সে বিষয়ে আপনাকে লিখিত হইবে।

উপনিষৎ সাহিত্যে সমাধি :—

"সমাধিঃ সম্বিদুৎপত্তিঃ পর-জীবৈকতাং প্রতি।"*

তাৎপর্য্যানুবাদ—"পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব বিষয়ে জ্ঞানের উৎপত্তিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধি।" অন্নপূর্ণা উপনিষৎ (৫।৭৫) জাবালদর্শনোপনিষৎ (১০।১) "(অথ) সমাধিঃ জীবাত্মপরমাত্মৈক্যাবস্থা ত্রিপুটীরহিতা পরমানন্দস্বরূপা শুদ্ধচৈতন্যাত্মিকা ভবতি।"

তাৎপর্য্যানুবাদ—"অতঃপর সমাধির কথা বলা হইতেছে। যখন ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যান এই ত্রিপুটীরহিত হয় অর্থাৎ এই তিনের কোন প্রভেদ থাকে না, কেবল পরমানন্দ-স্বরূপ শুদ্ধচৈতন্য মাত্র অবভাসিত হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যাবস্থা ভাসমান হইয়া থাকে তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলা হয়।" —শাণ্ডিল্যোপনিষৎ (১।৫২।১১)

"নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।
বৃত্তি বিস্মরণং সম্যক্ সমাধিরভিধীয়তে॥"

তাৎপর্য্যানুবাদ—"অন্তঃকরণ বৃত্তি যখন বিষয়ানুসন্ধান পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মাকারা হইয়া ধ্যাতা ও ধ্যেয় এবং তদুভয়ের সম্বন্ধরূপ ধ্যান এই ত্রিপুটীকেই বিস্মৃত হয় অর্থাৎ ত্রিপুটী বিরহিত হয় তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলা হইয়া থাকে।" তেজোবিন্দু উপনিষৎ (১।৩৭)

[এই শ্লোক শব্দশঃ সামান্য পার্থক্যসহ আচার্য্য শঙ্কর প্রণীত অপরোক্ষানুভূতিতে (১২৪) ও সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহে (৯২০, ২—৯২১-১) আছে।]

তত্ত্বাববোধএবাসৌ বাসনাতৃণ পাবকঃ।
প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন ন তু তুষ্ণীমবস্থিতিঃ॥ ১২॥
গুরুশাস্ত্রোক্তমার্গেণ স্বানুভূত্যা চ চিদ্ঘনে।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা বীতশোকো ভবেন্মুনিঃ॥ ২৫॥
গুরুবাক্যসমুদ্ভূত স্বানুভূত্যাতিশুদ্ধয়া।
যস্যাভ্যাসেন তেনা সততং চাত্মবলোক্যতে॥ ২৬॥
দ্রষ্টা দৃশ্যবশাদ্বদ্ধো দৃশ্যাভাবে বিমুচ্যতে।
জগত্ত্বমহমিত্যাদিসর্গাত্মা দৃশ্যমুচ্যতে॥ ৪৮॥
উদিতৌদার্য্যসৌন্দর্য্যবৈরাগ্য রসগর্ভিণী।
আনন্দস্যন্দিনী যৈষা সমাধিরভিধীয়তে॥ ৬১॥
দৃশ্যাসম্ভব-বোধেন রাগদ্বেষাদিতানবে!
রতির্ব্বলোদিতা যাসৌ সমাধিরভিধীয়তে॥ ৬২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃশ্যাসম্ভববোধো হি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চিদাত্মকম্।
তদেব কেবলীভাবং ততোঽন্যৎ সকলং মৃষা ॥ ৬৩ ॥

—মহোপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়।

তাৎপর্য্যানুবাদ—সমাধি শব্দের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানকেই বুঝাইয়া থাকে। এই তত্ত্বজ্ঞান বাসনারূপ তৃণরাশির অগ্নিসদৃশ। নিষ্পন্দ-স্থিতিই সমাধি নহে। অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মকে বিষয়ীভূত করিতে গিয়া অন্তঃকরণ-বৃত্তি যখন ব্রহ্মাকারা হইয়া ত্রিপুটীবিরহিত হয় তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলা হইয়া থাকে; কিন্তু চিত্তের কেবল নিষ্পন্দ স্থিতিই সমাধি নহে। ১২॥

গুরূপদেশে, শাস্ত্রোক্ত উপায়ে ও স্বানুভবের দ্বারা চিদ্‌ঘন পরমাত্মাকে "আমিই সেই চিদ্‌ঘন পরমাত্মা ব্রহ্ম" এইরূপে জানিয়া শ্রবণমননিদি-ধ্যাসনপরায়ণ ব্যক্তি শোক হইতে মুক্ত হন ॥ ২৫ ॥

যাঁহার অভ্যাস ও গুরূপদেশসম্ভূত অতিশুদ্ধ স্বানুভূতির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তিনিই সর্ব্বদা আত্ম-সাক্ষাৎকারপরায়ণ থাকেন ॥ ২৬ ॥

দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ বিষয়িত্বই বন্ধন। দৃশ্য অর্থাৎ বিষয়ের অভাবে বিষয়ীর বিষয়িত্বের অভাব হয় অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্ব যায়। দ্রষ্টৃদৃশ্যভাব অর্থাৎ বিষয়িত্ব ও বিষয়ত্ব ভাব তিরোহিত হইলে তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হয় ও জীব মুক্ত হয়। জগৎ, তুমি, আমি, ইত্যাদি সৃষ্ট বস্তুর নামই দৃশ্য ॥ ৪৮ ॥

যে অবস্থায় উদারতা, সৌন্দর্য্য ও বৈরাগ্যরস উদিত হয় এবং যাহা আনন্দপ্রসবিনী তাহাই সমাধি নামে সংজ্ঞিত ॥ ৬১ ॥

দৃশ্যবস্তু কখনও ছিল না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না,—এইরূপে দৃশ্য বস্তুর ত্রৈকালিক মিথ্যাত্ব-বোধ দৃঢ় হইলে রাগদ্বেষাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যে পরমানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে তাহাকেই সমাধি কহে ॥ ৬২ ॥

দৃশ্যের দৃঢ় মিথ্যাত্ববোধ জন্মিলে দ্রষ্টৃদৃশ্যভাবও বাধিত হইয়া ত্রৈকালিক অনস্তিত্বে পর্য্যবসিত হয়। দ্রষ্টৃদৃশ্য-ভাববিরহিত শুদ্ধচিৎ-স্বরূপতা-প্রাপ্তি অর্থাৎ শুদ্ধচিৎস্বরূপে স্থিতিই কৈবল্য আর সব মিথ্যা অর্থাৎ চিত্তের নিষ্পন্দ স্থিতি প্রভৃতি মিথ্যা, উহা কৈবল্য নহে ॥ ৬৩ ॥

—মহোপনিষৎ—চতুর্থ অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়াবিদ্যে বিহায়ৈব উপাধী পরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্ম বিলক্ষ্যতে॥ ৩২॥
ইত্থং বাক্যৈস্তথার্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ।
যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননং তু তৎ॥ ৩৩॥
তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ।
একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে॥ ৩৪॥
ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্।
নিবাতদীপবচ্চিত্তম্ সমাধিরভিধীয়তে॥ ৩৫॥

—অধ্যাত্ম-উপনিষৎ (৩২-৩৫)

তাৎপর্য্যানুবাদ—পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাধি মায়া এবং জীবের উপাধি অবিদ্যা এই উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যই তৎ ও ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ॥ ৩২॥

এই প্রকার "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যার্থ বোধের দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্য পদার্থের অনুসন্ধানের নাম শ্রবণ। এবং শ্রুতানুকুল যুক্তি দ্বারা বিরোধি—কুতর্কজনিত অসম্ভাবনার পরিহার পূর্ব্বক সম্ভাবনার অনুসন্ধানের নাম মনন॥ ৩৩॥

এইরূপে শ্রবণ ও মনন দ্বারা নিঃসংশয়রূপে নির্দ্ধারিত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-চৈতন্য পদার্থে সংস্থাপিত চিত্তের যে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ধারাবাহিকতা তাহাই নিদিধ্যাসন নামে কথিত হয়॥ ৩৪॥

বায়ুশূন্য স্থানে স্থাপিত প্রদীপের ন্যায় ধ্যাতা ধ্যেয় ও ধ্যান এই ত্রিপুটী রহিত ক্রমে কেবলমাত্র অখণ্ড সচ্চিদানন্দাদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপে স্থিতিই সমাধি নামে কথিত হইয়া থাকে॥ ৩৫॥ —অধ্যাত্মোপনিষৎ (৩২-৩৫)।

প্রভাশূন্যং মনঃ-শূন্যং বুদ্ধিশূন্যং চিদাত্মকম্।
অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপোঽসৌ সমাধির্মুনিভাবিতঃ॥ ৫৩॥
ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং শিবাত্মকম্।
সাক্ষাদ্বিধিমুখো হ্যেষ সমাধিঃ পারমার্থিকঃ॥ ৫৪॥

—মুক্তিকোপনিষৎ—দ্বিতীয় অধ্যায়।

তাৎপর্য্যানুবাদ—যখন দৃশ্য বা বিষয় প্রকাশ থাকে না, মন ও বুদ্ধি বৃত্তিহীন হয় অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া লোপ পায়, কেবল চিদাত্মা মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়প্রকাশাভাব এবং মন ও বুদ্ধির বৃত্তিহীনতার সাক্ষীরূপে থাকেন তখন সেই অবস্থাকে অতদ্‌ব্যাবৃত্তিরূপ অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত বস্তুর নিষেধরূপ ব্যতিরেক-মুখ সমাধি বলা হইয়া থাকে। এই সমাধি মুনিভাবিত অর্থাৎ মননশীল মুনিগণের ইষ্ট ॥ ৫৩ ॥

উর্দ্ধদিকে পূর্ণ, অধোদিকে পূর্ণ, মধ্যে পূর্ণ—ক্রমে সর্ব্বপূর্ণ পরম কল্যাণ-স্বরূপ অর্থাৎ পরনানন্দস্বরূপ স্থিতিই সাক্ষাৎ বিধিমুখ পারমার্থিক সমাধি নামে কথিত হয় ॥ ৫৪ ॥ —মুক্তিকোপনিষৎ—২য় অধ্যায়।

দ্রষ্টব্য—এই অতদ্‌ব্যাবৃত্তিরূপ অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত বস্তুর নিষেধরূপ ব্যতিরেখ মুখ সমাধিকে বৈদান্তিকগণ পারমার্থিক বলিয়া অঙ্গীকার করেন নাই। তাই তাঁহারা কেবল চিত্তবৃত্তি-নিরোধমূলক নিষেধমুখ অভাবাত্মক সাধন দ্বারা কৈবল্য সিদ্ধিও অঙ্গীকার করেন নাই; "অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মকে বিষয়ীভূত করিতে গিয়া অন্তঃকরণ বৃত্তি ব্রহ্মাকারা হইয়া ক্রমে ত্রিপুটী বিরহিত হওতঃ যে অখণ্ড পূর্ণ সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করে সেই স্বরূপ স্থিতিকেই সাক্ষাৎ বিধিমুখ (অন্বয়মুখ) পারমার্থিক (অর্থাৎ তত্ত্বতঃ) সমাধিরূপে তাঁহারা অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই জন্য চিত্ত-বৃত্তিকে বিষয় হইতে তুলিয়া আনিয়া আত্মাতে স্থাপন করা—এই নিষেধমুখ ও বিধিমুখ উভয় প্রকার সাধনাই তাঁহাদের মতে কৈবল্যসিদ্ধির জন্য বিহিত।

জীবাত্মনঃ পরস্যাপি যদ্যেবমুভয়োরপি।
অহমেব পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মাহমিতি সংস্থিতিঃ ॥ ১৬০ ॥
সমাধিঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ববৃত্তিবিবর্জ্জিতঃ।
ব্রহ্ম সম্পদ্যতে যোগী ন ভূয়ঃ সংসৃতিং ব্রজেৎ ॥ ১৬১ ॥

—ত্রিশিখি-ব্রাহ্মণোপনিষৎ।

তাৎপর্য্যানুবাদ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা অথবা পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ের মধ্যে "আমিই ব্রহ্ম" এবং "ব্রহ্মই আমি" এইরূপ নিদিধ্যাসনাত্মক বৃত্তি দ্বারা ঐক্য স্থাপন প্রয়াস ফলে ক্রমে ত্রিপুটীবিরহিত সর্ব্ববৃত্তিবিবর্জ্জিত যে স্বরূপ-স্থিতি ঘটে তাহাই সসাধি নামে বিজ্ঞেয়। এই স্থিতিই ব্রাহ্মীস্থিতি। এই স্থিতিতে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়। ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হইলে আর সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয় না। উহাই স্বরূপস্থিতি, উহাই কৈবল্য, উহাই সমাধি।

—ত্রিশিখি-ব্রাহ্মণোপনিষৎ (১৬০-১৬১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ"।

—যোগতত্ত্বোপনিষৎ—(১০৭)

তাৎপর্য্যানুবাদ—"জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমতাবস্থা অর্থাৎ সাম্যাবস্থা বা অভেদ জ্ঞানই সমাধি।" —যোগতত্ত্বোপনিষৎ—(১০৭)

"সমাধিমেকেন সমমমৃতত্বং যান্তি যোগিনঃ"।

—যোগকুণ্ডলী উপনিষৎ (৩।১৪)

তাৎপর্য্যানুবাদ—"যোগিগণ নির্ব্বিকল্প যোগ দ্বারা সর্ব্বসাম্য সমাধি স্বরূপ অমৃতত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।" —যোগকুণ্ডলী উপনিষৎ (৩।১৪)

"সর্ব্বশরীরেষু চৈতন্যৈকতানতা ধ্যানম্। বিষয়ব্যাবর্ত্তনপূর্ব্বকং চৈতন্যে চেতঃ স্থাপনং ধারণং ভবতি। ধ্যানবিস্মৃতিঃ সমাধিঃ।"

—মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ (১।৩)

তাৎপর্য্যানুবাদ—"বিভিন্ন ঘটে যেমন তদবচ্ছিন্ন আকাশের একত্ব উপলব্ধি হয় সেইরূপ বিভিন্ন শরীরে আত্মার একত্ব উপলব্ধির নাম ধ্যান। বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে চিত্ত স্থাপনের নাম ধারণা। ধ্যানফলে অন্তঃকরণবৃত্তি ব্রহ্মাকারা হইয়া যায়। ধ্যানের পরিপকাবস্থায় ব্রহ্মাকারা বৃত্তিও যখন বিস্মৃত হয় তখন সর্ব্ববৃত্তিবিবর্জ্জিত ত্রিপুটীবিরহিত ব্রাহ্মীস্থিতি বা স্বরূপস্থিতি লাভ হয়—উহাই সমাধি নামে কথিত হয়।"

—মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ—(১।৩)

"সমাধৌ মৃদিততমোবিকারস্য তদাকারাকারিতাখণ্ডাকারবৃত্ত্যাত্মক-সাক্ষিচৈতন্যে প্রপঞ্চলয়ঃ সম্পদ্যতে প্রপঞ্চস্য মনঃ-কল্পিতত্বাৎ।"

—মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ (২।১৪)

তাৎপর্য্যানুবাদ—"সমাধিতে অজ্ঞান বা মায়া তৎকার্য্য সহিত বাধিত হয় অর্থাৎ ত্রৈকালিক অসৎ বলিয়া দৃঢ় বোধ জন্মে, অন্তঃকরণ বৃত্তি অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যাকারা হইয়া পরিশেষে জগৎপ্রপঞ্চের সহিত সাক্ষি-চৈতন্যে লয় প্রাপ্ত হয়; কেননা অন্তঃকরণবৃত্তিও সংসারপ্রপঞ্চের অন্তর্গত এবং সংসার-প্রপঞ্চ ও মনঃ-কল্পিত।" —মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ (২।২৪)।

স্বানুভূতিরসাবেশাদ্দৃশ্যশব্দাদ্যপেক্ষিতুঃ।

নির্ব্বিকল্পঃ সমাধিঃ স্যান্নিবাত-স্থিত-দীপবৎ॥

—সরস্বতীরহস্যোপনিষৎ (২৮'২-২৯'১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাৎপর্য্যানুবাদ—চিত্ত যখন স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দের আবির্ভাবে ও আবেশে "কামসংকল্পাদি দৃশ্যকেও আমিই সেই অসঙ্গ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা আত্মা"—ইত্যাদি শব্দকে উপেক্ষা করিয়া বায়ুশূন্য দেশে অবস্থিত দীপের ন্যায় নিশ্চল অর্থাৎ মনোবৃত্তি (অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তি সহিত সর্ব্ববৃত্তি) বিবর্জ্জিত হয় তখন সেই অবস্থাকে সমাধি (নির্ব্বিকল্প সমাধি) বলা হয়।

—সরস্বতীরহস্যোপনিষৎ (২৮.২-২৯.১)

দ্রষ্টব্য :—এই শ্লোক দৃগ্-দৃশ্য বিবেকের ২৬ শ্লোকরূপেও দৃষ্ট হয়।

অন্যান্য যোগশাস্ত্রে—

যৎ সর্ব্বদ্বন্দ্বয়োরৈক্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
সমস্তনষ্টসংকল্পঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৮৫ ॥
অম্বুসৈন্ধবয়োরৈক্যং যথা ভবতি যোগতঃ।
তথাত্মমনসোরৈক্যং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৮৬ ॥
যদা সংক্ষীয়তে প্রাণো মানসং চ প্রলীয়তে।
যদা সমরসত্বং চ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৮৭ ॥

—গোরক্ষপদ্ধতিঃ (২।৮৫-৮৭) অথবা (১৮৫-১৮৭)।

তাৎপর্য্যানুবাদ—"যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যসাধন ফলে সুখ-দুঃখাদি সমস্ত দ্বন্দ্বের ও সমস্ত মানস সংকল্পবিকল্পের অবসান হয় তখন সেই অবস্থা সমাধি নামে অভিহিত হয়" ॥ ১৮৫ ॥ যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে লীন হইয়া ঐক্য প্রাপ্ত হয় তেমন মনও বাহ্য বিষয় হইতে বিরত হইয়া প্রত্যঙ্‌মুখ হওতঃ আত্মাকার-বৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া ক্রমে যখন আত্মাতে সম্যক্‌রূপে লীন হইয়া যায় এবং ঐক্য প্রাপ্ত হয় তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলা হইয়া থাকে। মন ও আত্মার ঐক্যই জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য; কেননা অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চিদাত্মা (পরমাত্মা)ই জীবাত্মা। [চিদ্‌বিম্ব=পরমাত্মা। চিদাভাস বা চিৎপ্রতিবিম্ব=জীবাত্মা] ॥ (১৮৬) ॥ যখন প্রাণ ও মন উভয়েই তত্ত্বতঃ নিষ্পন্দ হইয়া আত্মার সহিত সামরস্য লাভ করে, অর্থাৎ অভিন্নস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলা হইয়া থাকে ॥ (১৮৭) ॥

সলিলে সৈন্ধবং যদ্বৎ সাম্যং ভবতি যোগতঃ।
তথাত্মমনসোরৈক্যং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদা সংক্ষীয়তে প্রাণো মানসং চ প্রলীয়তে।
তদা সমরসত্বং চ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৬ ॥
তৎসমং চ দ্বয়োরৈক্যং জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ
প্রণষ্টঃ-সর্ব্বসংকল্পঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৭ ॥

—হঠযোগ-প্রদীপিকা (৪।৫-৭)

তাৎপর্য্যানুবাদ—যেইরূপ সৈন্ধবখণ্ড সলিলের সহিত মিলিত হইলে সৈন্ধবখণ্ড সলিলে লীন হইয়া সমতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সলিল ভাব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মন আত্মাতে স্থাপিত হইলে আত্মাতে লীন হইয়া সমতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আত্মভাব প্রাপ্ত হয়। মনের সহিত আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার এইরূপ যোগের নামই সমাধি। (৪।৫) ॥ যখন প্রাণস্পন্দন ও মনঃস্পন্দন তত্ত্বতঃ থাকে না অর্থাৎ উভয়ে আত্মার সহিত সামরস্য লাভ করে এবং ফলে এক আত্মাই সর্ব্বময়রূপে বিদ্যমান থাকেন, তখন তাহাকে সমাধি সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। (৪।৬) ॥ জীবাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্বতঃ সমতাই ঐক্য এই সমতা বা ঐক্য স্থাপিত হইলে অন্তঃকরণ সংকল্প-বিকল্প-রহিত হইয়া আত্মস্বরূপে স্থিত হয়। উহাকেই (এই স্থিতিকেই) সমাধি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে ॥ ৪।৭ ॥

—স্বাত্মরাম যোগীন্দ্র বিরচিত হঠযোগ প্রদীপিকা।

ঘটাদ্ভিন্নং মনঃ কৃত্বা ঐক্যং কুর্য্যাৎ পরাত্মনি।
সমাধিং তদ্ বিজানীয়াৎ মুক্তসংজ্ঞো দশাদিভিঃ ॥ ৩ ॥
আনন্দময়ঃ সম্ভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ।
অহং ব্রহ্মেতি বাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে ॥ ১৩ ॥
মনোমূর্চ্ছাং সমাসাদ্য মন আত্মনিযোজয়েৎ।
পরাত্মনঃ সমাযোগাৎ সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥

—ঘেরণ্ডসংহিতা (৭।৩, ১৩, ১৬,)

তাৎপর্য্যানুবাদ—শরীর হইতে মনকে ভিন্ন করিয়া পরমাত্মার সহিত একীভাবাপন্ন করাকেই সমাধি বলা হইয়া থাকে। এই সমাধি দ্বারাই সর্ব্বাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৭।৩ ॥ আনন্দময় হইয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সমাধি অবস্থায়ই "আমি ব্রহ্ম" এই অদ্বৈত জ্ঞানের প্রকাশ বা আবির্ভাব হয়। (৭।১৩)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোমূর্চ্ছা নামক যোগক্রিয়ানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তকে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত করিবে। চিত্তের পরমাত্মার সহিত ঐক্যলাভই সমাধি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। (৭।১৬) —ঘেরণ্ডসংহিতা

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ।
ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্ব্বা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ॥ ১০।২ ॥

—যোগ যাজ্ঞবল্ক্যম্

তাৎপর্য্যানুবাদ—জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমতাবস্থা অর্থাৎ অভেদজ্ঞানই সমাধি। অথবা জীবাত্মার পরমাত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিতিই সমাধি অর্থাৎ ব্রাহ্মীস্থিতিই সমাধি। —যোগযাজ্ঞবল্ক্য (১০।২)

ধ্যেয়স্বরূপোপগতং যদা মনো বিস্মৃত্য চাত্মানমথাবতিষ্ঠতে।
সঙ্কল্পপূগাপগতং তমন্তিমংযোগস্য সন্তোঽবয়বং প্রচক্ষতে॥

—যোগকল্পদ্রুমঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ—মন যখন ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আপনার মননত্ব স্বরূপ পরিত্যাগ করে, তখন সকল প্রকার সংকল্পবিকল্প পরিত্যাগ করিয়া ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপে অবস্থান করে। যোগিগণ তাহাকেই যোগের অন্তিম অর্থাৎ শেষ অঙ্গ বা সমাধি বলিয়া থাকেন।

দ্রষ্টব্য :—আত্মা ধ্যেয় বিষয় হইলে, মন আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। সাংখ্য-যোগদর্শন ভিন্ন অন্যান্য যোগশাস্ত্রে প্রায় সর্ব্বত্রই আত্মাকে "অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তিদ্বারা ধ্যানের ফলে, জীবের আত্মসমাহিত হওয়াকে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে স্থিতি হওয়াকে সমাধি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

গীতা সাহিত্যে—

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পৃষ্ট—"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব"। (২।৫৪'১—অনুবাদ—হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি?)—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে" ॥ ২।৫৫ ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—"হে পার্থ! সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতেই আত্মারাম হইয়া যখন যোগী মনোগত সর্ব্ববিধ বিষয় বাসনা ত্যাগ করেন তখনই তিনি সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে শ্রীভগবান চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং আত্মসংস্থিতি উভয়কেই সহেতু সমাধির লক্ষণ বলিয়া বলিতেছেন। আত্মসংস্থিতিই সমাধি আর চিত্তনিরোধ (অর্থাৎ সর্ব্ববিধ বিষয় বাসনা ত্যাগ) পরম্পরাক্রমে উক্ত সমাধির হেতু। তিনি সমাধিস্থকে "যুক্ত" বলিয়া প্রায়শঃ বলিয়াছেন। চিত্তের আত্মসংস্থিতিই যোগ এবং আত্মসংস্থিতচিত্তই যুক্তচিত্ত। চিদাভাসের বা জীবের আত্মস্বরূপে স্থিতিই যোগ আর আত্মসংস্থিত চিদাভাস বা জীবই যুক্ত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৮-২৩ শ্লোকাদিতে শ্রীভগবান যোগের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে স্পষ্ট প্রতিভাত যে, চিত্তের পরাক্-প্রবণতা নষ্ট করিয়া চিত্তকে প্রত্যক্-প্রবণ করতঃ আত্মসংস্থ করাই যোগ বা সমাধি। এখানে এই সমাধি বা যোগাভ্যাসে ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক উভয় দিক্ হইতেই সাধন বর্ত্তমান। যোগের সাধন বর্ণনায় ৬।২৪-২৬ শ্লোকাদিতে এই ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক উভয় প্রকার সাধনের কথাই যুগপৎ বর্ণিত আছে। ৬।১৯ শ্লোকে আত্মসংস্থিত যোগীর নিবাতস্থ দীপশিখার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের উল্লিখিত শ্লোকাদি পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া এখানে পুনরুল্লেখ করা হইল না।

সমাধি যে আত্মসংস্থিতি তাহা গীতার সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। সমাধি শব্দের ব্যবহার বা প্রয়োগ স্বল্পতম। যোগ শব্দের ব্যবহার বা প্রয়োগ অধিকতম। যোগ=সমাধি। যুক্ত=সমাধিস্থ। বুদ্ধির আত্মসংস্থিতিই স্থিতপ্রজ্ঞতা বা ব্রাহ্মীস্থিতি। আত্মসংস্থিত চিত্ত ত্রিগুণের দ্বারা বিচলিত হয় না, তাই উহাকে গুণাতীত স্থিতিও বলা হইয়া থাকে। (গীতার ১৪।২৩-২৬ শ্লোকাদি দ্রষ্টব্য)। গীতার ২।৫৯, ৬১; ৩।১৭; ৫।১৭-২১; ৬।৮, ১৪; ৬।১৮-২৬; ৬।২৮; ৭।১৮-১৯; ৮।১৪; ১২।৮; ১৩।১২, ২৭-২৮; ১৫।১১, ১৯, ২০; ৩।৪৩; ১৮।৫৫; ৯।৩৪; ১৮।৬৬;—ইত্যাদি শ্লোকে এবং আরও বহু শ্লোকে বহির্ব্বিষয় হইতে চিত্ত নিরোধ ও আত্মসংস্থিতি অথবা চিত্তবৃত্তির আত্মব্যাপ্তি এই উভয়কেই যোগ বা সমাধি বলা হইয়াছে এবং উক্ত প্রকার যোগ-যুক্তকে সমাধিস্থ বলা হইয়াছে। চিত্তবৃত্তির আত্মব্যাপ্তিই আত্মজ্ঞান। চিত্তের আত্মসংস্থিতিই যোগ, উহাই স্বরূপস্থিতি। উহাই সমাধি।

মষ্যেকচিত্ততা যোগো বৃত্ত্যন্তরনিরোধতঃ ॥ ১১।১২ ॥

একাকারঃ সমাধিঃ স্যাদ্দেশালম্বনবর্জ্জিতঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যয়োহ্যর্থমাত্রেণ যোগশাসনমুত্তমম্ ॥ ১১।৪১ ॥
যো মামেবং বিজানাতি মহাযোগেশ্বরেশ্বরম্ ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪।৩২ ॥

—ঈশ্বরগীতা

দ্রষ্টব্য :—কূর্ম্মপুরাণের উপরিভাগের প্রথম একাদশ অধ্যায় ঈশ্বরগীতা নামে প্রসিদ্ধ। (কূর্ম্মপুরাণ ২।১১।১২ ; ২।১১।৪১ ; ২।৪।৩২)।

তাৎপর্য্যানুবাদ—চিত্তের সমস্ত বহির্বৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া কেবল আমার প্রতি একাগ্রচিত্ততাই যোগ। (১১।১২)

দ্রষ্টব্য :—"আমার" অর্থাৎ ঈশ্বর বা আত্মার প্রতি। এই ঈশ্বর গীতারই প্রথম অধ্যায়োক্ত "যং প্রপশ্যন্তি যোগস্থাঃ স্বাত্মন্যাত্মানমীশ্বরম্"। এই শ্লোকার্দ্ধে আত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে—ঈশ্বরগীতার বক্তা ঈশ্বর বলিয়া, "আমার" প্রতি অর্থাৎ "আত্মার প্রতি" এইরূপই বুঝিতে হইবে।

দেশালম্বনহীন একাকার হওয়াই সমাধি। ইহাই অর্থমাত্র দ্বারা প্রত্যয় ও উত্তমযোগশাসন ॥ ১১।৪১ ॥ মহাযোগেশ্বরেশ্বর আমাকে যে আত্মরূপে অবগত হয় সে ব্যক্তিই নির্ব্বিকল্প যোগযুক্ত অর্থাৎ সমাধিযুক্ত ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। (৪।৩২)। —ঈশ্বরগীতা

সমত্বভাবনা নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
সমাধিমাহুর্ম্মুনয়ঃ প্রোক্তমষ্টাঙ্গলক্ষণম্ ॥ ৫।২৫ ॥

—দেবীগীতা।

দ্রষ্টব্য :—এই শ্লোক দেবী ভাগবতের ৭।৩৫।২৫ শ্লোকরূপে দৃষ্ট হয়। দেবী ভাগবত পুরাণের সপ্তম স্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায় হইতে চত্বারিংশৎ অধ্যায় পর্য্যন্ত দেবীগীতা নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রণীত বৃহৎতন্ত্রসারে যোগপ্রক্রিয়াধ্যায়ে গৌতমীয়তন্ত্রবচনরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোক শারদা-তিলকতন্ত্রের ২৫।২৭ শ্লোকরূপেও দৃষ্ট হয়।

তাৎপর্য্যানুবাদ—মুনিগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমত্বভাবনা অর্থাৎ অভেদভাবনাকে সমাধি কহেন। এই পর্য্যন্ত অষ্টাঙ্গযোগ কথিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরাণ সাহিত্যে—

জলসৈন্ধবয়োঃ সাম্যং যথা ভবতি যোগতঃ।
তথাত্মমনসোরৈক্যং সমাধিরিহ ভণ্যতে॥
যদা সংক্ষীয়তে প্রাণো মানসঞ্চ প্রলীয়তে।
তদা সমরসত্বং যৎ স সমাধিরিহোচ্যতে॥
যৎ সমত্বং দ্বয়োরত্র জীবাত্মাপরমাত্মনোঃ।
স নষ্ট-সর্ব্বসংকল্পঃ সমাধিরভিধীয়তে॥

—স্কন্দপুরাণম্ কাশীখণ্ডম্ পূর্ব্বার্দ্ধম্ (৪১।১২৫-১২৭)

এই শ্লোকগুলি শব্দশঃ প্রায় একই রকম এবং অর্থশঃ সম্যক্ রূপে একার্থ-বোধকরূপে হঠযোগ-প্রদীপিকায় আছে। ইতিপূর্ব্বে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

সমাধির্নাম যোগাঙ্গমন্তিমং পরিকীর্ত্তিতম্।
সমাধিনা চ সর্ব্বত্র প্রজ্ঞালোকঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৬১॥
যদর্থমাত্রনির্ভাসং স্তিমিতোদধিবৎ স্থিতম্।
স্বরূপ-শূন্যবদ্ভাবং সমাধিরভিধীয়তে॥ ৬২॥
ধ্যেয়েমনঃ সমাবেশ্য তিষ্ঠেদপি চ সুস্থিরম্।
নির্ব্বাণানলবদ্ যোগী সমাধিস্থঃ প্রগীয়তে॥ ৬৩॥ ২৯ অধ্যায়ঃ
এবং শিবে বিলীনাত্মা সমাধিস্থ ইহোচ্যতে॥ (৬৫.২)২৯ অধ্যায়ঃ

—শিবপুরাণম্ বায়বীয় সংহিতা উত্তরভাগঃ (২৯।৬১-৬৩, ৬৫.২)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—সমাধি যোগের শেষ অঙ্গ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। সমাধি প্রভাবে প্রজ্ঞালোক স্ফূর্ত্ত হয়। যখন চিত্ত প্রশান্ত সমুদ্রবৎ স্থিত হয় এবং ধ্যেয়বিষয়াকারাকারিত হয় এবং ধ্যাতৃত্ব ও ধ্যানের বোধ রহিতের মত হয় তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলা হইয়া থাকে। ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট চিত্ত সুস্থিরতা প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বাপিত অনলের সহিত সমাধিস্থ যোগীর তুলনা করা হইয়া থাকে। প্রজ্জ্বলিত অনলের দাহিকা শক্তি বৃত্তিমান্ থাকে, কিন্তু নির্ব্বাপিত অনলের দাহিকা শক্তি নির্ব্বৃত্তিক হয়, ঠিক তেমনই সমাধিস্থ যোগীর চিত্তনির্ব্বৃত্তিক হয়। অন্তঃকরণবৃত্তি বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া প্রত্যঙ্‌মুখ হওতঃ প্রত্যগাত্মাকে ব্যাপ্ত করিতে গিয়া প্রত্যগাত্মাতে বিলীন হইয়া শান্ত হইয়া যায়। বৃত্তিমান চিত্তই চিত্ত। নির্ব্বৃত্তিক চিত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বসত্তা হারাইয়া অচিত্ত হয়। (২৯।৬১-৬৩)। এইরূপে আত্মা শিবে অর্থাৎ চিত্তসহ জীবাত্মা (চিৎপ্রতিবিম্ব) পরমাত্মায় (চিদ্বিম্বে) বিলীন হইলে তখন সেই জীবাত্মাকে সমাধিস্থ বলা হইয়া থাকে। (২০।৬৫.২)॥

দ্রষ্টব্য :—এখানেও জীবাত্মার পরমাত্মাতে সমাহিত হওয়াকেই সমাধি বলা হইতেছে। ইহা লক্ষ্যার্হ যে ৬২ শ্লোকে গ্রন্থকার যোগ দর্শনের সমাধি সংজ্ঞার অনুকরণ করিয়াছেন প্রতিভাত হয়। ফলতঃ গ্রন্থকারের সমাধির বিবরণ প্রদানে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

আত্মপ্রযত্ন-সাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে॥

—বিষ্ণুপুরাণম্ ৬।৭।৩১

তস্যৈবকল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে॥ ৯০॥
বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব।
প্রাপণীয়স্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণশেষভাবনঃ॥ ৯১॥
ক্ষেত্রজ্ঞঃ কারণং জ্ঞানং করণং তেন তস্য তৎ।
নিষ্পাদ্যং মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যো নিবর্ত্ততে॥ ৯২॥
তদ্ভাবভাবনাপন্নস্ততোঽসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদী ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতোভবেৎ॥ ৯৩॥
বিভেদ জনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥ ৯৪॥

—বিষ্ণুপুরাণম্ (৬।৭।৯০-৯৪)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষ বিশিষ্ট মনোগতির যে ব্রহ্মের সহিত সংযোগ তাহার নামই যোগ। (৬।৭।৩১) ["অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বিশিষ্টা মনোগতিঃ" শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে—বুঝিতে হইবে।]

দ্রষ্টব্য :—সাংখ্যযোগদর্শনের মতে চিত্তের বিষয়বিরতিই (চিত্তবৃত্তি নিরোধ) যোগ। এখানে কিন্তু চিত্তবৃত্তি দ্বারা আত্মাকে বিষয়ীভূত বা ব্যাপ্ত করাকেই যোগ বলা হইতেছে।

ধ্যেয় পদার্থের সমস্ত কাল্পনিক অংশ (অবাস্তব অংশ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন বা অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা স্বরূপ মাত্রের যে গ্রহণ (অর্থাৎ জ্ঞান) তাহার নামই সমাধি ; এই সমাধি ধ্যান দ্বারা নিষ্পাদ্য। হে রাজন্ পরব্রহ্ম প্রাপ্য, বিজ্ঞান (বুদ্ধি) প্রাপক। সমস্ত ভাবনা-বিরহিত আত্মাই প্রাপণীয়। মুক্তির কারণ ক্ষেত্রজ্ঞ, করণ জ্ঞান। "কারণ" শব্দ 'সাধক' অর্থে প্রযুক্ত। জ্ঞান দ্বারাই ক্ষেত্রজ্ঞের সাধকের মুক্তিকার্য্য নিষ্পন্ন হয় বা সাধিত হয়। মুক্ত হইলে (অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব পরমাত্মাকে স্বস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারিলে) ক্ষেত্রজ্ঞ জীব কৃতকৃত্য হয় ও ফলে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ হইতে বিনিবৃত্ত হয়। পরমাত্মস্বরূপের ভাবনা-পরায়ণ জীব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হয় (অর্থাৎ জীব "অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তি দ্বারা পরমাত্মার সহিত অভেদ ভাব প্রাপ্ত হয়)। স্বরূপের অজ্ঞান নিমিত্তই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। ভেদবুদ্ধি আত্যন্তিকরূপে নাশপ্রাপ্ত হইলে তত্ত্বতঃ অসৎ যে আত্মাও ব্রহ্মের ভেদ, সেই ভেদের বিষয় আর কে ভাবনা করে ? অর্থাৎ সেই অসত্য ভেদ-বুদ্ধি আর মুক্ত পুরুষের চিত্তে জাগ্রত হইতে পারে না।

—বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৯০।৯৪)

"যদা নির্ব্বিষয়ং চিত্তং পরে ব্রহ্মণিলীয়তে।
সমাধৌ যোগযুক্তস্য তদাপ্নোতি পরং পদম্॥"

—ব্রহ্মপুরাণম্ (২৩৫।২৩)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—যখন চিত্ত বিষয়বিরত হইয়া, পরব্রহ্মে লীন হয়, তখন সেই সমাধিস্থ যোগযুক্ত জীব পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যখন বহির্ব্বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হইয়া প্রত্যঙ্‌মুখ হওতঃ প্রত্যগাত্মাকে বিষয়ীভূত করিয়া (অর্থাৎ ব্যাপ্ত করিয়া) প্রত্যগাত্মাতে লীন হয়, তখন জীব সমাধিস্থ হয় বা যোগযুক্ত হয় এবং সেই সমাধিস্থ বা যোগযুক্ত পুরুষই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। —ব্রহ্মপুরাণ (২৩৫।২৩)

যথা হি কনকং খণ্ডমপদ্রব্যবদগ্নিনা।
দগ্ধদোষং দ্বিতীয়েন খণ্ডেনৈক্যং ব্রজেন্নৃপ ॥ ৩৭ ॥
ন বিশেষমবাপ্নোতি তদ্বদ্ যোগাগ্নিনা যতিঃ।
নির্দ্দগ্ধদোষস্তেনৈক্যং প্রযাতি ব্রহ্মণা সহ ॥ ৩৮ ॥
যথাগ্নিরগ্নৌ সংক্ষিপ্তঃ সমানত্বমনুব্রজেৎ।
তদাখ্যস্তন্ময়োভূত্বা ন গৃহ্যেত বিশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরেণ ব্রহ্মণা তদ্বৎ প্রাপ্যৈক্যং দগ্ধকিল্বিষঃ।
যোগী যাতি পৃথগ্‌ভাবং ন কদাচিন্মহীপতে ॥ ৪০ ॥
যদা জলং জলেনৈক্যং নিক্ষিপ্তমুপগচ্ছতি।
তথাত্মা সাম্যমভ্যেতি যোগিনঃ পরমাত্মনি ॥ ৪১ ॥
—মার্কণ্ডেয়পুরাণম্—(৪০।৩৭-৪১)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—হে রাজন্! যেরূপ অপদ্রব্যমিশ্রিত স্বর্ণখণ্ডকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া নির্দ্দোষ করিলে অপর শুদ্ধ স্বর্ণখণ্ডের সহিত তাহার আর কোন পার্থক্য থাকে না তদ্রূপ যোগবহ্নি দ্বারা রাগদ্বেষাদি রূপ দোষরাশি দগ্ধীভূত হইলে যোগীও ব্রহ্মের সহিত ঐক্যলাভ করেন। অগ্নি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ অগ্নিত্বকে প্রাপ্ত হইয়া ঐক্য প্রাপ্ত হয় এবং উভয়কে আর পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না, তদ্রূপ দগ্ধরাগাদিদোষ যোগীও ব্রহ্মের সহিত ঐক্যলাভ করিলে আর পৃথগ্‌ভাব প্রাপ্ত হন না। শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন ঐক্যপ্রাপ্ত হয় যোগীও সেরূপ পরমাত্মায় লীন হইয়া সাম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। —মার্কণ্ডেয়পুরাণ (৪০।৩৭-৪১)

দ্রষ্টব্য :—উপর্য্যুক্ত ৪০।৪১ শ্লোকোক্ত দৃষ্টান্ত কঠোপনিষদের ২।৪।১৫ শ্লোকেও দৃষ্ট হয়। শ্লোক যথা :—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥

এখানেও দেখা যাইতেছে জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত পূর্ণতয়া সম্মিলন বা সাম্যভাব প্রাপ্তিকেই যোগ বলা হইতেছে। রাগাদিদোষ নাশের কথা উল্লেখ দ্বারা ইহাও প্রতিপাদিত হইতেছে যে, চিত্তবৃত্তিকে বহির্বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিয়াই চিত্তবৃত্তি দ্বারা আত্মাকে বিষয়ীভূত বা ব্যাপ্ত করিলে তবে চিত্তবৃত্তি সহিত চিত্ত এবং চিৎপ্রতিবিম্বও চিদ্‌বিম্বে লীন হইয়া সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়। বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব যায়, চিৎ-মাত্র থাকে।

ধ্যেয়মেব হি সর্ব্বত্র ধ্যাতা তন্ময়তাং গতঃ।
পশ্যতি দ্বৈতরহিতং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥
মনঃ সঙ্কল্পরহিতমিন্দ্রিয়ার্থান্ ন চিন্তয়েৎ।
যস্য ব্রহ্মণি, সংলীনং সমাধিস্থঃ স উচ্যতে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যায়তঃ পরমাত্মানমাত্মস্থং যস্য যোগিনঃ।
মনস্তন্ময়তাং যাতি সমাধিস্থঃ স কীর্ত্তিতঃ।

—গরুড়পুরাণম্ পূর্ব্বখণ্ডম্ (২৪০।৩২-৩৪)

তাৎপর্য্যানুবাদ—ধ্যান করিতে করিতে যখন ধ্যাতা তন্ময় হইয়া সর্ব্বত্র দ্বৈতরহিত রূপে ধ্যেয়কে মাত্র দর্শন করিতে থাকে অর্থাৎ যখন ধ্যাতা "আমি ধ্যান করিতেছি ইহাও বিস্মৃত হয় এবং চিত্তবৃত্তিতে দ্বৈতরহিত রূপে কেবল ধ্যেয়মাত্র ভাসমান হইতে থাকে (অর্থাৎ চিত্তধ্যেয়াকারাকারিত হইয়া যায়), তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। যোগীর মন বা চিত্ত যখন সর্ব্বপ্রকার সংকল্প বিকল্প রহিত হয় ও বিষয়বিরত হয় এবং ব্রহ্মে লীন হয় তখন যোগী সমাধিস্থ বলিয়া কথিত হন। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যখন বহির্বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হইয়া (নামরূপ হইতে নিরুদ্ধ হইয়া), বহির্বিষয়ের (নামরূপের) রসবোধ হইতেও নিবৃত্ত হয় এবং ব্রহ্ম বা আত্মাকে বিষয়ীভূত (ব্যাপ্ত) করিয়া আত্মাতে লীন হয় তখন সেই যোগিচিত্ত বা যোগী সমাধিস্থবলিয়া কথিত হন। যে যোগীর চিত্ত স্বাত্মস্থ পরমাত্মার ধ্যান করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে যোগী (চিত্ত—প্রতিবিম্বিত) স্বাত্মস্বরূপের (চিদ্‌বিম্বের—চিতের) ধ্যান করিতে করিতে স্বাত্ম-স্বরূপতাই (চিৎ-স্বরূপতাই) লাভ করে তাহাকে সমাধিস্থ বলা হইয়া থাকে। (গরুড় পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড (২৪০।৩২-৩৪)

স্বপ্রকাশং নিরাকারং সদানন্দমনাদিযৎ।
নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমূদ্ধং সত্যমানন্দমব্যয়ম্॥
তুরীয়মক্ষরং ব্রহ্ম অহমস্মি পরং পদম্।
অহং ব্রহ্মত্যবস্থানং সমাধিরপি গীয়তে॥

—গরুড়পুরাণম্ পূর্ব্বখণ্ডম্ (৪৪।৪-৫)

তাৎপর্য্যানুবাদ—আমিই সেই স্বপ্রকাশ, নিরাকার, সদানন্দ, অনাদি, শাশ্বত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত, সত্য, আনন্দ, অব্যয়, অক্ষয়, তুরীয়, পরমপদ ব্রহ্ম, এইরূপ নিদিধ্যাসন ফলে যে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয় তাহাকে সমাধি বলা হইয়া থাকে। —গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড (৪৪।৪-৫)

"সমাধির্ব্রহ্মণি-স্থিতিঃ" ঐ (৪৪।১১'৪)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—জীবের ব্রাহ্মীস্থিতিই সমাধি। ঐ (৪৪।১১'৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি সমাধিং ভবনাশনম্।
সমাধিঃ সম্বিদুৎপত্তিঃ পরজীবৈকতামতিঃ ॥ ১ ॥
সদা সাক্ষিস্বরূপত্বাচ্ছিব এবাস্মি কেবলঃ ॥ ৮,২ ॥
ইতিধীর্যা মুনিশ্রেষ্ঠ সা সমাধিরিহোচ্যতে ॥ ৯.১ ॥
সোঽহং ব্রহ্ম ন সংসারী ন মত্তোঽন্যৎ কদাচন।
ইতি বিদ্যাৎ স্বামাত্মানং স সমাধিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২ ॥
জীবেশ্বরভাবেন বিদ্যাৎ সোঽহমিতি ধ্রুবম্।
এষা বুদ্ধিশ্চ বিদ্বদ্ভিঃ সমাধিরিতি কীর্ত্তিতা ॥ ১৯ ॥
যথা ফেনতরঙ্গাদি সমুদ্রাদুত্থিতং পুনঃ।
সমুদ্রে লীয়তে তদ্বজ্জগন্ময্যেব লীয়তে ॥ ২০ ॥
তস্মান্মত্তঃ পৃথঙ্ নাস্তি জগন্মায়া চ সর্ব্বদা।
ইতিবুদ্ধিঃ সমাধিঃ স্যাৎ সমাধিরিতি হি শ্রুতিঃ ॥ ২১ ॥

—স্কন্দোপপুরাণান্তর্গতা সূতসংহিতা জ্ঞানযোগখণ্ডম্ ২০ অঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ :—অনন্তর ভব-নাশন সমাধির কথা বলিতেছি। পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যবুদ্ধিরূপিণী সম্বিদুৎপত্তিই সমাধি। (১) (শব্দশঃ সামান্য পার্থক্য সহ এই শ্লোকটী জাবালদর্শনোপনিষদের ১০।১ শ্লোক রূপেও দৃষ্ট হয়)। আমি সর্ব্বদা সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া কেবল শিবস্বরূপ। নিদিধ্যাসন ফলে যাঁহার উক্তানুরূপ সম্বিৎ উৎপন্ন হইয়াছে তিনিই সমাধিস্থ এবং সেই অবস্থাই সমাধি নামে অভিহিত। (৮'২-৯'১) (এই শ্লোকটী জাবালদর্শনোপনিষদের ১০।৫ শ্লোকরূপেও দৃষ্ট হয়)। যে অবস্থায় জীব নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অবগত হয় এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ জীব বা সংসারী বলিয়া কেহ নাই এই জ্ঞান দৃঢ় হয়, সে অবস্থা সমাধি বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ১২ ॥ সেই পরব্রহ্মস্বরূপ আমিই জীবেশ্বরভাবে কল্পিত মাত্র, এই নিশ্চিত বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে তাহাকেই অর্থাৎ সেই সম্বিদুৎপত্তিকেই সমাধি বলা হইয়া থাকে। ॥ ১৯ ॥ ফেন ও তরঙ্গাদি যেরূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া আবার সমুদ্রেই লীন হয় সেইরূপ এই জীব জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ আমা হইতে উদ্ভূত হইয়া আমাতেই বিলীন হয় ॥ ২০ ॥ জীবজগৎ বলিয়া আমা হইতে পৃথক্ বা জীবজগতের কারণ মায়া বলিয়া আমা হইতে পৃথক্ কিছুই নাই—এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধিই সমাধি বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ২১ ॥

—সূতসংহিতা জ্ঞানযোগখণ্ড (২০।১, ৮.২, ৯.১, ১২, ১৯, ২০, ২১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততোম্মনস্ত্বং ভবতি ন শৃণোতি ন পশ্যতি।
ন জিঘ্রতি ন স্পৃশতি ন কিঞ্চিদ্বা সমীক্ষতে ॥ ৫২ ॥
গুহ্যোদরাদি স্থানেষু বায়ুং নাসৌ বিচিন্তয়েৎ।
ঈশোঽহমিতি যোগীন্দ্রঃ পরানন্দৈকবিগ্রহঃ ॥ ৫৩ ॥
জরামরণনির্ম্মুক্তঃ শিব এব ভবেন্মুনিঃ ॥ ৫৪ ॥
গমনাগমনাভ্যাং যো হীনো বৈ বিষয়োজ্ঝিতঃ।
একান্তয়োন্মনীভাবঃ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৫৫ ॥
নৈকলক্ষ্যং দ্বিলক্ষ্যং বা ত্রিলক্ষ্যং ন নবাত্মকম্।
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৬৮ ॥
বাহ্যে চাভ্যন্তরে পুত্র যত্র যত্র মনঃ ক্ষিপেৎ।
তত্র তত্রাত্মনোরূপমানন্দমনুভূয়তে ॥ ৬৯ ॥

—সৌরপুরাণম্ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

তৎপর্য্যানুবাদ—তদনন্তর (অর্থাৎ সেই ধ্যান প্রভাবে) উন্মনস্ত্ব হয় অর্থাৎ মনোলয় হয়। তৎফলে শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ব্যাপার থাকে না এবং গুহ্যোদরাদি স্থানে বায়ু ধারণের ভাবনাও থাকে না। সেই যোগিশ্রেষ্ঠ তখন আমিই ঈশ্বর অর্থাৎ আমিই সেই পরব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মা এই বৃত্তি পরায়ণ হইয়া, পরমানন্দবিগ্রহ জরামরণবর্জ্জিত শিবস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। বিষয়সম্বন্ধহীন গমনাগমনবর্জ্জিত আত্মৈকাগ্রচিত্ততাবশতঃ যে উন্মনীভাব (অর্থাৎ আত্মাতে মনোলয়) তাহাই সমাধি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এক বা দুই বা ততোধিক বস্তু লক্ষ্যশূন্য, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার) এই নয়টীতে আত্মবুদ্ধিহীন সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত যে জ্ঞানাবস্থা তাহাই সমাধি বলিয়া কথিত হইরা থাকে। হে পুত্র! সমাধি সিদ্ধ যোগী বাহিরে বা অভ্যন্তরে যেখানেই মনঃক্ষেপ করে সেখানেই পরমানন্দস্বরূপ আত্মানুভূতি হইতে থাকে।

—সৌরপুরাণ (১২।৫২-৫৫, ৬৮, ৬৯)

যদাত্মমাত্রনির্ভাসং স্তিমিতোদধিবৎ স্থিতম্।
চৈতন্যরূপবদ্ ধ্যানং তৎ সমাধিরিহোচ্যতে ॥
ধ্যায়ন্ মনঃ সন্নিবেশ্য যস্তিষ্ঠেদচলস্থিরঃ।
নির্ব্বাণানলবদ্ যোগী সমাধিস্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন শৃণোতি ন চাঘ্রাতি ন পশ্যতি ন খাদতি।
ন চ স্পর্শং বিজানাতি ন সঙ্কল্পয়তে মনঃ॥
ন চাভিমন্যতে কিঞ্চিন্ন চ বুধ্যতি কাষ্ঠবৎ।
এবমীশ্বর সংলীনঃ সমাধিস্থঃ স গীয়তে॥
যথাদীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
ধ্যায়তো বিষ্ণুমাত্মানং সমাধিস্থস্য যোগিনঃ॥

—অগ্নিপুরাণম্—৩৭৬ (১-৫)

তাৎপর্য্যানুবাদ—যখন চিত্তবৃত্তি "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বৃত্তিপরায়ণতারূপ নিদিধ্যাসন ফলে ধ্যাতৃত্ব ও ধ্যানবোধ রহিত হইয়া ধ্যেয় বিষয়রূপ আত্ম-চৈতন্যকারা হইয়া প্রশান্ত সমুদ্রবৎ আত্মচৈতন্যস্বরূপে স্থিত হয় তখন তাহাকে সমাধি বলা হইয়া থাকে। ধ্যেয় আত্মাতে মনঃ-সন্নিবেশ করিয়া ধ্যান করিতে করিতে যখন চিত্ত সুস্থির হইয়া অচল হয়, তখন দাহিকা বৃত্তি রহিত অনলের মত সেই সর্ব্ববৃত্তিবিবর্জ্জিতচিত্ত যোগী সমাধিস্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যে যোগী পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয় দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পাদন না করিয়া ও কিছুই ভোগ না করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব বুদ্ধি বিরহিত হইয়া নির্ব্বিকার কাষ্ঠবৎ অবস্থিত থাকিয়া ঈশ্বরে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে সংলীন হন তিনিই সমাধিস্থ বলিয়া অভিগীত হইয়া থাকেন। সর্ব্বব্যাপী বা সর্ব্বাধিষ্ঠান বিষ্ণুর ধ্যান ফলে সমাধিস্থ যোগীর চিত্ত বায়ুহীন দেশস্থিত নিশ্চল দীপশিখার সহিত উপমিত হইতে পারে।

—অগ্নিপুরাণ—(৩৭৬।১-৫)

দ্রষ্টব্য :—এখানে, পুরাণসাহিত্য হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে কোন কোন স্থানে ইহা লক্ষ্যাই যে, যোগদর্শনের সমাধির সহিত বৈদান্তিক সমাধির একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের সুপ্ত বা গুপ্ত প্রয়াস যেন বর্ত্তমান।

তন্ত্রসাহিত্যে :—

সমাধির্বৈ স্বরূপস্য বিমর্শো নান্য উচ্যতে।
নির্ব্বিকল্পস্বরূপস্তু সর্ব্বাশ্রয়তয়া সদা॥
স্ফুরত্যেব হি সর্ব্বেষাং তদস্ফূর্ত্তৌ ন কিঞ্চন।
তথা বিকল্পবিকলং স্ফুরেৎ প্রোক্তদশাসু চ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাবতা ন হি সর্ব্বেষাং সমাধিঃ স্যাদ্ধি ভার্গব।
যে তদ্বিমর্শসংযুক্তাঃ স তেষামেব সংস্মৃতঃ॥

—ত্রিপুরারহস্যম্ জ্ঞানখণ্ডম্ (১৯।১১৩-১১৫)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—আত্মস্বরূপের অবিচ্ছেদে অনুসন্ধানের নাম সমাধি। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি দ্বারা ("অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তি দ্বারা) আত্মস্বরূপকে গ্রহণ করিয়া আত্মস্বরূপে স্থিত হওয়ার নামই সমাধি। সর্ব্বপদার্থের অধিষ্ঠানরূপে নির্ব্বিকল্প স্বরূপ আত্মা বর্ত্তমান বলিয়া সকল অবস্থাতেই আত্মা স্ফূর্ত আছেন ও থাকেন। আত্মস্ফূর্ত্তি ভিন্ন কোন পদার্থ বা অবস্থা স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। এক চিত্তবৃত্তির বিলয় ও অপর চিত্তবৃত্তির উদ্ভবের মধ্যক্ষণে অর্থাৎ অন্তরালদশায় প্রতি জীবেরই নির্ব্বিকল্প দশা হয় অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পস্বরূপ আত্ম-স্ফূর্ত্তি মাত্র থাকে ; কিন্তু তাহা সমাধি নহে। যদি তাহা সমাধি হইত তবেত সর্ব্বজীবই নিত্য-মুক্ত থাকিত। উহাকে নির্ব্বিকল্প দশা বলা যাইতে পারে। পরেই আবার জীব নূতন বৃত্তি উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সংসার জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকে। যাঁহারা বৃত্তির উদ্ভব ও বিলয় এবং তদন্তর্ব্বর্ত্তী বা অন্তরাল দশা এই তিন সময়েই অর্থাৎ সর্ব্বসময়েই নির্ব্বিকল্প আত্মস্বরূপের অবিচ্ছেদে অনুসন্ধান ফলে আত্মস্বরূপে স্থিত থাকেন, তাঁহারাই কেবল নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। (নির্ব্বিকল্পদশা—আত্ম-বিমর্শহীন। নির্ব্বিকল্প সমাধি—আত্মবিমর্শ যুক্ত।)

—ত্রিপুরা রহস্য জ্ঞানখণ্ড (১৯।১১৩-১১১৫)

দ্রষ্টব্য :—এখানে ইহা স্পষ্টই প্রতিভাত যে কেবল চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যে আত্মস্ফূর্ত্তি হয় সে আত্মস্ফূর্ত্তি সর্ব্বজীবেরই বৃত্ত্যুদ্ভববিলয়ান্তরালে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু জীব সে আত্মস্ফূর্ত্তি সম্বন্ধে কিছুই বিদিত নহে বলিয়া উহাতে জীবের দুঃখনিবৃত্তি বা স্বরূপস্থিতি লাভ হয় না। বৃত্তির উদ্ভব ও বিলয় এবং অন্তরাল দশা এই তিন সময়েই অর্থাৎ সর্ব্বসময়েই যে জীব বাহ্য বা আন্তর সর্ব্বপ্রকার অনিত্য চিত্তবৃত্তির উদ্ভব বিলয় ও উভয়ের অন্তরালদশার অধিষ্ঠান ও সাক্ষিস্বরূপে নিত্য স্থিত নির্ব্বিকল্পাদ্বৈত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বৃত্তির দ্বারা গ্রহণ করিয়া তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হন সে জীবই তত্ত্বতঃ সমাধিস্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপশূন্যং যদ্ ধ্যানং তৎ সমাধির্নসংশয়ঃ।
অদ্বৈতং পরমং ব্রহ্ম কেবলোঽহং নিরঞ্জনঃ॥

—সর্ব্বোল্লাসতন্ত্রম্ (৬৩।২৩)

তাৎপর্য্যানুবাদ—ধ্যানের পরিপক্কাবস্থায় "আমিই কেবল নিরঞ্জন অদ্বৈত পরম ব্রহ্মস্বরূপ" এইরূপ নিদিধ্যাসন ফলে চিত্তবৃত্তি যখন ধ্যাতৃধ্যান বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল ধ্যেয় পরমাত্মাকারাকারিত হয় এবং অন্তে জীব ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় এই ত্রিপুটীবিরহিত হইয়া পরমাত্মস্বরূপে স্থিত হয় তখন ঐ স্থিতিকে নিঃসংশয় রূপে সমাধিস্থিতি বলা হইয়া থাকে।

সমত্বভাবনানিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
সমাধিমাহুর্ম্মুনয়ঃ প্রোক্তমষ্টাঙ্গ লক্ষণম্॥

—শারদাতিলক তন্ত্রম্ ২৫।২৭

অনুবাদ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া পুনরুল্লেখ করা হইল না। এই শ্লোক গৌতমীয় তন্ত্রেও আছে বলিয়া বৃহত্তন্ত্রসারকার বলিয়াছেন।

অথ সমাধিমাহাত্ম্যং বদামি তত্ত্বতঃ শৃণু।
যস্যৈব কারণাদেব পূর্ণযোগী ভবেন্নরঃ॥
সমত্বভাবনা নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
সমাধিনা [জয়ী ভূয়াদানন্দ ভৈরবেশ্বর]

—রুদ্রযামলতন্ত্রম্—(২৭ পটল)

তাৎপর্য্যানুবাদ—অনন্তর সমাধি মাহাত্ম্যতত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর। সমাধি ফলেই নর (সাধক) পূর্ণ যোগী হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমত্ব ভাবনা অর্থাৎ অভেদ ভাবনাই সমাধি।

—(রুদ্রযামলতন্ত্র—২৭ পটল)

পরবর্ত্তী বেদান্ত সাহিত্যে—

নিত্য প্রবুদ্ধচিত্তাস্ত কুর্ব্বন্তোঽপি জগৎক্রিয়াঃ।
আত্মৈকতত্ত্বসংনিষ্ঠাঃ সদৈব সুসমাধয়ঃ॥ ৬॥
বদ্ধপদ্মাসনস্যাপি কৃতব্রহ্মাঞ্জলেরপি।
অবিশ্রান্ত স্বভাবস্য কঃ সমাধিঃ কথং চ বা॥ ৭॥
তত্ত্বাববোধো ভগবন্ সর্ব্বাশাতৃণ-পাবকঃ।
প্রোক্তা সমাধিশব্দেন ন তু তুষ্ণীমবস্থিতিঃ॥ ৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাহিতা নিত্যতৃপ্তা যথাভূতার্থদর্শিনী।
সাধো সমাধি শব্দেন পরা প্রজ্ঞোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৯ ॥
অক্ষুব্ধা নিরহঙ্কারা দ্বন্দ্বেষ্বননুপাতিনী।
প্রোক্তা সমাধি শব্দেন মেরোঃ স্থিরতরাকৃতিঃ ॥ ১০ ॥
নিশ্চিন্তাধিগতাভীষ্টা হেয়োপাদেয়বর্জ্জিতা।
প্রোক্তা সমাধিশব্দেন পরিপূর্ণা মনোগতিঃ ॥ ১১ ॥
যতঃপ্রভৃতি বোধেন যুক্তমাত্যন্তিকং মনঃ।
তদারভ্য সমাধানমব্যুচ্ছিন্নং মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
নহি প্রবুদ্ধমনসো ভূত্বা বিচ্ছিদ্যতে পুনঃ।
সমাধির্দুরমাকৃষ্টো বিসতন্তুঃ শিশোরিব ॥ ১৩ ॥
সমগ্রং দিনমালোকাদ্ বিরমত্যক্ষয়ো যথা।
আজীবিতান্তং নো প্রজ্ঞা তথা তত্ত্বাবলোকনাৎ ॥ ১৪ ॥
অজস্রমম্বুবহনাদ্ যথা নদ্যা ন রুদ্ধ্যতে।
তথা বিজ্ঞানদৃগ্‌ বোধাৎ ক্ষণমাত্রং ন রুদ্ধ্যতে ॥ ১৫ ॥
ন বিস্মরত্যবিরতং যথা কালঃ কলাগতিম্।
ন বিস্মরত্যবিরতং স্বাত্মানং প্রাজ্ঞধীস্তথা ॥ ১৬ ॥
ন বিস্মরতি সর্ব্বত্র যথা সততগো গতিম্।
ন বিস্মরতি নিশ্চেয়ং চিন্মাত্রং প্রাজ্ঞধীস্তথা ॥ ১৭ ॥
গতিং কালকলা যদ্বচ্চিন্বানা সমবস্থিতা।
চিচ্চিতিশ্চেত্যরহিতা চিন্বানা গতয়স্তথা ॥ ১৮ ॥
যথা সত্তাবিহীনাত্মা পদার্থো নোপলভ্যতে।
তথাত্মজ্ঞানহীনাত্মা কালোজ্ঞস্য ন লভ্যতে ॥ ১৯ ॥
ন সম্ভবতি সংসারে গুণহীনো গুণীযথা।
ন সম্ভবত্যাত্মসম্বিদ্‌বর্জ্জিতো হ্যাত্মবাংস্তথা ॥ ২০ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণম্ উপশম-প্রকরণম্ (৬২।৬-২০)

তাৎপর্য্যানুবাদ—নিত্যপ্রবুদ্ধ ও একমাত্র আত্মতত্ত্বনিষ্ঠ সিদ্ধসাধকগণ জগতের কার্য্য করিয়াও সর্ব্বদা সুসমাহিত থাকেন। যিনি অবিশ্রান্ত স্বভাব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববোধফলে আত্মতত্ত্বে বিশ্রান্ত হন নাই তিনি বদ্ধ-পদ্মাসনে অবস্থিত থাকিয়া পরব্রহ্মের উদ্দেশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থিত থাকিলেও সমাধিস্থ বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না ; সেরূপ অবস্থাকে সমাধি বলা যাইতে পারে না। হে ভগবন্ সমস্ত আশারূপ তৃণের দাহকারী পাবকসদৃশ আত্মতত্ত্বজ্ঞানই সমাধি শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য ; কেবল ইন্দ্রিয়কে বিষয়স্পর্শ হইতে বিরত রাখিয়া তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত থাকার নাম সমাধি নহে। হে সাধো ! সত্যস্বরূপ পরমাত্মার দর্শনকারিণী নিত্যতৃপ্তা ও সমাহিতা (অর্থাৎ পরমাত্মায় সমাহিতা) পরমা প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) কেই পণ্ডিতগণ সমাধি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অহঙ্কারশূন্যা সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবের অননুপাতিনী (অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্বা) সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় অচলা (আত্মস্থিতি অর্থাৎ আত্মাতে বিশ্রান্তি ফলে অচলা) বুদ্ধিই সমাধি শব্দে গীত হইয়া থাকে। যখন চিত্ত অভীষ্ট পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, জগৎপ্রপঞ্চে হেয়োপাদেয় বুদ্ধি বর্জ্জন করিয়া, তীর লগ্ন নৌকার ন্যায় গতিবেগ রহিত ও নিশ্চিন্ত হওতঃ, আত্মাতে স্থিত ও বিশ্রান্ত হইয়া, পরিপূর্ণ স্বভাব প্রাপ্ত হয় ; তখনই উহা সমাধি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যখন হইতে চিত্ত বোধস্বরূপ আত্মাতে আত্যন্তিকরূপে যুক্ত অর্থাৎ স্থিত হয়, তখন হইতে সেই মহাত্মার আত্মসমাধি অবিচ্ছিন্নরূপেই বিদ্যমান থাকে। ক্রীড়াপরায়ণ বালকের হস্ত হইতে দূর সমাকৃষ্ট মৃণাল-সূত্র যেমন বিচ্ছিন্ন হয়, লব্ধ তত্ত্ববোধ চিত্ত হইতে কদাচ সমাধি সেরূপ বিচ্ছিন্ন হয় না, (অর্থাৎ কেবল নিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি যোগীর সমাধি হইতে যেমন ব্যুত্থান হয় তত্ত্বজ্ঞানীর সমাধি হইতে তেমন ব্যুত্থান কদাচ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানী নিত্য সমাধিস্থ)। সূর্য্য যেমন কখনও আলোক প্রদান হইতে বিরত থাকে না সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীও জীবনান্ত পর্য্যন্ত তত্ত্বদর্শন হইতে বিরত থাকেন না। নদী-জলপ্রবাহ যেমন জলবহন হইতে বিরত হয় না, তত্ত্বজ্ঞানীও সেইরূপ কদাচ ক্ষণমাত্রের জন্যও তত্ত্ববোধরহিত হন না। কাল যেমন ক্ষণমাত্রও আপনার ক্রিয়াগতি বিস্মৃত হয় না, সেরূপ প্রাজ্ঞের (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর) বুদ্ধিও কদাচ আত্মবিস্মৃত হয় না অর্থাৎ সদা আত্মরত থাকে। সদাগতি বায়ু যেমন কদাচ স্বীয় গতি বিস্মৃত হন না অর্থাৎ সতত প্রবহমান থাকেন, স্থিতপ্রজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও সেরূপ কখনও নিশ্চেয় চিৎস্বরূপকে বিস্মৃত হন না। কালমূর্ত্তি সূর্য্যাদি যেমন সতত স্বীয় গতি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে থাকেন (অর্থাৎ প্রাকৃতিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়মানুবর্ত্তিতায় স্ব স্ব কক্ষায় ভ্রমণ করিতে থাকেন) বেদ্যবর্জ্জিত বিত্তিও (অর্থাৎ চেত্যবর্জ্জিত চিৎও) সেরূপ সতত স্বাকার বৃত্তিতে নিরত থাকেন। সত্তাবিহীন পদার্থ যেমন উপলব্ধি হয় না সেরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর ক্ষণকালের জন্যও কদাচ তত্ত্বজ্ঞানহীন স্থিতি দৃষ্ট হয় না। তিনি সততই আত্মবিৎ। ইহজগতে গুণহীন গুণী যেমন অসম্ভব সেরূপ আত্মজ্ঞানহীন আত্মবান্ (অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববিৎ) ও অসম্ভব।

—যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ উপশম প্রকরণ (৬২।৬-২০)।

অতীবসূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তুমর্হতি।
সমাধিনাত্যন্তসূক্ষ্মবৃত্ত্যা জ্ঞাতব্যমার্য্যৈরতিশুদ্ধবুদ্ধিভিঃ॥
নিরন্তরাভ্যাসবশাদিত্থং পক্বং মনো ব্রহ্মণি লীয়তে যদা।
তদা সমাধিঃ সবিকল্পবর্জ্জিতঃ স্বতোঽদ্বয়ানন্দরসানুভাবকঃ॥
সমাধিনানেন সমস্ত বাসনাগ্রন্থের্বিনাশোঽখিলকর্ম্মনাশঃ।
অন্তর্ব্বহিঃ সর্ব্বত এব সর্ব্বদা স্বরূপবিস্ফূর্ত্তিরযত্নতঃস্যাৎ॥

—বিবেকচূড়ামণিঃ (শঙ্করাচার্য্য-প্রণীতঃ) (৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭০)

তাৎপর্য্যানুবাদ—অতীব সূক্ষ্ম পরমাত্মতত্ত্বকে স্থূল দৃষ্টি দ্বারা কেহ জানিতে পারে না। কেবল শুদ্ধচিত্ত মহাত্মগণ অত্যন্ত সূক্ষ্মবৃত্তি দ্বারা সমাহিত হইয়া সেই সূক্ষ্মতম পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। এই প্রকার সর্ব্বদা অভ্যাস বশতঃ মন ক্রমশঃ গুণবর্জ্জিত হইয়া যখন পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় ও ব্রহ্মে লীন হয় অর্থাৎ আত্মাতে লীন হয় তখন সেই নির্ব্বিকল্প সমাধি স্বয়ং অদ্বয়ানন্দরসানুভাবক হয়। নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা নিখিল (সমস্ত) বাসনাবন্ধন বিধ্বস্ত হয় ও সমস্ত কর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হয়, কেননা কামনাই কর্ম্মের জননী। সুতরাং তখন সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, অন্তরে ও বাহিরে বিনা প্রযত্নে স্বরূপস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। —বিবেকচূড়ামণি—(৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭০)।

নির্ব্বিকল্পসমাধিনা স্ফুটং ব্রহ্মতত্ত্বমবগম্যতে ধ্রুবম্।
নান্যথা চলতয়া মনোগতেঃ প্রত্যয়ান্তরবিমিশ্রণং ভবেৎ।

—বিবেকচূড়ামণিঃ—৩৭২

তাৎপর্য্যানুবাদ—নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা নিঃসংশয়ে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মাবগতির অন্য পন্থা নাই; কেননা মনোগতির চাঞ্চল্যহেতু অন্য পদার্থজ্ঞানের সহিত উহা মিশ্রিত হইয়া যায়। —বিবেকচূড়ামণি—৩৭২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বিকল্পকস্তু জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়াপেক্ষয়া অদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ অতিতরাম্ একীভাবেন অবস্থানম্ ॥ ১৯৭ ॥

তদাতু জলাকারাকারিত লবণাভাসেন জলমাত্রাবভাসাৎ অদ্বিতীয় বস্ত্বাকারাকারিত-চিত্তবৃত্ত্যানবভাসেন অদ্বিতীয়বস্তুমাত্রম্ এব অবভাসতে ॥১৯৮

অনেন বিঘ্নচতুষ্টয়েন বিরহিতং চিত্তং নির্ব্বাতদীপবৎ অচলং সৎ অখণ্ড-চৈতন্যমাত্রম্ অবতিষ্ঠতে যদা, তদা নির্ব্বিকল্পকঃ সমাধিঃ ইতি উচ্যতে ॥২১৪॥

—শ্রীমদ্‌সদানন্দযোগীন্দ্র-বিরচিতঃ বেদান্তসারঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ—নির্ব্বিকল্প সমাধি বলিতে কিন্তু জ্ঞাতা ও জ্ঞান প্রভৃতি বিকল্পের লয়পূর্ব্বক অদ্বিতীয় পরমাত্মবস্তুতে তদাকারাকারিত বুদ্ধিবৃত্তির অতিশয় একভাবে অবস্থানকে বুঝায়। (১৯৭)

তখন জলাকারপ্রাপ্ত লবণের অপ্রকাশে জলমাত্র প্রকাশের ন্যায়, অদ্বিতীয় পরমাত্ম বস্তুর আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির অপ্রকাশে অদ্বিতীয় পরমাত্ম বস্তুমাত্রই প্রকাশিত থাকে। (১৯৮)

এই বিঘ্নচতুষ্টয় (লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ) রহিত চিত্ত যখন বাত-বিহীন স্থানের দীপশিখার ন্যায় অচল হইয়া অখণ্ড চৈতন্যমাত্ররূপে অবস্থান করে তখন সেই অবস্থাকে "নির্ব্বিকল্পক সমাধি", এইরূপ বলা হয়। (২১৪)

—শ্রীমৎ সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত—বেদান্তসার।

জ্ঞাত্রাদিভাবমুৎসৃজ্য জ্ঞেয়মাত্র স্থিতির্দৃঢ়া।
মনসো নির্ব্বিকল্পঃ স্যাৎ সমাধির্যোগসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮২৩ ॥
জলে নিক্ষিপ্তং লবণং জলমাত্রতয়া স্থিতম্ ॥
পৃথঙ্ ন ভাতি কিংন্বম্ভ একমেবাবভাসতে ॥ ৮২৪ ॥
যথা তথৈব সা বৃত্তির্ব্রহ্মমাত্র তয়া স্থিতা।
পৃথঙ্ ন ভাতি ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়মবভাসতে ॥ ৮২৫ ॥
জ্ঞাত্রাদিকল্পনাভাবান্মতোঽয়ং নির্ব্বিকল্পকঃ।
বৃত্তেঃ সদ্‌ভাববাধাভ্যামুভয়োর্ভেদ ইষ্যতে ॥ ৮২৬ ॥
ব্রহ্মানন্দরসাবেশাদেকীভূয় তদাত্মনা।
বুদ্ধের্যা নিশ্চলাবস্থা স সমাধিরকল্পকঃ ॥ ৮৯৯ ॥
(বৃত্তের্যানিশ্চলাবস্থা ইতি বা পাঠঃ)

—শঙ্করাচার্য্য-প্রণীতঃ সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ (৮২৩-৮২৬-৮৯৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাৎপর্য্যানুবাদ—জ্ঞাতৃত্বাদি বিকল্পের লয় পূর্ব্বক জ্ঞেয় বস্তুতে চিত্তের দৃঢ় অবস্থিতির নামই নির্ব্বিকল্প সমাধি। ইহাই যোগ অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ দর্শন ও অভেদ স্থিতি॥ ৮২৩॥

যেমন জলে লবণ নিক্ষেপ করিলে উহা জলরূপেই প্রতিভাত হয়, জল হইতে পৃথকরূপে প্রতিভাত হয় না, তেমন অন্তঃকরণবৃত্তিও ব্রহ্মে ব্যাপ্ত হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে প্রকাশ পায় না। (৮২৪-৮২৫)।

জ্ঞাতৃত্বাদির কল্পনা না থাকায় মনীষিগণ ইহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন। সবিকল্প সমাধিতে চিত্তবৃত্তি থাকে, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিত্তবৃত্তি থাকে না। ইহাই সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধির ভেদ॥ ৮২৬॥

ব্রহ্মানন্দ রসাবেশে ব্রহ্মস্বরূপের সহিত ঐক্য লাভ করিয়া বুদ্ধির যে নিশ্চলাবস্থা হয় তাহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ॥ ৮৯৯॥

—আচার্য্য শঙ্কর প্রণীত বলিয়া প্রথিত সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ (৮২৩-৮২৬-৮৯৯)।

শেষাচার্য্য ভগবান পতঞ্জলি মুনি প্রণীত পরমার্থসারে—

উৎপত্তিনাশবর্জ্জিতমেবং পরমার্থমুপলভ্য।
কৃতকৃত্যঃ সফলজন্মঃ সর্ব্বগতস্তিষ্ঠতি যথেষ্টম্।

—পরমার্থসারঃ—৭৯

তাৎপর্য্যানুবাদ—এইরূপে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে যাঁহারা বহির্বিষয় হইতে চিত্তকে উপরত করিয়া উৎপত্তিনাশবর্জ্জিত পরমাত্মতত্ত্বে স্থাপন করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন তাঁহারা কৃতার্থতা লাভ করেন, তাঁহাদের জন্ম জীবন সার্থক এবং তাঁহারা যেখানেই যেভাবেই অবস্থান করুন না কেন সদা সার্ব্বাত্ম্যবোধে উদ্বুদ্ধ থাকেন। —পরমার্থসার—৭৯

ব্যাপিনমভিন্নমিথং সর্ব্বাত্মানং বিধূতনানাত্বম্।
নিরুপম-পরমানন্দং যোবেদ স তন্ময়োভবতি॥ —পরমার্থসার—৮০

তাৎপর্য্যানুবাদ—সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাভিন্ন, সর্ব্বাত্মা, নানাত্ববর্জ্জিত, এক অদ্বিতীয় উপমারহিত পরমানন্দ স্বরূপকে যিনি স্বাত্মাবোধে বিদিত হন তিনি তন্ময়তা অর্থাৎ পরমাত্ম স্বরূপতাই প্রাপ্ত হন। —পরমার্থসার—৮০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশ্মীরক-শৈবদর্শনান্তর্গত পরমার্থসারে—

ইতি জন্মনাশহীনং পরমার্থ-মহেশ্বরাখ্যমুপলভ্য।
উপলব্ধৃতাপ্রকাশাৎ কৃতকৃত্যস্তিষ্ঠতি যথেষ্টম্॥ ৮১॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—এইরূপে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে যিনি বহির্ব্বিষয় হইতে চিত্তকে উপরত করিয়া, উৎপত্তি নাশবর্জ্জিত মহেশ্বরাখ্য পরমাত্মতত্ত্বে স্থাপন করতঃ পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন তিনি উপলব্ধৃত্ব-প্রকাশবশতঃ অর্থাৎ উপলব্ধৃস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বের সহিত স্বৈক্যোপলব্ধিবশতঃ কৃতকৃত্য হন এবং যেভাবেই অবস্থান করুন না কেন সর্ব্বদা তদ্বোধে উদ্বুদ্ধ থাকেন।

—অভিনব গুপ্ত কর্ত্তৃক শৈবদর্শন মতানুসারে
নবরূপে সজ্জিত পরমার্থসার—(৮১)।

ব্যাপিনমভিহিতমিত্থং সর্ব্বাত্মানং বিধূতনানাত্বম্।
নিরুপমপরমানন্দং যো বেত্তি স তন্ময়ো ভবেৎ॥

—অভিনব গুপ্ত বিরচিত পরমার্থ সারঃ (৮২)

তাৎপর্য্যানুবাদ—অনবচ্ছিন্ন চিদানন্দৈকঘন, নানাত্ববর্জ্জিত, এক, অদ্বিতীয়, উপমারহিত, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ক্রমে আবেদিত, সর্ব্বাত্মা পরমানন্দ শিবস্বরূপকে, স্বাত্মবোধে যিনি অবগত হন তিনি শিবস্বরূপতাই প্রাপ্ত হন।

—অভিনব গুপ্ত কর্ত্তৃক শৈবদর্শন মতানুসারে
নবরূপে সজ্জিত পরমার্থসার—(৮২)

দ্রষ্টব্য—এখানে "সমাধি" শব্দ প্রয়োগ না থাকিলেও "তন্ময়" শব্দ প্রয়োগের দ্বারা "সমাধিকেই" লক্ষ্য করা হইয়াছে। এখানেও চিত্তবৃত্তি দ্বারা পরমাত্মতত্ত্বকে বিষয়ীভূত বা ব্যাপ্ত করার কথা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে।

কাশ্মীরক শৈবদর্শনে—অন্যত্র

অয়মেবোদয়স্তস্য ধ্যেয়স্য ধ্যায়ি-চেতসি।
তদাত্মতা সমাপত্তিরিচ্ছতঃ সাধকস্য যা॥ ১॥

স্পন্দকারিকাঃ অভেদোপলব্ধির্নাম চতুর্থোনিষ্যন্দঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ—সমাধি অভ্যাস বা যোগাভ্যাস ফলে ধ্যাতা সাধকের চিত্তে ধ্যেয়ের উদয় ও ধ্যাতার ধ্যেয়াত্মতা-সমাপত্তি অর্থাৎ ধ্যেয়ের সহিত ঐক্যলাভ হয়।

—স্পন্দকারিকা চতুর্থনিষ্যন্দ—১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই স্পন্দকারিকা কাহারও মতে বসুগুপ্ত বিরচিত আবার কাহারও মতে ভট্ট কল্লট বিরচিত বলিয়া কথিত।

"বিদ্যাসমুত্থানে স্বভাবিকে খেচরী শিবাবস্থা" (২।৫)

—শিবসূত্রম্—সহজ-বিদ্যোদয়াখ্যঃ প্রকাশঃ

খেচরী সা শিবাবস্থা শিবব্যোম্ন্যুদিতা যতঃ।
খে স্বচিদ্গগনাভোগে চরণাৎ খেচরীতি সা॥
ধ্যেয়ানুকারতাদাত্ম্য-প্রতিপত্ত্যুদয়াত্মিকা।
অতএব শিবাবস্থা স্বরূপাবেশশালিনী॥

—শিবসূত্রবার্ত্তিকম্—(২।১৯-২০)

তাৎপর্য্যানুবাদ স্বাভাবিক জ্ঞানোদয়ে খেচরী নাম্নী শিবাবস্থা প্রাপ্তি হয়। (২।৫) শিবসূত্র।

শিবাকাশে (অর্থাৎ চিদাকাশে) উদিতা বলিয়া ইহাকে খেচরী মুদ্রা বলা হইয়া থাকে। স্বচিদাকাশে বিচরণ করে বলিয়া খেচরী। এই জ্ঞানোদয়াবস্থায় ধ্যাতা ধ্যেয় শিব অর্থাৎ চিদাত্মার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে স্বরূপাবেশশালিনী শিবাবস্থা বলা হইয়া থাকে।

—শিবসূত্রবার্ত্তিক—(২।১৯-২০)

দ্রষ্টব্য এই শিবসূত্রের রচয়িতা স্বয়ং মহাদেব বলিয়াও কথিত হন। শিবসূত্রবার্ত্তিকের রচয়িতা শ্রীমদ্ আচার্য্য ভট্ট ভাস্কর। বসুগুপ্ত শিবসূত্রের প্রথম প্রচারক।

"মগ্নঃ স্বচিত্তে প্রবিশেৎ"। —শিবসূত্রম্ (৩।২১)

স্বাত্মন্যেব নিমগ্নঃ স্যাৎ প্রবৃত্ত্যুপরমে সতি।
এবং নিমেষবশতঃ শিবো ভূত্বা স্বচেতসা॥

—শিবসূত্রবার্ত্তিকম্—(৩।২১)

তাৎপর্য্যানুবাদ—বহির্ম্মুখ চিত্তকে অন্তর্ম্মুখ করার নাম নিমেষ (নিমীলন অর্থাৎ আবৃত্তচক্ষু)। চিত্তের বহির্ম্মুখতা (অর্থাৎ বহির্বৃত্তি-পরায়ণতা) নিরুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ চিত্তকে বহির্বিষয় হইতে উপরত করিয়া আত্মাতে (অর্থাৎ শিবস্বরূপে) নিমগ্ন করিলে শিব-তাদাত্ম্য লাভ হয় অর্থাৎ জীব শিব-স্বরূপ পরমাত্মার সহিত ঐক্যলাভ করে। চিত্তকে আত্মনিমগ্ন করার নামই শিবসমাপত্তি বা সমাধি।

—বীজবিধানম্ শিবসূত্রম্ (৩।১৫), —শিবসূত্রবার্ত্তিকম্ (৩।২১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীজং সর্ব্বস্য জগতশ্চিদাত্মৈব পরং স্মৃতম্ ।
অবধানং তদ্বিমর্শঃ সাবধানেন চেতসা ॥

—শিবসূত্রবার্ত্তিকম্ (৩।১৫)

তাৎপর্য্যানুবাদ—বীজ অর্থাৎ শিবস্বরূপ চিদাত্মার অবিচ্ছেদে অনুসন্ধানই পরমপদ প্রাপ্তির উপায়। —শিবসূত্র (৩।১৫)

সমস্ত জীবজগতের আত্মাই বীজ বলিয়া কথিত। সাবধানচিত্তে সেই বীজ অর্থাৎ চিদাত্মার অবিচ্ছেদে অনুসন্ধানই পরমপদ প্রাপ্তির উপায়।

—শিবসূত্রবার্ত্তিকম্ (৩।১৫)

পাঞ্চরাত্রাগমে—

সমাধিস্ত্বাত্মলাভস্ত আনন্দঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
স তু লক্ষ্যং পরিত্যজ্য মন্ত্রোচ্চারণবর্জ্জিতঃ॥ ৪৫৪ ॥
সমাধৌ পরিনিষ্পন্নে পরমাপ্নোতি পুরুষঃ। (৪৫৫,২)
সামাধায়াত্মনাত্মানমেবং জপ্ত্বা জপক্রিয়াম্ ।
জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াবিভাগেন যাবত্তন্ময়তাং ব্রজেৎ ॥ ৪৯৩ ॥
যদা সম্বেদ্যনির্ম্মুক্তে সমাধৌ লভতে স্থিতিম্ ।
অভ্যাসাদ্ ভববদ্ যোগী ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৪৯৪ ॥

—পরমেশ্বর-সংহিতায়াং ক্রিয়াকাণ্ডে সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ :—একাগ্রচিত্তে জপ করিতে করিতে জাপক যখন মন্ত্রোচ্চারণ ও ধ্যেয় লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া ধ্যেয়াকারাকারিত হইয়া যায় তখন তাহাকে সমাধি বলা হইয়া থাকে। এই সমাধি আত্মলাভ ও আনন্দ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। (৪৫৪)

সমাধিস্থ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। (৪৫৫,২)

জপক্রিয়া সম্পাদন করিতে করিতে চিত্ত যখন নিজ একাগ্রতা ফলে আত্মাতে সমাহিত হইয়া জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-ভাব বর্জ্জিত হওতঃ তন্ময়তা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ধ্যেয়াত্মাকারাকারিত হইয়া যায় তখন তাহাকে অর্থাৎ সেই অবস্থাকে সমাধি বলা হইয়া থাকে। (৪৯৩)

সংসারী যোগী সমাধি অভ্যাসের ফলে যখন সম্বেদ্যনির্ম্মুক্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বিদ্রূপেই (অর্থাৎ বেদ্যবর্জ্জিত বিত্তিরূপে বা চেত্যবর্জ্জিত চিতিরূপে) মাত্র স্থিতি লাভ করে, তখন ব্রহ্মই হইয়া যায়। (৪৯৪).

—পরমেশ্বর সংহিতা ক্রিয়াকাণ্ড ৭ম অধ্যায়।

উপর্যুক্ত প্রথমোদ্ধৃত সার্দ্ধশ্লোক জয়াখ্যসংহিতা নামক পাঞ্চরাত্র আগম গ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তত্রত্য ৩৩ পটল দ্রষ্টব্য।

স্থিতিরব্যভিচারেণ জ্ঞাতব্যং পরমাত্মনি।
সমাধিরিতি বিজ্ঞেয়ো জ্ঞানং যোগাঙ্গমুত্তমম্॥ ২১॥
বৈরাগ্যেণেন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিগৃহ্য দৃঢ়মানসঃ।
সমং দধীত দেবেশে চিত্তমেকান্তনিশ্চয়ঃ॥ ২২॥
অলমভ্যস্য বৈরাগ্যং কৃতবুদ্ধিরতন্দ্রিতঃ।
সমাধিনা পরং দেবং সততং হৃদি ধারয়েৎ॥ ৫৭॥
যথা রত্নে হিরণ্যে বা নিবাসোঽস্য মনো ভবেৎ।
চিরমব্যভিচারেণ তথা দেবে নিবেশয়েৎ॥ ৫৮॥
শিক্ষয়িত্বা তথা চিত্তং যোগবর্ত্মন্যবস্থিতঃ।
দেবদেবপ্রসাদেন তমেব প্রতিপদ্যতে॥ ৫৯॥

—পরমসংহিতা—দশমোঽধ্যায়ঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ :—চিত্ত সহায়ে সচিত্ত জীবের পরমাত্মাতে যে অব্যভিচারিণী স্থিতি তাহাই জ্ঞাতব্য জ্ঞান এবং তাহাই চরম ও উত্তম যোগাঙ্গ সমাধি বলিয়া জানিবে॥ ২১॥

পরবৈরাগ্য সহায়ে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া চিত্তের বহির্ম্মুখবৃত্তি সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ করতঃ চিত্তকে দৃঢ়তাসহকারে একান্ত নিশ্চিতরূপে দেবেশ পরামাত্মাতে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিতে থাকিবে অর্থাৎ ধ্যান করিতে থাকিবে॥ ২২॥

পরবৈরাগ্য অভ্যাস ফলে শুদ্ধচিত্ত অর্থাৎ বিষয়োপরতচিত্ত হইয়া অনলস ভাবে সতত সমাধি অভ্যাস সহায়ে পরমদেব পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করিবে॥ ৪৭॥

বহির্ম্মুখ চিত্ত রত্ন স্বর্ণ প্রভৃতি বিষয়ে যেরূপ দৃঢ়তার সহিত নিবাস করে অন্তর্ম্মুখ চিত্তকে সেইরূপ অব্যভিচারে অর্থাৎ একান্ত নিশ্চয়রূপে দৃঢ়ভাবে আত্মদেবতায় নিবিষ্ট করিবে। ৫৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে যোগাবলম্বনে যোগমার্গে স্থিত থাকিয়া চিত্তকে সমাধি শিক্ষা দিয়া অর্থাৎ সমাধি অভ্যাসবলে সাধক সাধ্যস্বরূপতা অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৭॥ পরমসংহিতা দশম অধ্যায়।

"অথাতঃ সমাধিং বক্ষ্যে—জীবাত্মপরমাত্মনোঃ সমাবস্থা সমাধিঃ। যথা অনুষ্ণোপলম্ আদিত্যদর্শনাৎ উষ্ণত্বম্ আশ্রিতম্ তথা প্রত্যগাত্মা নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব-পরমানন্দময়ত্বং প্রাপ্য পরমাত্মানং নারায়ণং সদা পশ্যতি অনুভবত্যেব।"

—শ্রীমদ্ বৈখানসে শ্রীমহর্ষি-মরীচি-প্রণীতানন্দাদি-সংহিতা-মহাশাস্ত্রে শ্রীবিমানার্চ্চনাকল্পঃ। শততমঃ পটলঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ—আত্মার সমাধির বিষয় বলিতেছি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমাবস্থা অর্থাৎ অভেদাবস্থাই সমাধি। যেমন অনুষ্ণ প্রস্তরখণ্ড সূর্য্য-দর্শনফলে তৎকিরণ স্পর্শে উষ্ণ হয় সেইরূপ জীবাত্মাও সদা পরমাত্মদর্শন ও পরমাত্মানুভব ফলে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্ব ও পরমানন্দ-ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

—শ্রীমদ্ বৈখানসোক্ত শ্রীমহর্ষি মরীচি প্রণীত আনন্দাদি সংহিতা রূপ মহাশাস্ত্রোক্ত বিমানার্চ্চনাকল্প ১০০ তম পটল।

সমাধিশ্চেহ বিজ্ঞেয়ো ধারণাভিস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
ধ্যাতৃধ্যেয়-স্বরূপং যৎ তত্র রুন্ধ্যাৎ প্রদর্শনম্॥ ৭১॥
সমাধিস্ত্রিগুণং যাবদেবং ধ্যানস্য লক্ষণম্।
এবং সর্ব্বাত্মনা যস্য জ্ঞেয়ৈস্তুল্যঃ কথঞ্চন॥ ৭২॥
যোগোঽসৌ যোগিভিঃ প্রোক্তো বিজ্ঞানক্রমযোগতঃ॥ ৭৩·১॥

—বিষ্ণুসংহিতায়াং ত্রিংশঃ পটলঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ—ধারণাত্রয়ে ধ্যান ও ধ্যানত্রয়ে সমাধি বলিয়া জানিবে। ধ্যানের ত্রিগুণ সমাধি। সমাধিতে ধ্যাতৃ-ধ্যেয় ভাব রুদ্ধ হয়। সমাধি অবস্থায় ধ্যাতা সর্ব্বাংশে ধ্যেয় স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানক্রমানুসারে যোগিগণ কর্ত্তৃক ইহাই যোগ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

—বিষ্ণুসংহিতা ৩০ পটল (৭১,৭২,৭৩-১)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ধ্যায়ন্ বিমুচ্যেত যুক্তঃ সকল-কিল্বিষৈঃ।
তদেবং স্মৃতি-সন্তান-জনিতোৎকর্ষণং ক্রমাৎ ॥ ৭০ ॥
অর্থমাত্রাবভাসং তু সমাধিং যোগিনো বিদুঃ।
ততঃ সমাধিমাস্থায় তন্ময়ত্বমুপাগতঃ ॥ ৭১ ॥

—অহির্বুধ্ন্যসংহিতা ৩১ অধ্যায়ঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ :—এইরূপে ধ্যান করিতে করিতে জীবাত্মা পরমাত্মায় যুক্ত হইয়া সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ পরামাত্ম-স্মৃতি-সন্তান-(প্রবাহ)-জনিত উৎকর্ষবশতঃ যখন সচিত্ত জীব ধ্যাতৃধ্যানাদি বিস্মৃত হইয়া কেবল ধ্যেয়-মাত্রাবভাসরূপে স্থিতি লাভ করে তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলা হইয়া থাকে। এইরূপে সমাধি অভ্যাস ফলে সমাধিস্থ হইয়া জীব পরমাত্মদেবতাময় হইয়া যায় অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপতা লাভ করে। —অহির্বুধ্ন্যসংহিতা (৩১।৭০-৭১)।

উপর্য্যুক্তরূপে মুখ্যভাবে বা গৌণভাবে উপর্য্যুক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনে এই প্রকার আরও শাস্ত্রবাক্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, আগম (শাক্তাগম বৈষ্ণবাগম) ও যোগশাস্ত্রাদিতে বর্ত্তমান আছে। বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করা হইল না। উদ্ধৃত শ্লোকবাক্যাদি হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত যে ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধই সমাধি এবং যথার্থ ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ-সম্পন্নই সমাধিস্থ বলিয়া অভিহিত। ইহাও সুস্পষ্ট যে চিত্তকে বহির্বৃত্তি হইতে উপরত করিয়া পরবৈরাগ্যবলে বহির্ব্বিষয়ের রসবোধবৃত্তিও নিরুদ্ধ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, পরে সেই শুদ্ধ চিত্তের "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপ ব্রহ্মাত্মৈক্য-স্থাপক বৃত্তি দ্বারা আত্মাকে বিষয়ীভূত করিয়া বা ব্যাপ্ত করিয়া চিত্তবৃত্তি চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয় এবং সচিত্তজীব (চিদাভাস) চিদাত্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। একমাত্র সাংখ্যযোগ-দর্শনশাস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য যোগশাস্ত্র সহিত অপর সমস্ত শাস্ত্রই উপরোক্ত সিদ্ধান্তাদি সমর্থন করিয়া ব্রহ্মাত্মৈক্য-বোধকেই সমাধি বলিয়া অভিহিত করিতেছেন।

শেষাচার্য্য ভগবান পতঞ্জলি মুনি "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" (১।২৩) সূত্রে ঈশ্বর প্রণিধানরূপ উপায়ান্তর গ্রহণ ফলেও সমাধি লাভস্বীকার করিয়াছেন বটে। কিন্তু সে সমাধি দ্রষ্টার স্বরূপ-স্থিতির সাক্ষাৎ কারণ নহে। সেই সমাধিজাত প্রজ্ঞা-সংস্কারও নিরুদ্ধ হইলে এবং তন্নিরোধ সংস্কারও অপগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে সর্ব্বনিরোধবশতঃ তত্ত্বতঃ নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগসিদ্ধি ও তৎফলে নির্ব্বীজ কৈবল্য স্বীকার করিয়াছেন ইহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 'পরবৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা সমস্ত কামনা সংকল্প সহিত নিরস্ত হইলে সর্ব্বনিরোধ ঘটে, তখন স্বরূপস্থিতি হয়।

ভগবান পতঞ্জলি মুনি কর্ত্তৃক কথিত চিত্তনিরোধ ফলেই স্বরূপপ্রতিষ্ঠতা ও উপর্য্যুক্ত অন্যান্য শাস্ত্রে কথিত ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানে স্বরূপপ্রতিষ্ঠতা এই উভয়ের মতে পার্থক্য কি তাহা অনুসন্ধেয়। এই পার্থক্য উপর্য্যুক্ত অন্যান্য শাস্ত্র বাক্য উদ্ধার করার পূর্ব্বে নিরূপণ করা হইয়া থাকিলেও আবার স্মরণার্থ সারসংক্ষেপে নিরূপণ করা হইতেছে। সাংখ্যযোগ-দর্শনানুসারে আত্মা বহু, প্রকৃতি এক; উভয়ে নিত্য ও বিভু। আত্মা নির্গুণ কূটস্থ অপরিণামী নিত্য বস্তু-সৎ। প্রকৃতি ত্রিগুণা নিত্যা পরিণামী বস্তু-সৎ। বিবেকখ্যাতি ও পরবৈরাগ্যমূলক সর্ব্বনিরোধ ফলে আত্মা প্রকৃতিবিযুক্ত হইয়া স্বরূপস্থিতি লাভ করে। প্রকৃতিবিযুক্ততার সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষেরও অবসান ঘটে। প্রকৃতি সান্নিধ্যে শুদ্ধ পুরুষ দ্রষ্টা পুরুষ হইয়া থাকে। প্রকৃতি সান্নিধ্য-বিয়োগে শুদ্ধ পুরুষ স্ব-স্বরূপে স্থিত হয়—দ্রষ্টৃত্ব যায়। ভগবান পতঞ্জলি কথিত অসম্প্রজ্ঞাত যোগ (সমাধি?) আর ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধরূপ সমাধি কতকাংশে একপ্রকার হইলেও সর্ব্বাংশে এক প্রকার নহে। বৈদান্তিকমতে প্রকৃতি অজ্ঞান সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত ও মিথ্যা এবং অনির্ব্বচনীয় ও অনিরূপণীয়। সাংখ্যের বা সাংখ্যযোগ দর্শনের প্রকৃতি ও প্রকৃতি কার্য্য জগৎ সত্য। বৈদান্তিকের অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্য জগৎ ভ্রান্তিমাত্র এবং আত্মাই এই ভ্রান্তির অধিষ্ঠান। ভ্রান্তি অনির্ব্বচনীয় ও অনিরূপণীয়। স্বরূপ স্থিতি লাভে, সাংখ্যযোগ দর্শন মতে চিত্ত প্রকৃতিলীন হয়, বৈদান্তিক মতে চিত্ত মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয়। সাংখ্য-যোগ দর্শন মতে চিত্ত সর্ব্বথা নিরুদ্ধ হইলেই স্বরূপস্থিতি ঘটে। বৈদান্তিক মতে চিত্তকে বিষয়োপরত করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপ চিত্তবৃত্তি দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করিলে চিত্ত ও চিত্তদর্পণ-প্রতিবিম্বিত চিৎ বা চিদাভাস বা জীব উভয়ই মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ আত্মলীন হয়, চিত্তসৃষ্ট জগৎ ও মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয় এবং অজ্ঞান নাশ প্রাপ্ত হয় ও স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি হয় বা স্বরূপস্থিতি ঘটে। তাই, ভগবান পতঞ্জলি মুনি কথিত স্বরূপপ্রতিষ্ঠা ও বেদান্তনির্ণীত ব্রহ্মাত্মৈক্য বোধ ফলে স্বরূপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিষ্ঠা—এক কথা নহে। বৈদান্তিক এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা আত্মাকে সর্ব্বজীবের তথা সর্ব্বজগতের আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। বিষয়ী ও বিষয় লইয়া জীবজগৎ। বিষয়ী ও বিষয় এই উভয়েরই তত্ত্ব বা স্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। সাংখ্যযোগদর্শন আত্মার বহুত্ব প্রকৃতির একত্ব, নিত্যত্ব, সত্যত্ব ও বিভুত্ব এবং বহু আত্মার মধ্যে একটীমাত্র বিশিষ্ট আত্মার নিত্যমুক্তত্ব এবং জগৎস্রষ্টৃত্ব-পাতৃত্ব-সংহর্ত্তৃত্ব-বিহীন ঈশ্বরত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বীকার করেন। কিন্তু বিশুদ্ধ সাংখ্যদর্শন ঈশ্বর স্বীকার করেন এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বরং ঈশ্বর স্বীকার করেন না বলিয়াই বলা যাইতে পারে। সে জন্যই যোগদর্শন সেশ্বর সাংখ্য নামে প্রসিদ্ধ। বৈদান্তিক-গণ চিত্তশুদ্ধ্যর্থ উপাসনার উপযোগিতা স্বীকার করিয়া উপাসনার্থ সমষ্টি-অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর-সংজ্ঞা দিয়া থাকেন এবং তাঁহাতে জগৎ-স্রষ্টৃত্ব-পাতৃত্ব-সংহর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদি আরোপ করিয়া থাকেন।

এই উপরিবর্ণিত পার্থক্য সম্বন্ধে নবাবেদান্তের সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চদশী গ্রন্থে আছে :—

আত্মভেদো জগৎ সত্যমীশোঽন্য ইতি চেৎ ত্রয়ম্।
ত্যজ্যতে তৈস্তদা সাংখ্য-যোগ-বেদান্ত সম্মতিঃ ॥ ৬।২২৮ ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—যদি আত্মা বা জীবের নানাত্ব জগতের সত্যত্ব এবং ঈশ্বরের জীব ও জগৎ হইতে পৃথক্ত্ব এই তিনটি তথাকথিত সাংখ্যযোগ দর্শন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় তবে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত এই তিনের ঐকমত্য সিদ্ধ হইতে পারে।

উক্তানুরূপ সাংখ্যযোগের সম্প্রদায় পরম্পরা ভারতবর্ষ হইতে বর্ত্তমানে লুপ্তপ্রায় বলিলেও দোষাবহ হয় না। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গ দেশের সুপ্রসিদ্ধ সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্যজী মহারাজ যোগদর্শনের "ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ" (৩,২৬) সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার ব্যাসদেব প্রদত্ত ভুবন বিবরণের সহিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকযন্ত্র সহায়ে সমৃদ্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও তজ্জনিত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত দৃক্‌সিদ্ধি-সমৃদ্ধ ভুবন বিবরণের অসঙ্গতি দেখিয়া তাঁহার স্বপ্রণীত যোগভাষ্য টীকায় (বাংলা ভাষায়) নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে সর্ব্বনিরোধবশতঃ তত্ত্বতঃ নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগসিদ্ধি ও তৎফলে নির্ব্বীজ কৈবল্য স্বীকার করিয়াছেন ইহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পরবৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা সমস্ত কামনা সংকল্প সহিত নিরস্ত হইলে সর্ব্বনিরোধ ঘটে, তখন স্বরূপস্থিতি হয়।

ভগবান পতঞ্জলি মুনি কর্ত্তৃক কথিত চিত্তনিরোধ ফলেই স্বরূপপ্রতিষ্ঠতা ও উপর্য্যুক্ত অন্যান্য শাস্ত্রে কথিত ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানে স্বরূপপ্রতিষ্ঠতা এই উভয়ের মতে পার্থক্য কি তাহা অনুসন্ধেয়। এই পার্থক্য উপর্য্যুক্ত অন্যান্য শাস্ত্র বাক্য উদ্ধার করার পূর্ব্বে নিরূপণ করা হইয়া থাকিলেও আবার স্মরণার্থ সারসংক্ষেপে নিরূপণ করা হইতেছে। সাংখ্যযোগ-দর্শনানুসারে আত্মা বহু, প্রকৃতি এক; উভয়ে নিত্য ও বিভু। আত্মা নির্গুণ কূটস্থ অপরিণামী নিত্য বস্তু-সৎ। প্রকৃতি ত্রিগুণা নিত্যা পরিণামী বস্তু-সৎ। বিবেকখ্যাতি ও পরবৈরাগ্যমূলক সর্ব্বনিরোধ ফলে আত্মা প্রকৃতিবিযুক্ত হইয়া স্বরূপস্থিতি লাভ করে। প্রকৃতিবিযুক্ততার সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষেরও অবসান ঘটে। প্রকৃতি সান্নিধ্যে শুদ্ধ পুরুষ দ্রষ্টা পুরুষ হইয়া থাকে। প্রকৃতি সান্নিধ্য-বিয়োগে শুদ্ধ পুরুষ স্ব-স্বরূপে স্থিত হয়—দ্রষ্টৃত্ব যায়। ভগবান পতঞ্জলি কথিত অসম্প্রজ্ঞাত যোগ (সমাধি ?) আর ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধরূপ সমাধি কতকাংশে একপ্রকার হইলেও সর্ব্বাংশে এক প্রকার নহে। বৈদান্তিকমতে প্রকৃতি অজ্ঞান সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত ও মিথ্যা এবং অনির্ব্বচনীয় ও অনিরূপণীয়। সাংখ্যের বা সাংখ্যযোগ দর্শনের প্রকৃতি ও প্রকৃতি কার্য্য জগৎ সত্য। বৈদান্তিকের অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্য জগৎ ভ্রান্তিমাত্র এবং আত্মাই এই ভ্রান্তির অধিষ্ঠান। ভ্রান্তি অনির্ব্বচনীয় ও অনিরূপণীয়। স্বরূপ স্থিতি লাভে, সাংখ্যযোগ দর্শন মতে চিত্ত প্রকৃতিলীন হয়, বৈদান্তিক মতে চিত্ত মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয়। সাংখ্য-যোগ দর্শন মতে চিত্ত সর্ব্বথা নিরুদ্ধ হইলেই স্বরূপস্থিতি ঘটে। বৈদান্তিক মতে চিত্তকে বিষয়োপরত করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপ চিত্তবৃত্তি দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করিলে চিত্ত ও চিত্তদর্পণ-প্রতিবিম্বিত চিৎ বা চিদাভাস বা জীব উভয়ই মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ আত্মলীন হয়, চিত্তসৃষ্ট জগৎ ও মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয় এবং অজ্ঞান নাশ প্রাপ্ত হয় ও স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি হয় বা স্বরূপস্থিতি ঘটে। তাই, ভগবান পতঞ্জলি মুনি কথিত স্বরূপপ্রতিষ্ঠা ও বেদান্তনির্ণীত ব্রহ্মাত্মৈক্য বোধ ফলে স্বরূপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিষ্ঠা—এক কথা নহে। বৈদান্তিক এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা আত্মাকে সর্ব্বজীবের তথা সর্ব্বজগতের আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। বিষয়ী ও বিষয় লইয়া জীবজগৎ। বিষয়ী ও বিষয় এই উভয়েরই তত্ত্ব বা স্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। সাংখ্যযোগদর্শন আত্মার বহুত্ব প্রকৃতির একত্ব, নিত্যত্ব, সত্যত্ব ও বিভুত্ব এবং বহু আত্মার মধ্যে একটীমাত্র বিশিষ্ট আত্মার নিত্যমুক্তত্ব এবং জগৎস্রষ্টৃত্ব-পাতৃত্ব-সংহর্ত্তৃত্ব-বিহীন ঈশ্বরত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বীকার করেন। কিন্তু বিশুদ্ধ সাংখ্যদর্শন ঈশ্বর স্বীকার করেন এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বরং ঈশ্বর স্বীকার করেন না বলিয়াই বলা যাইতে পারে। সে জন্যই যোগদর্শন সেশ্বর সাংখ্য নামে প্রসিদ্ধ। বৈদান্তিকগণ চিত্তশুদ্ধ্যর্থ উপাসনার উপযোগিতা স্বীকার করিয়া উপাসনার্থ সমষ্টি-অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর-সংজ্ঞা দিয়া থাকেন এবং তাঁহাতে জগৎ-স্রষ্টৃত্ব-পাতৃত্ব-সংহর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্তাদি আরোপ করিয়া থাকেন।

এই উপরিবর্ণিত পার্থক্য সম্বন্ধে নব্যবেদান্তের সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চদশী গ্রন্থে আছে :—

আত্মভেদো জগৎ সত্যমীশোঽন্য ইতি চেৎ ত্রয়ম্।
ত্যজ্যতে তৈস্তদা সাংখ্য-যোগ-বেদান্ত সম্মতিঃ॥ ৬।২২৮॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—যদি আত্মা বা জীবের নানাত্ব জগতের সত্যত্ব এবং ঈশ্বরের জীব ও জগৎ হইতে পৃথক্ত্ব এই তিনটি তথাকথিত সাংখ্যযোগ দর্শন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় তবে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত এই তিনের ঐকমত্য সিদ্ধ হইতে পারে।

উক্তানুরূপ সাংখ্যযোগের সম্প্রদায় পরম্পরা ভারতবর্ষ হইতে বর্ত্তমানে লুপ্তপ্রায় বলিলেও দোষাবহ হয় না। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গ দেশের সুপ্রসিদ্ধ সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্যজী মহারাজ যোগদর্শনের "ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ" (৩,২৬) সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার ব্যাসদেব প্রদত্ত ভুবন বিবরণের সহিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকযন্ত্র সহায়ে সমৃদ্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও তজ্জনিত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত দৃক্‌সিদ্ধি-সমৃদ্ধ ভুবন বিবরণের অসঙ্গতি দেখিয়া তাঁহার স্বপ্রণীত যোগভাষ্য টীকায় (বাংলা ভাষায়) নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"পূর্ব্বেকার লোকদের ভূগোলের বিষয় সম্যক্ জ্ঞান ছিল না; সুতরাং তাঁহারা সাক্ষাৎকারী যোগীর বিবরণ সম্যক্ ধারণা করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ প্রকৃত বিবরণকে অনেক বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। শঙ্কা হইবে তবে কি ভাষ্যকার যোগসিদ্ধ নহেন? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে 'না'। এমন কি সূত্রকারও যোগসিদ্ধ ছিলেন না বলিতে হইবে। যাঁহারা যোগসিদ্ধ হন তাঁহারা সূত্র বা ভাষ্য রচনা করেন না। তাঁহারা পৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসুদের উপদেশ করেন······সূত্রকারও বলিয়াছেন তিনি যোগের অনুশাসন করিতেছেন। সূত্র রচনা কালে তিনি সিদ্ধ না হইলেও সিদ্ধির যে অতি সন্নিকট ছিলেন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।"

অতএব ভাষ্যকারের বিবরণে যে সাক্ষাৎ কার্য্য বিষয় সম্বন্ধে গোলযোগ থাকিবে, তাহাতে সংশয় নাই। তাঁহার সময়ে যেরূপ বিকৃতভাবে বিবরণ প্রচলিত ছিল তিনি তাহাই বলিয়াছেন।"

শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্যজী মহারাজ তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় ইহাও বলিয়াছেন যে, এই ভাষ্যকার ব্যাস মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নহেন।

সাংখ্যযোগোক্ত চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ সাধনাংশ, নিজেদের দার্শনিক মতবাদোক্ত লক্ষ্যসাধনের উপযোগী করিয়া আর্য্যাভারতের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধকগণ কর্ত্তৃকই গৃহীত হইয়াছে। আচার্য শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রের ("এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ"—২।৩) ভাষ্যে বলিয়াছেন—"যেন ত্বংশেন ন বিরুধ্যেত তেনেষ্টমেব সাংখ্যযোগস্মৃত্যোঃ সাবকাশত্বম্" (অনুবাদ যথা :— অতএব যে যে অংশ বেদবিরুদ্ধ নহে, সাংখ্যের ও যোগের সে সে অংশ অস্মদ্দর্শনেরও ইষ্ট; সুতরাং সাবকাশ অর্থাৎ প্রামাণিক।)

আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিয়া কথিত যোগভাষ্যবিবরণ নামে যোগ-ভাষ্যের উপর এক টীকা বা ব্যাখ্যা আছে। উহার সমাপ্তিতে ভগবান পতঞ্জলি মুনিকে নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন—আচার্য্য শঙ্কর।

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচো,
মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোত্তং প্রবরং মুনীনাং,
পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—যিনি যোগদর্শন প্রণয়ন করিয়া চিত্তমল নাশের,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণিনীয় মহাভাষ্য প্রণয়ন করিয়া বাকামল নাশের এবং চরকসংহিতা প্রণয়ন করিয়া দেহমল নাশের সাধনোপায় প্রদর্শন করিয়াছেন সেই পতঞ্জলি মুনিকে নতমস্তকে প্রণাম করিতেছি।

এই প্রণাম দ্বারা আচার্য্য শঙ্কর ভগবান পতঞ্জলি মুনির চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ চিত্তশুদ্ধির সাধনকে সমাদর করিতেছেন দৃষ্ট হইতেছে। এখানে দেখা যাইতেছে যোগদর্শনের দ্বারা চিত্তমল নাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি। এই হিসাবে চিত্তমল নাশের জন্য যোগ সর্ব্বসম্প্রদায় কর্ত্তৃকই অধিকারিভেদে গৃহীত হইয়াছে। চিত্তমল নাশ হইলে স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি বা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা হয় ইহা সাংখ্যযোগ দর্শন ও বেদান্ত দর্শন উভয়েরই অঙ্গীকার্য্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সাংখ্যযোগদর্শন মতে চিত্তমল নাশ (চিত্তবৃত্তি-নিরোধ) স্বরূপস্ফূর্ত্তির সাক্ষাৎকারণ কিন্তু বৈদান্তিক মতে চিত্তমল নাশ (চিত্তবৃত্তি নিরোধ) স্বরূপস্ফূর্ত্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে। বেদান্ত মতে মলহীন শুদ্ধচিত্তেই কেবল "অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তির উদ্ভব হইতে পারে। "অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তিই আত্মাকে বিষয়ীভূত করিতে সক্ষম হয়। চিত্তদর্পণে বা বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস রূপ জীব (অর্থাৎ দ্রষ্টা ব্যবহারিক জীব) শুদ্ধচিদাত্মাকে বিষয়ীভূত করিতে পারে না। চিত্তবৃত্তি আত্মাকে বিষয়ীভূত করিলে স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি হয়—চিদাভাস ও দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষ স্বরূপস্থিত হয় বা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চিত্ত ও চিত্তবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া নাশপ্রাপ্ত হয় (মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয়—বাধিত হয়)—চিৎ প্রতিবিম্ব চিতে অর্থাৎ চিদাত্মায় বিলীন হয় বা মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয়। সাংখ্য-যোগ দর্শন মতে একেতর সর্ব্বচিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে চিত্ত একাগ্র হয় ও সমাধিস্থ হয়। সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরুদ্ধ হইলে এবং পরবৈরাগ্যবলে চিত্তের রসরোধ-বৃত্তিও নিবৃত্ত হইলে সমাধিজ প্রজ্ঞা-সংস্কারেরও নিরোধ হয় এবং তন্নিরোধ-সংস্কারেরও নিরোধ হইলে সর্ব্বনিরোধবশতঃ চিত্ত স্বকারণ প্রকৃতিতে লীন হয়—দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষ প্রকৃতিবিযুক্ততা বশতঃ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠিত হয়—তার দ্রষ্টৃত্ব ও ব্যবহারিকত্বের অবসান হয়—সে মুক্ত হয়।

আবার স্বরূপপ্রতিষ্ঠ মুক্ত আত্মার জন্য প্রকৃতি নষ্ট হইয়াও অনষ্ট বলিয়া ভগবান পতঞ্জলি মুনি যোগদর্শনের ২।২২ সূত্রে বলিয়াছেন। ২।২২ সূত্র যথা :—"কৃতার্থং প্রতি তন্নষ্টমপি অনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অনুবাদ—কৃতার্থের প্রতি তাহা অর্থাৎ প্রকৃতি নষ্ট হইলেও অন্য-সাধারণত্ব হেতু তাহা অনষ্ট থাকে।) এখানে উক্ত সূত্রে সঙ্গে সঙ্গে অন্য অজ্ঞানীর অর্থাৎ স্বরূপাপ্রতিষ্ঠের জন্য প্রকৃতি অনষ্ট বলিয়াও বলিয়াছেন। বৈদান্তিকের দৃষ্টিতেও জ্ঞানী অজ্ঞানীর (মুক্ত ও বদ্ধের বা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ ও স্বরূপাপ্রতিষ্ঠের) পার্থক্য নিরূপণে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে জ্ঞানীর অজ্ঞান (প্রকৃতি) নষ্ট, অজ্ঞানীর অজ্ঞান (প্রকৃতি) অনষ্ট বলিয়াই কথিত হয়। বেদান্ত ও সাংখ্যযোগের পার্থক্য এই যে, বৈদান্তিক সাধনায় সিদ্ধ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ—জ্ঞানীর নিকট অজ্ঞান (প্রকৃতি) ত্রৈকালিক অসৎ বলিয়া জ্ঞাত। এতদিন (অর্থাৎ তাঁহার অজ্ঞানাবস্থায়) তাঁহার নিকটও অজ্ঞান বস্তুতঃ অসৎ হইয়াও সৎ বলিয়া প্রতীত হইতেছিলমাত্র। এখন সে ভ্রম তিরোহিত। তাঁহার দৃষ্টিতে অন্য অজ্ঞানীর নিকটও অজ্ঞান ত্রৈকালিক অসৎ, কিন্তু অজ্ঞানীর স্বদৃষ্টিতে অজ্ঞান অজ্ঞানীর নিকট সৎ বলিয়া প্রতীত হইতেছে মাত্র। কিন্তু সাংখ্যযোগ-সিদ্ধ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠের নিকট প্রকৃতি অসৎ নহে, প্রকৃতি সৎ ; তবে জ্ঞানী প্রকৃতির তত্ত্ব অবধারণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত ও মুক্ত আর অজ্ঞানী প্রকৃতিতত্ত্ব অবগত নহে বলিয়া প্রকৃতি-যুক্ত বা প্রকৃতিবদ্ধ বা অমুক্ত। তত্ত্বগত পার্থক্য থাকায় উভয়ের স্বরূপ-প্রতিষ্ঠাতেও পার্থক্য থাকিতে বাধ্য। ভগবান পতঞ্জলির "কৃতার্থং প্রতি তন্নষ্টম্" কথার নষ্ট শব্দ যদি প্রকৃতির অনস্তিত্বে পর্য্যবসান অর্থে গ্রহণ করা হয় তবে প্রকৃতির সত্যতা ও নিত্যতা আর স্বীকার করা যায় না। পুরুষের একত্ব ও বহুত্ব বিষয়ে সংশয় তো যেমন তেমনই রহিল। মনে রাখিতে হইবে যে সাংখ্য যোগদর্শনমতে পুরুষ বহু, নিত্য বিভু, নির্গুণ, অপরিণামী আর প্রকৃতি নিত্য, সগুণ, বিভু ও পরিণামী। বৈদান্তিক নিত্যের পরিণাম স্বীকার করেন না। বৈদান্তিকের মতে যাহা নিত্য তাহা অপরিণামী।

বৈদান্তিকের ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানমূলক বাধমুখ সমাধি ও সাংখ্যযোগীর সর্ব্ব-নিরোধমূলক নিবৃত্ত্যাত্মক অসম্প্রজ্ঞাত যোগ (সমাধি ?) এক কথাও নহে, এক স্থিতিও নহে। এক বলিতে গেলে ভগবান পতঞ্জলি মুনিকে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বলিতে হইবে। কিন্তু তৎপ্রণীত যোগদর্শন সে সাক্ষ্য দেয় না। অবশ্য ভগবান শেষাচার্য্য পতঞ্জলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুনিরচিত "পরমার্থ-সার" নামে এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। গ্রন্থ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গম্ভীরার্থ-দ্যোতক। এই পরমার্থ-সার গ্রন্থ ভগবান পতঞ্জলি মুনিকে নির্ব্বিশেষা-দ্বৈতবাদী বলিয়াই নির্ণীত করে। তথায় তিনি প্রকৃতির (অজ্ঞানের) মিথ্যাত্ব এবং পুরুষের (আত্মার) একত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

রজ্জ্বাং ভুজঙ্গহেতৌ প্রভবনাশৌ যথানন্তঃ।
তাবদুৎপত্তিবিনাশৌ ন চ কারণমস্তি তদ্বদিহ ॥ ৪৯ ॥
জন্মবিনাশ-গমনাগমন-মলৈঃ সঙ্গবর্জ্জিতো নিত্যম্।
আকাশ ইব ঘটাদিষু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোঽপেতঃ ॥ ৫০ ॥
এবং দ্বৈতবিকল্পাং ভ্রমস্বরূপাং বিমোহিনীং মায়াম্।
উৎসৃজ্য সকল-নিষ্কল-মদ্বৈতং ভাবয়েদ্ ব্রহ্ম ॥ ৫৬ ॥
—শেষাচার্য্য ভগবান পতঞ্জলি মুনি প্রণীত পরমার্থসার।

তাৎপর্য্যানুবাদ :—যেমন রজ্জু-সর্প ভ্রমস্থলে রজ্জু ভিন্ন সর্প বা সর্পের কারণ বলিয়া কিছু না থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞান-বশতঃ সর্পভ্রান্তি হয় ঠিক তেমনই আত্মা (ব্রহ্ম) ভিন্ন জগৎ বা জগৎকারণ বলিয়া কিছু না থাকা সত্ত্বেও অনাদি অজ্ঞান-বশতঃ এই জগদ্ভ্রান্তি। আত্মা জগৎ কারণ নহে কিন্তু জগদ্ভ্রান্তির অধিষ্ঠান। অধিষ্ঠান ভিন্ন ভ্রান্তি হয় না। (রজ্জু-সর্পভ্রমে ও তদ্ভ্রমভঙ্গে যেমন সর্পের জন্ম বা নাশ হয় না, সর্প-ভ্রমেরই জন্ম বা নাশ হয় তেমন জগদ্ভ্রমে ও জগদ্ভ্রমভঙ্গে জগতের জন্ম বা নাশ হয় না, জগদ্-ভ্রমেরই জন্ম বা নাশ হয়। জগদ্-ভ্রমের জন্ম ও-নাশ উভয়েরই অধিষ্ঠান আত্মা বা ব্রহ্ম) ॥ ৪৯ ॥ ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে, ঘটরূপ ভাববস্তুর ষড়্‌ভাববিকার দ্বারা বিকৃত হয় না তেমন সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বব্যাপী, অসঙ্গ, উৎপত্তিবিনাশরহিত, গমনাগমনাদি-মলবর্জ্জিত, অদ্বয় পরমাত্মা ও স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বপদার্থে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও তত্তৎপদার্থের অর্থাৎ নামরূপের (ভাববস্তুর) ষড়্‌ভাববিকার দ্বারা বিকৃত হন না। তিনি নিত্য নির্ব্বিকার থাকেন ॥ ৫০ ॥

ঐরূপ দ্বৈতকল্পয়িত্রী ভ্রমস্বরূপা বিশ্ববিমোহিনী মায়াকে সম্পূর্ণরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিহার পূর্ব্বক সকল হইয়াও নিষ্কল অর্থাৎ জীবজগদ্রূপে প্রতীত হইয়াও অদ্বয় (সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ শূন্য) স্বরূপে স্থিত আত্মা বা ব্রহ্মকে ভাবনা করিবে। (৫৬)।

এখানে দেখা যাইতেছে শেষাচার্য্য ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি নির্ব্বিশেষাদ্বৈত-ব্রহ্মাত্মবাদী বৈদান্তিক। এখানে তিনি "উৎসৃজ্য" ও "ভাবয়েৎ" শব্দদ্বয় দ্বারা যথাক্রমে চিত্তনিরোধমূলক সাধনার পর চিত্তবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মকে বিষয়ীভূত বা ব্যাপ্ত করিবার উপদেশও দিয়াছেন।

পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে আছে—

যদ্বৎ সলিলে সলিলং ক্ষীরে ক্ষীরং সমীরণে বায়ুঃ।
তদ্বৎ ব্রহ্মণি বিমলে ভাবনয়া তন্ময়ত্বমুপযাতি ॥ ৫৭ ॥
ইত্থং দ্বৈতসমূহে ভাবনয়া ব্রহ্মভূয়মুপযাতি।
কো মোহঃ কঃ শোকঃ সর্ব্বং ব্রহ্মাবলোকয়তঃ ॥ ৫৮ ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—যেমন জলে জল, দুগ্ধে দুগ্ধ, বায়ুতে বায়ু মিশ্রিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমন জীব ব্রহ্ম ভাবনা দ্বারা ব্রহ্মময় হইয়া যায় অর্থাৎ জীবচৈতন্য ও পরমাত্মচৈতন্য অভিন্ন হইয়া যায়। (৫৭)

এইভাবে জীবজগতে ব্রহ্ম-(আত্ম) বুদ্ধি করতঃ নিদিধ্যাসন ফলে ব্রহ্মাত্মৈক্য বোধ হইলে আর মোহ ও শোক থাকে না, অজ্ঞানও নাশ প্রাপ্ত হয়। (৫৮)

এখানেও ইহা দেখা যাইতেছে যে, ভগবান্ পতঞ্জলি মুনিও "অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মকে (আত্মাকে) বিষয়ীভূত (ব্যাপ্ত) করার কথাই বলিতেছেন।

ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি রচিত চরক সংহিতোক্ত সাংখ্যজ্ঞান ও বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদই সমর্থন করে।

অতঃপরং ব্রহ্মভূতো ভূতাত্মা নোপলভ্যতে।
নিঃসৃত সর্ব্বভাবেভ্যশ্চিহ্নং যস্য ন বিদ্যতে ॥ ৬৫ ॥
গতির্ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্ম তচ্চাক্ষরমলক্ষণম্।
জ্ঞানং ব্রহ্মবিদাঞ্চাত্র নাজ্ঞস্তং জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ৬৬ ॥

—চরকসংহিতা শারীরস্থানম্—(১।৬৫ ও ৬৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাৎপর্য্যানুবাদ—অতঃপর জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে দ্বিতীয় বস্তুর উপলব্ধি হয় না। তখন পুরুষ সর্ব্বভাব হইতে নিঃসৃত হয় অর্থাৎ সর্ব্ব ভাববস্তুর মিথ্যাত্ববোধ হেতু সর্ব্বভাববস্তুতে তাহার অহং-মম বুদ্ধি বিগত হয়, ফলে সর্ব্বভাববস্তুর বন্ধন ভাব হইতে মুক্তি ঘটে। তাঁহার পৃথগস্তিত্বের আর কোন চিহ্ন থাকে না। পার্থক্যবোধের জন্যই চিহ্ন। দ্বিতীয় বস্তুর অভাব হেতু পার্থক্যবোধ ও পার্থক্যবোধের জন্য চিহ্ন কিছুই থাকে না। (৬৫)

ব্রহ্মই ব্রহ্মবিদ্‌গণের গতি। তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম অক্ষর (কূটস্থ) ও লক্ষণ-বিহীন। ব্রহ্মবিদ্‌গণের জ্ঞানস্বরূপ। অজ্ঞেরা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নহে। (৬৬)

—চরকসংহিতা শারীরস্থান প্রথম অধ্যায়।

লোকে বিততমাত্মানং লোকঞ্চাত্মনি পশ্যতঃ।
পরাবরদৃশঃ শান্তি র্জ্ঞানমূলা ন নশ্যতি॥

—চরকসংহিতা শারীরস্থানম্ (৫।২৫)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—যিনি লোকে অর্থাৎ জগতে আত্মা এবং আত্মাতে জগৎ দেখিতে পান সেই ব্রহ্মজ্ঞ ও লোকজ্ঞ মহাত্মার জ্ঞানমূলা শান্তি কখনও নষ্ট হয় না। —চরকসংহিতা শারীরস্থান (৫।২৫)

এখানেও ইহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত যে শেষাচার্য্য ভগবান পতঞ্জলি মুনি নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদী ছিলেন। জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিকে অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শনরূপ ব্রাহ্মীস্থিতিকেই স্বরূপস্থিতি বা মুক্তি বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন।

"সর্ব্বলোকমাত্মনি আত্মানঞ্চ সর্ব্বলোকে সমনুপশ্যতঃ তস্য আত্মবুদ্ধিরুৎ-পদ্যতে।" —চরকসংহিতা শারীরস্থানম্ (৫।৭)

তাৎপর্য্যানুবাদ—যিনি সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন তিনিই আত্মজ্ঞানী, তিনিই স্বরূপপ্রতিষ্ঠ।

—চরকসংহিতা শারীরস্থান (৫।৭)

নির্ব্বিকারঃ পরস্ত্বাত্মা সর্ব্বভূতানাং নির্ব্বিশেষঃ।
সত্ত্বশরীরয়োস্তু বিশেষাদ্ বিশেষোপলব্ধিঃ॥

—চরকসংহিতা শারীরস্থানম্ (৪।৪১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাৎপর্যানুবাদ :—পরমাত্মা নির্ব্বিকার, সর্ব্বভূতে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ সম। কেবল সত্ত্ব (বুদ্ধি) ও শরীরের ভেদবশতঃ তাহাতে ভেদ লক্ষিত হয়। —চরকসংহিতা শারীরস্থান (৪।৪১)

এখানেও ভগবান পতঞ্জলি মুনি আত্মার একত্ব অঙ্গীকার করিতেছেন।

শেষাচার্য ভগবান পতঞ্জলি মুনি তাঁহার স্বরচিত পাণিনীয় মহাভাষ্যে পাণিনি ব্যাকরণের "ধাতোঃ কর্ম্মণঃ সমানকর্তৃকাদ্ ইচ্ছায়াং বা" (৩।১।৭) সূত্রের ভাষ্যে "নদীকূলং পিপতিষতি" (নদীকূল পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে) এই বাক্যের সঙ্গতি বিচার করিয়াছেন। নদীকূল অচেতন পদার্থ। তাহার ইচ্ছা হইতে পারে না। অথচ এই রকম প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহার সমাধানার্থ ভগবান পতঞ্জলি মুনি ও তদ্বার্ত্তিককার "সর্ব্বস্য বা চেতনাবত্ত্বাৎ" (সকল বস্তুই চেতন বলিয়া) এরূপ প্রয়োগও শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে—এ কথা বলিয়াছেন। ইহার সমর্থনে ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি "ঋষিঃ পঠতি—শৃণোত গ্রাবাণঃ" (ঋষি পাঠ করিতেছেন—প্রস্তর সকল শ্রবণ কর) এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাভাষ্য প্রদীপকার কৈয়ট মহাভাষ্যোক্ত উক্ত প্রয়োগের ও তৎসমর্থনে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"আত্মাদ্বৈতদর্শনে সমস্ত বস্তুকে চেতন বলা হয়"। "বেদঃ সর্ব্বভাবানাং চৈতন্যং প্রতিপাদয়তি" (বেদ সমস্ত ভাববস্তুরই চৈতন্য প্রতিপাদন করেন)। অন্যত্র মহাভাষ্য প্রদীপকার কৈয়ট বলিয়াছেন—"অসত্যোপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্মতত্ত্বং দ্রব্যশব্দবাচ্যমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মদর্শনে গোত্বাদি জাতেরপি অসত্ত্বাৎ অনিত্যত্বম্। আত্মৈবেদং সর্ব্বম্ ইতি বচনাৎ"। (অনুবাদ—অসত্য উপাধিযুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বই দ্রব্যশব্দবাচ্য। ব্রহ্মদর্শনে গোত্বাদি জাতিও সত্তাহীনতা নিবন্ধন অনিত্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কেননা উপনিষৎকার বলিয়াছেন যে এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই আত্মা।)

এই সব দৃষ্টে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি "বিষয়ী ও বিষয় ভাবাত্মক মায়িক সর্ব্বজগৎ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান এক অদ্বৈত আত্মাই" এই অদ্বৈতবাদ মান্য করিতেন।

অধুনা লুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়-পরম্পরা সাংখ্যযোগ দর্শনে বর্ণিত উক্তিতে ভিন্ন ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি কোন সম্প্রদায়ে স্থূল-সূক্ষ্মভূতেন্দ্রিয়াদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ক ও অহঙ্কারাস্মিতাদি বিষয়ক বিতর্ক, বিচার, আনন্দও অস্মিতানুগত, একাগ্র সম্প্রজ্ঞাতযোগ বা সমাধি অভ্যাসের প্রথা দৃষ্ট হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে কোন যোগী হিমপর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গদেশ হইতে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারক ফল আহরণ করিয়া ও ভক্ষণ করতঃ যোগবলে চন্দ্রলোকে গমন ও কিছুকাল বাস করিয়া পরে লোককল্যাণার্থ মর্ত্তাধামে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ জীবোদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইয়া গুপ্তভাবে ঐ সব সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাধি অভ্যাস যদি শিক্ষা দিতে আসেন বা থাকেন—তবে সে কথা স্বতন্ত্র। সর্ব্বসম্প্রদায়েই প্রায়শঃ শেষাচার্য্য ভগবান্ পতঞ্জলি কথিত ঈশ্বর প্রণিধানাত্মক একাগ্র সমাধি অভ্যাসের প্রথাই দৃষ্ট হয়। কোথায়ও কখনও বা নিরাকার সগুণ কোথায়ও বা নিরাকার নির্গুণ বোধে ঈশ্বর প্রণিধানাত্মক একাগ্র সমাধির অভ্যাস বর্ত্তমান, স্থলবিশেষে অধুনা ভগবান্ পতঞ্জলি কথিত (১।৩৭) বীতরাগ-পুরুষ বা মুক্ত পুরুষবোধে গুরু-(স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরু)-প্রণিধানাত্মক সমাধি অভ্যাসের প্রথাও দৃষ্ট হয়। কোথায়ও বা দেবতা (বিশেষ বিশেষ দেবতা) প্রণিধানাত্মক, কোথায়ও বা এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন তনুবোধে বিভিন্ন দেবতা প্রণিধানাত্মক সমাধি অভ্যাসের প্রথা দৃষ্ট হয়। আবার ভগবান পতঞ্জলি কথিত প্রাণায়ামাভ্যাস (১।৩৪ ও ২।৪৯—৫২) দ্বারা চিত্তের প্রকাশাবরণ ক্ষয় প্রচেষ্টা ও তৎ কথিত জ্যোতিঃ-ধ্যানের দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য লাভের প্রচেষ্টাও দৃষ্ট হয়। অবশ্যই সাংখ্যযোগদর্শন চিত্তস্থৈর্য্য লাভের জন্য যথারুচি ধ্যানের (১।৩৯) ব্যবস্থাও দিয়াছেন। কিন্তু প্রাণায়াম ও জ্যোতিঃধ্যানের মূল উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি বা নজর না রাখিয়া চমৎকারিত্বের দিকেই আকর্ষণ অধিকতর দৃষ্ট হয়। সাংখ্যযোগদর্শন যদিও ঈশ্বর-প্রণিধানাত্মক সমাধিজাত প্রজ্ঞা সংস্কারের ও নিরোধবশতঃ স্বতঃ স্বরূপস্থিতি ও নির্ব্বীজ কৈবল্য অঙ্গীকার করেন, কিন্তু তবুও বর্ত্তমানে তদনুসারে তৎপ্রকার নির্ব্বীজকৈবল্য লাভের জন্য সাধন প্রয়াস প্রায়শঃ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে প্রস্থানত্রয়ীর বিশেষ করিয়া তদন্তর্গত ন্যায় প্রস্থানের অর্থাৎ বেদান্ত দর্শন বা উত্তর মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে অদ্বৈত-বাদিগণ ব্যতীত অপর সমস্ত মতবাদিগণই (বৈষ্ণববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, শাক্ত-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী বা স্বতন্ত্রা-স্বতন্ত্রবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদাত্মক শৈববিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী ও অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী প্রভৃতি) এবং কাশ্মীরক শৈব স্পন্দবাদিগণ বা প্রত্যভিজ্ঞামতবাদিগণ ও ভক্তিমূলক ঈশ্বর প্রণিধানাত্মক একাগ্র সমাধি দ্বারাই ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের ফলে ঈশ্বর কৃপায় স্ব স্ব মতবাদমূলক অভীষ্টানুযায়ী তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধি ও পরমানন্দানুভবাত্মক সার্ষ্টি, সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তি স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদিগণ ও ভক্তিমূলক ঈশ্বর প্রণিধানাত্মক একাগ্র সমাধি দ্বারা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ফলে ঈশ্বর কৃপায় শুদ্ধচিত্ত হইয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত বুদ্ধি-যোগাবলম্বনে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহায়ে ধ্যানের পরিপকতানুসারেক্রমশঃ বাহ্য বা আন্তর দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্পসমাধি, শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি ও পরিশেষে নির্ব্বিকল্প সমাধি-জাত ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধে স্বরূপ স্থিতি ও কৃতকৃত্যতা অঙ্গীকার করেন।

নিছক ন্যায় বৈশেষিক ও পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় বর্ত্তমান ভারতে দৃষ্ট হয় না। তবে বুদ্ধিতৈক্ষ্ণ্য ও বিচার শুদ্ধির জন্য ন্যায়বৈশেষিকের প্রমাণ মীমাংসা এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য পূর্ব্ব মীমাংসার সকাম নিষ্কাম কর্ম্ম সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই গৃহীত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ন্যায় বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসার প্রমাতৃ-বিষয়ক মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ভিন্ন অন্যান্য সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই স্ব স্ব মতবাদানুসারে পরিমার্জ্জিতরূপে গৃহীত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

সমাধিকে যোগদর্শনোক্ত চিত্তবৃত্তি-নিরোধাত্মক লয়মুখ সমাধি ও বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদোক্ত বাধ-মুখ সমাধি এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লয়মুখ সমাধিকে আবার একেতর সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-রূপে ও সম্যক্ সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক নিবৃত্তিমূলক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক নিবৃত্তি মূলক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে আবার দীর্ঘকাল নিবৃত্তিমূলক ভবপ্রত্যয় নামক কারণলয়াত্মক সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপে ও পূর্ণতয়া নিবৃত্তিমূলক উপায়-প্রত্যয় নামক কারণলয়াত্মক নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বংশপরম্পরা প্রদর্শনীবৎ কোষ্ঠক-পত্রিকা

- সমাধি
  - যোগদর্শনোক্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধাত্মক লয়মুখ সমাধি
    - একেতর সর্ব্বচিত্তবৃত্তি নিরোধাত্মক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি যোগ
      - গ্রাহ্য সমাপত্তি
      - গ্রহণ সমাপত্তি
      - গ্রহীতৃ সমাপত্তি
    - সর্ব্বচিত্তবৃত্তি নিরোধাত্মক নিবৃত্তিমূলক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা যোগ
      - দীর্ঘকাল নিবৃত্তিমূলক ভবপ্রত্যয় নামক কারণ লয়াত্মক সবীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি
        - বিদেহলয়
        - প্রকৃতিলয়
      - পূর্ণতয়া নিবৃত্তিমূলক ভবপ্রত্যয় নামক কারণ লয়াত্মক নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি
  - বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদোক্ত বাধমুখ সমাধি (পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দ্রষ্টব্য :—এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধমুখ-সমাধি

বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদোক্ত

- বাহ্যদৃশ্যাবলম্বনে
  - সবিকল্প
    - দৃশ্যানুবিদ্ধ (সবিকল্প)
    - শব্দানুবিদ্ধ (সবিকল্প)
    - শব্দাননুবিদ্ধ (সবিকল্প) অদ্বৈতভাবনা
  - নির্ব্বিকল্প
    - অদ্বৈতভাবনা
    - অদ্বৈতাবস্থা
- আন্তরদৃশ্যাবলম্বনে
  - সবিকল্প
    - দৃশ্যানুবিদ্ধ
    - শব্দানুবিদ্ধ
    - শব্দাননুবিদ্ধ অদ্বৈতভাবনা
  - নির্ব্বিকল্প
    - অদ্বৈতভাবনা
    - অদ্বৈতাবস্থা

দ্রষ্টব্য :—শব্দাননুবিদ্ধ সবিকল্প অদ্বৈতভাবনা ও নির্ব্বিকল্প অদ্বৈতভাবনার পার্থক্য পরে লক্ষণ বর্ণনায় জ্ঞাতব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহ্যদৃশ্যাবলম্বনে দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি :—

অধিষ্ঠানং পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥ ৮৭৯'২ ॥
তত্রাধ্যস্তমিদং ভাতি নামরূপাত্মকং জগৎ।
সত্ত্বং চিত্ত্বং তথানন্দরূপং যদ্ ব্রহ্মণস্ত্রয়ম্ ॥ ৮৮০ ॥
অধ্যস্ত-জগতোরূপং নামরূপমিদং দ্বয়ম্। ৮৮১'১।
অরোপিতে নামরূপে উপেক্ষ্য ব্রহ্মণঃ সতঃ ॥ ৮৮৩'২ ॥
স্বরূপমাত্রগ্রহণং সমাধির্বাহ্য আদিমঃ। ৮৮৪'১।
এতদ্দৃশ্যং নামরূপাত্মকং যোঽধিষ্ঠানং তদ্ ব্রহ্মসত্যং সদেতি।
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ বা শয়ানোঽপি নিত্যং
কুর্য্যাদ্ বিদ্বান্ বাহ্যদৃশ্যানুবিদ্ধম্ ॥ ৮৯১ ॥

—শঙ্করাচার্য্য-প্রণীতঃ সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ—সেই ব্রহ্মে এই নাম রূপাত্মক জগৎ প্রতীত হয়। সৎ-স্বরূপত্ব, চিৎস্বরূপত্ব ও আনন্দ-স্বরূপত্ব এই তিনটী ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। আর নাম ও রূপ এই দুইটী ব্রহ্মে অধ্যস্ত জগতের রূপ। সচ্চিদানন্দ লক্ষণ পরব্রহ্মই নামরূপাত্মক জগতের অধিষ্ঠান। ব্রহ্মে আরোপিত নামরূপকে উপেক্ষা করিয়া সচ্চিদানন্দলক্ষণাত্মক স্বরূপমাত্র বোধকে বাহ্য সমাধি ও প্রথম সমাধি বলিয়া অভিহিত করা হয়। যে জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বদা গমনাবস্থায় কিংবা আসীনাবস্থায় কিংবা শয়ানাবস্থায়ও নামরূপাত্মক জগৎ প্রপঞ্চের সত্যাধিষ্ঠান রূপ নিত্য সৎস্বরূপকে অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুকে অবগত হন বা থাকেন তাঁহাকে বাহ্যদৃশ্যানুবিদ্ধ-সবিকল্প সমাধিস্থ বলা হইয়া থাকে।

—সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ

বাহ্যদৃশ্যাবলম্বনে শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি :—

সচ্চিদানন্দরূপস্য সকাশাদ্ ব্রহ্মণো যতিঃ ॥ ৮৮৪'২ ॥
নামরূপে পৃথক্ কৃত্বা ব্রহ্মণ্যেব বিলাপয়ন্।
অধিষ্ঠানং পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ॥
যৎ তদেবাহমিত্যেব নিশ্চিতাত্মা ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৮৮৫ ॥
অধ্যস্ত-নামরূপাদি-প্রবিলাপেন নির্ম্মলম্।
অদ্বৈতং পরমানন্দং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ ॥ ৮৯২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বিকারং নিরাকারং নিরঞ্জনমনাময়ম্।
আদ্যন্তরহিতং পূর্ণং ব্রহ্মৈবাহং ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯৩ ॥
—সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ—সমাধি সিদ্ধিকামী সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে প্রতিভাসমান (প্রতীতিমাত্রসার) নাম ও রূপকে পৃথক্ করিয়া ব্রহ্মে বিলীন করতঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম "আমিই" এরূপ দৃঢ়-নিশ্চয়-চিত্ত হইবে। আরোপিত নাম ও রূপ প্রভৃতিকে ব্রহ্মাধিষ্ঠানে বিলীন করিয়া (প্রবিলাপ করিয়া) অদ্বিতীয় পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আমি এবং অমিই অদ্বিতীয় পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম এরূপ নিদিধ্যাসন করিবে। ক্রমে আমিই নির্ব্বিকার, নিরাকার, নিষ্কলঙ্ক, সর্ব্বদুঃখরহিত (সর্ব্বসুখদুঃখরহিত), জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত, পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মই এরূপ নিঃসংশয় হইবে। এই অবস্থাকেই বাহ্যদৃশ্যাবলম্বনে শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলা হইয়া থাকে।
—সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ (৮৮৪, ৮৮৫, ৮৯২, ৮৯৩)

বাহ্যদৃশ্যাবলম্বনে শব্দাননুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি :—

"জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ত্রিপুটী-বিলয়ানপেক্ষয়া "অহং ব্রহ্মাস্মীতি" শব্দাননু-বিদ্ধতয়া অদ্বিতীয়ে বস্তুনি অবিচ্ছেদেন চিত্তবৃত্তেঃ অবস্থানম্।"
—বেদান্তসারঃ—নৃসিংহ সরস্বতীকৃত-সুবোধিনী টীকা (১৯৪)

তাৎপর্য্যানুবাদ—জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতি ত্রিপুটী বিকল্পের লয়কে অপেক্ষা না করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে যে তদাকারাকারিত অবিচ্ছিন্ন "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ শব্দাননুবিদ্ধ চিত্তবৃত্তিতে অবস্থান তাহাই শব্দাননু-বিদ্ধ সবিকল্প সমাধি।
—বেদান্তসার—নৃসিংহ সরস্বতীকৃত সুবোধিনী টীকা (১৯৪)

এই বাহ্যদৃশ্যাবলম্বনে শব্দাননুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধিতে স্বর্ণালঙ্কার বোধে স্বর্ণবোধবৎ নামরূপান্বিত সচ্চিদানন্দবোধই ভাসমান থাকে। অলঙ্কার যেমন প্রতীতিমাত্র সার বলিয়া বোধ হয় নামরূপও তেমনি প্রতীতিমাত্র সার বলিয়া বোধ হয়। এমন কি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটী বোধ সম্যক্ বিলয়প্রাপ্ত না হইলেও এই ত্রিপুটী বোধ যে প্রতীতিমাত্র সার ও মিথ্যা এই বোধ দৃঢ় থাকে। প্রতীতির সহিত প্রতীতি-মিথ্যাত্ববোধের বিদ্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানতার দৃষ্টান্তরূপে প্রৌঢ় নৌ-যাত্রীর নিকট তটস্থ বৃক্ষরাজির চলায়মানত্ব প্রতীতিও যুগপৎ তন্মিথ্যাত্ব-প্রতীতির বিদ্যমানতাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই তথ্য সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ ও সর্ব্বজনবিদিত।

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই শব্দাবৃত্তি সহিত ব্রহ্মাকারাকারিত চিত্তবৃত্তিতে অবস্থান ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি নামে কথিত হয়। শব্দাননুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধিকে (অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই শব্দাবৃত্তিরহিত সবিকল্প সমাধিকে) কেহ কেহ অদ্বৈত-ভাবনা সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রথমাবস্থাকেও অদ্বৈত ভাবনা সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

বাহ্যদৃশ্যাবলম্বনে নির্ব্বিকল্প সমাধি :—

> ব্রহ্মানন্দরসাবেশাদেকীভূয় তদাত্মনা।
> বুদ্ধের্যা নিশ্চলাবস্থা স সমাধিরবিকল্পকঃ॥ ৮৯৯॥
>
> —সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ—ব্রহ্মসুখরূপ রসাবেশ ফলে অর্থাৎ আত্মাকে পূর্ণানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বুঝিবার ফলে ব্রহ্মাত্মৈক্য বোধদার্ঢ্য হেতু জাত বুদ্ধি-নৈশ্চল্যকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলা হইয়া থাকে।

—সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ (৮৯৯)

"স্তব্ধীভাবো রসাস্বাদাৎ" —দৃগদৃশ্যবিবেকঃ ২৯

তাৎপর্য্যানুবাদ—"আত্মা অখণ্ডৈক রস পূর্ণানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই"—এই বোধ-দার্ঢ্যের নামই রসাস্বাদ। তৎফলে যে বুদ্ধিনৈশ্চল্য অর্থাৎ বৃত্তিরাহিত্য (বুদ্ধির বৃত্তিরাহিত্যই বুদ্ধির ব্রহ্মীভবন)ই নির্ব্বিকল্প সমাধি স্থিতি।

এই নির্ব্বিকল্প সমাধিও আবার অদ্বৈতভাবনা ও অদ্বৈতাবস্থা ভেদে দ্বিবিধ।

"চিরকালাভ্যস্ত-যত্নুত্তর-সবিকল্প-সমাধ্যনুভবজনিত-সংস্কার-সহকৃতায়াঃচিত্ত-বৃত্তেঃ জ্ঞাত্রাদিত্রিপুটীলয়পূর্ব্বকম্ অদ্বৈতে বস্তুনি একভাবনাত্মকঃ প্রথমঃ।"

এতন্নির্ব্বিকল্পক-সমাধ্যাভ্যাস-পাটবেন লুপ্ত-সংস্কারতয়া জ্ঞাত্রাদি-ত্রিপুটী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লয়-পূর্ব্বকম্ অখণ্ডাকারাকারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ বিনাপি স্বস্ফূর্তিং কেবল-চিদানন্দাত্মনাবস্থানাত্মকঃ দ্বিতীয়ঃ।

—বেদান্তসার—শ্রীমৎ-সদানন্দ-যোগীন্দ্র সরস্বতী-বিরচিতঃ।

—সুবোধিনী টীকা (শ্রীমৎ নৃসিংহ সরস্বতী বিরচিত)। (১৯৭)

তাৎপর্য্যানুবাদ—দীর্ঘকাল ধরিয়া শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি অভ্যাসানুভবজনিত সংস্কার সহিত জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতি ত্রিপুটীলয়পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দাদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মৈক্য ভাবনাত্মক নির্ব্বিকল্প সমাধি বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

আর এই অদ্বৈত ভাবনারূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যাসপটুতাজনিত শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি অভ্যাসজনিত সংস্কার রহিত জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতি ত্রিপুটীলয়পূর্ব্বক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির স্বস্ফূর্ত্তি রহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপমাত্রস্থিতিই অদ্বৈতাবস্থা রূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

বৃত্তিরহিত চিত্ত বা বুদ্ধিই ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত থাকে। উহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। উহাই অদ্বৈতাবস্থারূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি। মনে রাখিতে হইবে চিত্তবৃত্তির ব্রহ্মাকারাকারিতত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চিত্ত বৃত্তিরহিতও নিশ্চল হইবে। চিত্তবৃত্তির ব্রহ্মাকারাকারিতত্বই চিত্তবৃত্তির স্বস্ফূর্ত্তিরাহিত্য বা চিত্তের বৃত্তিরাহিত্য ও নৈশ্চল্য। চিত্ত ও চিত্তবৃত্তির জড়ত্ব প্রাপ্তি সমাধিও নহে—বাঞ্ছিতও নহে।

শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধিরূপ অদ্বৈতভাবনা ও নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রথমাবস্থারূপ অদ্বৈতভাবনা—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত অদ্বৈতভাবনাতে জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই ত্রিপুটীর অপেক্ষা আছে অর্থাৎ ত্রিপুটী থাকিবে আর দ্বিতীয়োক্ত অদ্বৈতভাবনাতে ত্রিপুটী থাকিবে না কিন্তু ত্রিপুটীর সংস্কার থাকিবে।

আন্তরদৃশ্যাবলম্বনে দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি—

কামাদিপ্রত্যয়ৈর্দৃশ্যৈঃ সংসর্গো যত্র দৃশ্যতে ॥ ৮৩০,২ ॥
সোঽয়ং দৃশ্যানুবিদ্ধঃ স্যাৎ সমাধিঃ সবিকল্পকঃ।
অহং মমেদমিত্যাদি কামক্রোধাদিবৃত্তয়ঃ ॥ ৮৩১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃশ্যন্তে যেন সংদৃষ্টা দৃশ্যাঃ স্যুরহমাদয়ঃ।
কামাদিসর্ব্ববৃত্তীনাং দ্রষ্টারমবিকারিণম্ ॥ ৮৩২ ॥
সাক্ষিণং স্বং বিজানীয়াদ্ যস্তাঃ পশ্যতি নিষ্ক্রিয়ঃ।
কামাদিনামহং সাক্ষী দৃশ্যন্তে তে ময়া ততঃ ॥ ৮৩৩ ॥
ইতি সাক্ষিতয়াত্মানং জানাত্যাত্মনি সাক্ষিণম্।
দৃশ্যং কামাদি সকলং স্বাত্মন্যেব বিলাপয়েৎ ॥ ৮৩৪ ॥
নাহং দেহো নাপ্যসুর্নাক্ষবর্গো নাহঙ্কারো নো মনো নাপি বুদ্ধিঃ।
অন্তস্তেষাং চাপি তদ্‌বিক্রিয়াণাং সাক্ষী নিত্যঃপ্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৫ ॥

—সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ—যাহাতে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি প্রত্যয়রূপ দৃশ্যবস্তুর অর্থাৎ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হয় তাহাকে আন্তর—দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলে। আমিই দেহ মন বুদ্ধি বা অহঙ্কার, অথবা অমারই এই দেহ, মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার, এইরূপ বৃত্তিগুলি ও কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে যে দর্শন করে সেই দ্রষ্টা এবং তত্তৎবৃত্তিগুলি আন্তর দৃশ্য বা আন্তর প্রত্যয় নামে অভিহিত। এই সমস্ত আন্তর প্রত্যয় বা দৃশ্য বা পদার্থসমূহের দ্রষ্টা বিষয়ীকে তত্তৎদৃশ্যবিষয়কে এবং দ্রষ্টা বিষয়ীও দৃশ্য বিষয় উভয়ের সম্বন্ধকে, যিনি জানেন সেই নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার সাক্ষিস্বরূপ সচ্চিদানন্দ—লক্ষণাত্মক আত্মাই উক্ত নামরূপাত্মক আন্তরদৃশ্যসমূহ, তত্তৎ দৃশ্যসমূহের দ্রষ্টা এবং তদুভয়ের সম্বন্ধ রূপ দর্শন—এই ত্রিতয়ের অধিষ্ঠান আর এই ত্রিতয় তাঁহাতে আরোপিত (অধ্যস্ত) ও মিথ্যা। এই আরোপিত (অধ্যস্ত) ত্রিতয়কে উপেক্ষা করিয়াও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার সাক্ষিস্বরূপ আত্মাতে বিলীন করিয়া সেই সাক্ষিস্বরূপ আত্মাকে যিনি আত্মরূপে অবগত হন, তিনিই আন্তর দৃশ্যাবলম্বনে সবিকল্প সমাধিস্থ বলিয়া অভিহিত এবং তাঁহার সেই অবস্থা আন্তর-দৃশ্যাবলম্বনে দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সেই সমাধিস্থ জীব মনে করেন যে, আমি দেহ নহি, প্রাণাদি নহি, ইন্দ্রিয়বর্গ নহি, অহঙ্কার নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, আমি তাহাদের ও তাহাদের বিক্রিয়া সমূহের লয়স্থান ও সাক্ষিস্বরূপ সচ্চিদানন্দ লক্ষণাত্মক পরমাত্মা।

—সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ (৮৩০.২)

বাহিরের দৃশ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিবার পর অন্তরে তৎপ্রত্যয় জন্মে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রত্যয়ে এই বোধ থাকে যে, "আমি রূপাদি দর্শন করিতেছি" (অর্থাৎ অনুভব করিতেছি)। এইখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই ত্রিপুটীই এই প্রত্যয়ে বর্ত্তমান থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও থাকে যে,—"আমি (২য়) রূপ দর্শন করিতেছি।" এইখানে এই দ্বিতীয় "আমি" উক্ত আন্তর-প্রত্যয়ান্তর্গত দ্রষ্টা, রূপ আন্তর প্রত্যয়ান্তর্গত দৃশ্য এবং উভয়ের সম্বন্ধ হইল আন্তর-প্রত্যয়ান্তর্গত দর্শন। আর প্রথম "আমি" হইল উক্ত আন্তর-প্রত্যয়ান্তর্গত ত্রিতয়ের বা ত্রিপুটীর অধিষ্ঠান বা সাক্ষিস্বরূপ বা সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, সচ্চিদানন্দ-লক্ষণাত্মক আত্মা। আন্তর-প্রত্যয়ান্তর্গত উক্ত ত্রিতয় নামরূপাত্মক। উক্ত ত্রিতয়কে অধ্যস্ত জ্ঞানে ও মিথ্যা জ্ঞানে তুচ্ছ বোধে উপেক্ষা করিয়া এবং সাক্ষিচৈতন্য স্বরূপ সচ্চিদানন্দাধিষ্ঠানে বিলীন করিয়া, যিনি এই সাক্ষিচৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে অবগত হইয়া, নিত্য ধ্যানপরায়ণ থাকেন তিনিও আন্তর দৃশ্যাবলম্বনে দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধিস্থ বলিয়া মতান্তরে অভিহিত হইতে পারেন এবং ঐ অবস্থা আন্তর দৃশ্যাবলম্বনে দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলিয়া মতান্তরে অভিহিত হইতে পারে।

কামাদ্যাশ্চিত্তগা দৃশ্যাস্তৎ সাক্ষিত্বেন চেতনম্।
ধ্যায়েদ্ দৃশ্যানুবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ॥ ২৪ ॥

—দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকঃ (বাক্যসুধা)

তাৎপর্য্যানুবাদ—চিত্তগত কাম সংকল্প প্রভৃতি বৃত্তি দৃশ্যমধ্যে গণ্য। আত্মচৈতন্য তৎসমুদয়ের সাক্ষিরূপে দ্রষ্টৃভাবাপন্ন দ্রষ্টা। সেই আত্মচৈতন্যের ধ্যাননিরতাবস্থাই আন্তর দৃশ্যাবলম্বনে দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি। (দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক—২৪)

আন্তর দৃশ্যাবলম্বনে শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি—

কামাদি-দৃশ্য-প্রবিলাপ-পূর্ব্বকং শুদ্ধোঽহমিত্যাদিক-শব্দ-মিশ্রঃ।
দৃশ্যেবনিষ্ঠস্য য এষ ভাবঃ শব্দানুবিদ্ধঃ কথিতঃ সমাধিঃ॥ ৮৭২ ॥

—সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ

তাৎপর্য্যানুবাদঃ—কামাদি আন্তরদৃশ্যবস্তু সমূহকে তদধিষ্ঠান আত্মায় প্রবিলাপপূর্ব্বক সাক্ষিদৃক্‌স্বরূপাত্মনিষ্ঠ পুরুষের "আমিই সেই শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবম্প্রকার শব্দ সম্বলিত যে ভাব অর্থাৎ অবস্থা তাহাই আন্তর দৃশ্যাবলম্বনে শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলিয়া কথিত হয়।

—সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ (৮৭২)

অসঙ্গঃ সচ্চিদানন্দঃ স্বপ্রভঃ দ্বৈতবর্জ্জিতঃ।
অস্মীতি শব্দবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ॥ ২৫॥

—দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকঃ (বাক্য সুধা)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—"আমিই সেই স্বপ্রকাশ, অসঙ্গ, সচ্চিদানন্দ, কাম-ক্রোধ-সঙ্কল্পাদি সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতবর্জ্জিত পরমাত্মতত্ত্ব ব্রহ্ম"—এইরূপ শব্দ সম্বলিত ভাবনাত্মক সমাধি আন্তর দৃশ্যাবলম্বনে শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে।

আন্তর দৃশ্যাবলম্বনে শব্দাননুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি স্থিতি পূর্ব্বোক্ত শব্দাননুবিদ্ধ বাহ্যদৃশ্যাবলম্বনে শব্দানুবিদ্ধ সমাধি স্থিতির অনুরূপই।

আন্তর দৃশ্যাবলম্বনে নির্ব্বিকল্প সমাধি :—

দৃশ্যস্যাপি চ সাক্ষিত্বাৎ সমুল্লেখনমাত্মনি।
নিবর্ত্তকমনোঽবস্থা নির্বিকল্প ইতীর্য্যতে॥ ৮৭৩॥

—সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ : আন্তর দৃশ্যসমূহের সাক্ষিত্ব হেতু আত্মাতে অবিচল স্থিতিবশতঃ চিত্তের যে নিবৃত্তি, অর্থাৎ বৃত্তিরাহিত্য তাহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

—সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ (৮৭৩)

স্বানুভূতি রসাবেশাদ্দৃশ্য শব্দানুপেক্ষিতুঃ।
নির্ব্বিকল্প সমাধিঃ স্যান্নিবাতস্থিতদীপবৎ॥ ২৬॥

—দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকঃ (বাক্য সুধা) ২৬

(এই গ্রন্থ কাহারও মতে শঙ্করাচার্য রচিত, কাহারও মতে বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত, কাহারও মতে ভারতী তীর্থ বিরচিত)।

তাৎপর্য্যানুবাদ :—স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দাবির্ভাব বশতঃ সাধক কামক্রোধ-সঙ্কল্পাদি দৃশ্য ও "আমিই সেই অসঙ্গ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" প্রভৃতি শব্দকেও উপেক্ষা করিয়া বায়ুশূন্য দেশে অবস্থিত নিশ্চল দীপশিখার মত নিশ্চল চিত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অর্থাৎ বৃত্তিবিরহিত চিত্ত) হন, তখন সেই অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলা হইয়া থাকে।

—দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক (বাক্য সুধা) ২৬

মনে রাখিতে হইবে নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থিতি বাহ্যদৃশ্যাবলম্বনে বা আন্তর দৃশ্যাবলম্বনে—যে কোন প্রকারেই হউক উহার স্বরূপে কোন ভেদ নাই। উভয়স্থিতি সর্ব্বাংশে একই। আন্তর দৃশ্যাবলম্বনে লব্ধ নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থিতি পূর্ব্ববৎ অদ্বৈতভাবনা ও অদ্বৈতাবস্থা ভেদে দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ স্থিতিও সর্ব্বাংশে পূর্ব্বানুরূপ।

বাধমুখ সমাধির ও নিবৃত্ত্যাত্মক লয়মুখ সমাধির পার্থক্য বিচার করিতে হইলে "বাধ" ও "লয়" এই পারিভাষিক সংজ্ঞাদ্বয়ের অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। কার্য্য কারণে লয়প্রাপ্ত হয় কারণ থাকে; কিন্তু কার্য্যও কারণে সুপ্ত বা লীন থাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। কালবশে কারণ হইতে কার্য্যের পুনরুদ্গম হইতে পারে। কাজেই পূর্ণতয়া কার্য্যের নিবৃত্তি 'লয়' দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না। সাংখ্যযোগদর্শনের পূর্ণতয়া নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগকে (সমাধিকে?) তাঁহাদের স্বসিদ্ধান্তানুসারে পূর্ণতয়া নিবৃত্ত্যাত্মক লয়মুখ সমাধি বলা যাইতে পারে। প্রকৃতিপুরুষ বিবেক খ্যাতি ফলে চিত্ত তৎকারণ প্রকৃতিতে লীন হয়। আর পুরুষ স্বরূপ প্রতিষ্ঠ হইয়া নির্ব্বীজ কৈবল্য লাভ করে। চিত্ত প্রকৃতি লীন হয়, চিত্তের ধ্বংস হয় না। প্রকৃতিরও ধ্বংস হয় না। কিন্তু বিবেক খ্যাতিহীন স্বরূপাপ্রতিষ্ঠের জন্য চিত্ত এবং প্রকৃতি থাকিলেও বিবেক খ্যাতিসম্পন্ন স্বরূপ-প্রতিষ্ঠের জন্য চিত্ত ও প্রকৃতি থাকে না। এই কথা সাংখ্যযোগদর্শন অঙ্গীকার করেন। এ সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি পূর্ব্বেও প্রকারান্তরে দর্শিত হইয়াছে। বাধমুখ সমাধিতে চিত্ত ও তৎকারণ অজ্ঞান (নামরূপাত্মক প্রকৃতি) বাধিত হইয়া যায় এবং ফলে চিত্ত দর্পণস্থ চিৎপ্রতিবিম্ব জীব সহ চিত্তও বাধিত হইয়া যায়। এই বাধিত হওয়াকেও অনেক সময়ে অধিষ্ঠানে লীন হওয়া বলিয়া বলা হইয়া থাকে। অজ্ঞান ও অজ্ঞান কার্য্য চিত্ত তৎস্থ চিৎ প্রতিবিম্বসহ অজ্ঞান বা প্রকৃতির বা ভ্রান্তির অধিষ্ঠান ব্রহ্মে লীন হয় এরূপ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সাংখ্যযোগদর্শনোক্ত চিত্তের তৎকারণ প্রকৃতিতে লয় ও এই ঔপচারিকরূপে কথিত অজ্ঞান বা প্রকৃতির তৎকার্য্যাদি অর্থাৎ চিত্ত ও তৎস্থ চিৎ প্রতিবিম্ব প্রভৃতির সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদধিষ্ঠান আত্মাতে বা ব্রহ্মে লয়—এই উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য পরিস্ফুটরূপে বর্ত্তমান।

স্থাণুতে (মুড়ো গাছে) পুরুষভ্রান্তি হইবার পর আলোক সহায়ে স্থাণুর স্বরূপ দর্শনে পুরুষভ্রান্তির অপনোদন হওয়াকে পুরুষপ্রতীতি বাধিত হওয়া বলে। স্থাণু জ্ঞানের উদয় ও পুরুষপ্রতীতির বাধ যুগপৎ সংঘটিত হয়। স্থাণুস্বরূপকে বিষয়ীভূত করার ফলে পুরুষপ্রতীতি বাধিত হয়। বাধরূপ ধ্বংসের পর বাধিত রূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রতীতি বাধিত থাকিয়াও পুনরাবৃত্ত হইতে পারে ; কিন্তু অবাধিত রূপে পুনরাবৃত্ত হইতে পারে না ও হয় না। আর লয়রূপ (অর্থাৎ কার্য্যের কারণে লয় রূপ) ধ্বংসপ্রাপ্তের পুনরাবৃত্তি (অর্থাৎ কার্য্যরূপে পুনরুদ্ভূতি বা প্রতীতি) কারণে লীন থাকিয়া (অর্থাৎ কার্য্যরূপে পুনরুদ্‌গত না হইয়া) হইতে পারে না। বাধিত যাহা হয় তাহা ত্রৈকালিক অসৎ। স্থাণুতে পুরুষ, পুরুষপ্রতীতির পূর্ব্বেও ছিল না, পুরুষ-প্রতীতির সময়েও ছিল না, পুরুষপ্রতীতি বাধিত রূপে ধ্বংস হওয়ার পরও থাকে না। পুরুষপ্রতীতি যদি বাধিত বোধসহ (মিথ্যাবোধসহ) পুনরাবৃত্ত হয় তখনও স্থাণুতে পুরুষ থাকে না। কিন্তু কার্য্যের কারণে লয়রূপ ধ্বংসের পূর্ব্বেও কার্য্য ছিল, লয় বা ধ্বংসপ্রাপ্তি সময়েও কার্য্য ছিল, ধ্বংসের পর কারণে লীন অবস্থায় ও কার্য্য কারণ রূপে থাকে। কার্য্যরূপে উদ্ভূত হওয়ার পূর্ব্বেও কার্য্য কারণরূপে কারণে লীন ছিল, কার্য্য কারণে লীন হওয়ার পর আবার কারণ হইতে পূর্ব্ববৎ কার্য্যরূপে পুনরুদ্ভূত হইয়া পুনরাবৃত্ত হয় ও হইতে পারে। বাধ ও লয়ের এই মৌলিক পার্থক্য বর্ত্তমান, ফলে বাধমুখ সমাধি ও নিবৃত্ত্যাত্মক লয়মুখ সমাধিতেও মৌলিক পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিতে বাধ্য ও বর্ত্তমান আছেই। বাধিতের পুনরাবৃত্তির বোধ সৌকার্য্যার্থ চলদ্‌ভ্রমের ও দিঙ্‌মোহের দৃষ্টান্ত অনুধাবনীয়। প্রৌঢ় নৌযাত্রীর নিকট তটস্থ বৃক্ষরাজির চলায়মানত্ব বাধিত হইয়াও পুনরাবৃত্ত হয়।

বাধ ও লয় বা ধ্বংস সম্বন্ধে স্বারাজ্যসিদ্ধিকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী মহারাজ লিখিয়াছেন যে—

> বাধিতং স্যাদসদ্‌ধ্বস্তবৈধর্ম্ম্যাতো মোহবাধোঽপি ন ধ্বংসরূপোঽপরঃ।
> বাধবুদ্ধিশ্চ নাভাবমাত্রপ্রথা স্যাদভাবোঽপ্যধিষ্ঠানরূপোঽথবা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাৎপর্য্যানুবাদ—বাধিত বস্তু অসৎ ও নাশবৈধর্ম্ম্যযুক্ত। অর্থাৎ বাধিত ও ধ্বস্ত বিষম ধর্ম্মযুক্ত। যাহা বাধিত হয় তাহা ত্রৈকালিক অসৎ। আর যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা সংস্কাররূপে স্বকারণে লীন বা তিরোহিতরূপে বর্ত্তমান থাকে। অতএব ধ্বস্ত ও বাধিতের মধ্যে বৈষম্য বর্ত্তমান। মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান বা প্রকৃতির বাধ ধ্বংসাভাব রূপ নহে, ধ্বংসাভাব হইতে পৃথক্। আবার বাধবুদ্ধি অত্যন্তাভাবরূপও নহে। বাধবুদ্ধিরূপ অভাব অধিষ্ঠানরূপেই বর্ত্তমান। অজ্ঞান বা প্রকৃতির ভাব ও অভাব উভয়েরই অধিষ্ঠান আত্মা। নিরধিষ্ঠান ভ্রান্তি হয় না। ভ্রান্তিকালেও অধিষ্ঠান বর্ত্তমান থাকে, ভ্রান্তিবাধেও অধিষ্ঠান বর্ত্তমান থাকে। বাধিতের পুনরাবৃত্তিতেও বাধবুদ্ধি তিরোহিত হয় না। ধ্বস্তের পুনরুদ্ভবে ধ্বস্তবুদ্ধি তিরোহিত হয়।

এই কথাই উপরোক্ত স্থাণু পুরুষের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বাঙ্গলাদেশের মুর্ত্ত দার্শনিক প্রতিভা শ্রীমৎ স্বামী মধুসূদন সরস্বতী মহারাজ তাঁহার স্বপ্রণীত শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা নাম্নী (৬।২৯ শ্লোকের) টীকায় লিখিয়াছেন—"যথা হি চিত্তনিরোধঃ সাক্ষি-সাক্ষাৎকার-হেতুঃ তথা জড়বিবেকেন সর্ব্বানুস্যূত-চৈতন্য-পৃথক্-করণমপি। নাবশ্যং যোগ এবাপেক্ষিতঃ।"

তাৎপর্য্যানুবাদ—চিত্তবৃত্তিনিরোধ রূপ যোগ যেমন সাক্ষি-সাক্ষাৎকারের হেতু অর্থাৎ (পরম্পরাক্রমে) উপায়স্বরূপ, সেই রূপ জড়বর্গ হইতে পৃথকভাবে সর্ব্বানুগত চৈতন্যের যেপৃথক কারণ(অর্থাৎস্বতন্ত্রাবলোকন রূপজ্ঞান) তাহাও স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষী-সাক্ষাৎকারের (অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারের) হেতু। ইহাতেও এই জ্ঞানপক্ষেও যে যোগের অপেক্ষা আছে এরূপ বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

উপর্য্যুক্ত অনুবাদে "পরম্পরাক্রমে" শব্দটি অধ্যাহার করা হইয়াছে। মূলে তাহা নাই বটে, কিন্তু মূল লেখকের উদ্দেশ্য যে তাহাই, তাহা পরবর্ত্তী "অন্যথাসিদ্ধত্বাৎ" শব্দের দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ কারণের ন্যায়ানুগত সংজ্ঞাই হইল "অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং ভবেৎ" (ভাষা পরিচ্ছেদ)—যাহা কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী (অর্থাৎ সে কার্য্য যখনই সংঘটিত হউক না কেন সর্ব্বসময়েই তাহার অব্যবহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বক্ষণে যাহা থাকেই) এবং যাহা এরূপ নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা ভিন্ন উক্ত কার্য্য যদি অন্যথাসিদ্ধ না হয় (অর্থাৎ অন্য কোন প্রকারে সংঘটিত না হয়) তবে সেই অন্যথা সিদ্ধিহীন নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তীই উক্ত কার্য্যের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়। অব্যবহিত পূর্ব্বসিদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন আত্মসাক্ষাৎকারাত্মক কৈবল্য লাভ হয় না বলিয়া জ্ঞান আত্মসাক্ষাৎকারাত্মক কৈবল্য লাভের সাক্ষাৎ কারণ। কাজেই চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তমলনাশ অর্থাৎ চিত্তনিরোধ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ নিশ্চয়ই পরম্পরাক্রমে সাক্ষি-সাক্ষাৎকারের কারণ হইবে। শুদ্ধচিত্তের "অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তি দ্বারা আত্মা বিষয়ীভূত হইয়া সাক্ষাৎকৃত হয়—ফলে চিত্তবৃত্তি সহিত চিত্তেরও তৎকারণ অজ্ঞানের নাশ ঘটে। এই জন্য শ্রীমৎ স্বামী মধুসূদন সরস্বতী মহারাজ লিখিত উক্ত বাক্যের অনুবাদ করার পর পণ্ডিত শ্রীযুত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয় বন্ধনীর ভিতর নিম্নলিখিত টিপ্পনী লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। যথা :—[অভিপ্রায় এই যে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ হইতেও আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে এবং জ্ঞান হইতেও আত্মসাক্ষাৎ হইতে পারে ; কিন্তু বিশেষ এই যে, জ্ঞান হইতে আত্মসাক্ষাৎকার হইতে গেলে যে যোগের আবশ্যকতা আছে এরূপ স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। পক্ষান্তরে যোগবলে মুক্তিলাভ করিতে হইলে চরমে জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে অর্থাৎ জ্ঞানবলে অবিদ্যাদির নাশ হইলে পর তবেই মুক্তি হইবে নচেৎ নহে।] মনে রাখিতে হইবে চিত্ত-শুদ্ধির ও অব্যবহিত অব্যভিচারী সাক্ষাৎ কারণ চিত্তনিরোধ নহে। চিত্ত নিরোধের সহিত বিবেক বৈরাগ্য না থাকিলে অর্থাৎ কেবল বিষয় বিরতি হইলে অথচ বিষয়ে রসবোধ না গেলে চিত্ত শুদ্ধি লাভ হইবে না।

ঐ টীকায় ঐ সন্দর্ভেই শ্রীমৎ স্বামী মধুসূদন সরস্বতী মহারাজ পরে লিখিতেছেন—"অতএব বশিষ্ঠঃ :—

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব।
যোগো বৃত্তিনিরোধশ্চ জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥
অসাধ্যঃ কস্যচিৎ যোগ কস্যচিৎ তত্ত্ব-নিশ্চয়ঃ।
প্রকারৌ দ্বৌ ততো দেবো জগাদ পরমঃ শিবঃ॥

ইতি। চিত্তনাশস্য সাক্ষিণঃ সকাশাৎ তদুপাধিভূতচিত্তস্য পৃথক্‌করণাৎ তদদর্শনস্য। তস্য চ উপায়দ্বয়ম্—একোঽসম্প্রজ্ঞাত সমাধিঃ। সম্প্রজ্ঞাত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধৌ হি আত্মৈকাকারবৃত্তি-প্রবাহযুক্তম্ অন্তঃকরণসত্ত্বম্ সাক্ষিণা অনুভূয়তে নিরুদ্ধসর্ব্ববৃত্তিকন্তু উপশান্তত্বান্নানুভূয়তে ইতি বিশেষঃ। দ্বিতীয়ন্তু সাক্ষিণি কল্পিতং সাক্ষ্যম্ অনৃতত্বান্নাস্ত্যেব সাক্ষ্যেব তু পরমার্থ-সতাং কেবলো বিদ্যতে ইতি বিচার ঃ।"

তাৎপর্যানুবাদ—অতএব বশিষ্ঠদেব (যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের উপশম প্রকরণের ৭৮।৮ শ্লোকে বলিয়াছেন—"হে রঘুনন্দন! চিত্ত নাশের ২টি ক্রম আছে—যোগ ও জ্ঞান। তন্মধ্যে চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ সম্যগ্ অবেক্ষণ অর্থাৎ সম্যগ্ দর্শনের নাম জ্ঞান (স্বরূপ সাক্ষাৎকার)।

এই শ্লোকটি শাণ্ডিল্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক রূপেও দৃষ্ট হয়। উক্ত উপনিষদে শ্লোকটী নিম্নানুরূপ দৃষ্ট হয় যথা :—

"দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানং মুনীশ্বর!
যোগস্তদ্বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥"

তাৎপর্য্যানুবাদ—হে মুনীশ্বর! চিত্তনাশের ২টী ক্রম আছে—যোগ ও জ্ঞান। চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ, সম্যগ্-অবেক্ষণ অর্থাৎ সম্যগ্-দর্শনের নাম জ্ঞান। সরস্বতী মহারাজের টীকায় উক্ত পরবর্ত্তী শ্লোকের প্রথম ২ পাদ (অর্থাৎ "অসাধ্যঃ কস্যচিদ্ যোগঃ কস্যচিৎ তত্ত্বনিশ্চয়ঃ"—এই দুই পাদ) যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের নির্ব্বাণপ্রকরণের পূর্ব্বার্দ্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৮।১ শ্লোকে আছে। এই তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে নাই। এই তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর প্রণীত "জীবন্মুক্তি বিবেকে" নিম্নানুরূপ আছে। যথা :—"প্রকারৌ দ্বৌ ততো দেবো জগাদ পরমেশ্বরঃ"। তথায় এই শ্লোকার্দ্ধ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর মহারাজের নিজের রচিত বলিয়া মনে হয়। পূজ্যপাদ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর মহারাজ "পরমেশ্বর" শব্দের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া তত্রত্য তৎপূর্ববর্তী সন্দর্ভ দৃষ্টে প্রতিভাত হয়। পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহারাজও "পরম শিব", অর্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা তাহা অনুসন্ধেয়; কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় চিত্তনিরোধ ও সম্যগবেক্ষণ অর্থাৎ চিত্তের অন্য বৃত্তি নিরোধ করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তিমূলক নিদিধ্যাসন সহায়ে ব্রহ্মাকারাবৃত্তির উদ্বোধন প্রয়াসকেই মুক্তির সাধনা বলিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। বিশেষ করিয়া গীতার ৬।২৫-২৮ শ্লোকাদি দ্রষ্টব্য। প্রথম দ্বিতীয় পাদেও যোগবাশিষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারামায়ণের পাঠের সহিত অসঙ্গতি আছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে—"অসাধ্যঃ কস্যচিদ্ যোগঃ কস্যচিৎ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।" অবশ্য "তত্ত্ব-নিশ্চয়ঃ" ও "জ্ঞাননিশ্চয়ঃ" শব্দদ্বয়কে একার্থবোধক বলিয়াই মনে হয় এবং বলাই সঙ্গত ও সমীচীন।

দ্বিতীয় শ্লোকের ও তৎপরবর্ত্তী টীকাংশের তাৎপর্য্যানুবাদ যথা:— "কাহারও কাহারও পক্ষে যোগ অসাধ্য কাহারও কাহারও পক্ষে জ্ঞান অসাধ্য। এই জন্য পরমশিব দুইটী উপায়ই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" "চিত্তনাশের অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্যের নিকট হইতে সেই সাক্ষিচৈতন্যের উপাধিভূত চিত্তকে পৃথক্ করিলে চিত্তের যে অদর্শন হয়, তাহার দুইটী উপায়। একটী অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। কারণ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সাক্ষী একমাত্র আত্মাকারাকারিত বৃত্তিপ্রবাহযুক্ত অন্তঃকরণকে অনুভব করিতে থাকে, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হওয়ার ফলে চিত্ত উপশান্ত হয় বলিয়া সাক্ষিচৈতন্য আর তাহা অনুভব করেন না। দ্বিতীয় উপায় হইল সাক্ষী চিৎপদার্থরূপ অধিষ্ঠানে যে সাক্ষ্য জড়দৃশ্য বা বিষয়সমূহ কল্পিত আছে তাহা মিথ্যা বলিয়া তত্ত্বতঃ অস্তিত্বহীন। কিন্তু পরমার্থ সত্য কেবল সাক্ষিচৈতন্যই নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন এই বিচার।"

এইখানে শ্রীমৎস্বামী মধুসূদন সরস্বতী মহারাজ বেদান্তানকূলভাবেই যেন নিজবোধানুযায়ী সম্প্রজ্ঞাত সমাধির লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন বলিতে হয়; কেননা ভগবান পতঞ্জলি সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অন্তঃকরণ বৃত্তিযুক্ত থাকে বলিয়া অঙ্গীকার করিলেও আত্মকারাকারিত বৃত্তিপ্রবাহযুক্ত থাকে বলিয়া অঙ্গীকার করেন নাই। তবে যদি "আত্মা" শব্দ দ্বারা "অস্মিতাকে" লক্ষ্য করিয়াছেন বলা হয় তাহা হইলে অবশ্যই ভগবান পতঞ্জলি মুনি প্রণীত "সাস্মিতা" সমাধির লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তারপর ঐ টীকার পরবর্ত্তী সন্দর্ভে তিনি লিখিয়াছেন—"তত্র প্রথমমুপায়ং প্রপঞ্চ-পরমার্থ-বাদিনো হৈরণ্যগর্ভাদয়ঃ প্রপেদিরে। তেষাং পরমার্থস্য চিত্তস্য অদর্শনেন সাক্ষিদর্শনেন চ নিরোধাতিরিক্তোপায়াসম্ভবাৎ। শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদমতোপজীবিনাস্ত্বৌপনিষদাঃ প্রপঞ্চানৃতত্ত্ববাদিনঃ দ্বিতীয়মেব উপায়ম্ উপেয়ুঃ। তেষাং হি অধিষ্ঠানজ্ঞানদার্ঢ্যে সতি তত্র কল্পিতস্য বাধিতস্য চিত্তস্য তদ্দৃশ্যস্য চ অদর্শনম্ অনায়াসেনৈব উপপদ্যতে। অতএব শ্রীভগবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজ্যপাদাঃ কুত্রাপি ব্রহ্মবিদাং যোগাপেক্ষাং ন ব্যুৎপাদয়াম্বভূবুঃ। অতএব চ ঔপনিষদাঃ পরমহংসাঃ শ্রৌতে বেদান্তবাক্যবিচারে এব গুরুমুপসৃত্য প্রবর্ত্তন্তে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় নতু যোগে। বিচারেণৈব চিত্তদোষনিরাকরণেন তস্যান্যথাসিদ্ধত্বাৎ ইতি কৃতমধিকেন।”

তাৎপর্য্যানুবাদ—যাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চকে পরমার্থ সত্য বলিয়া মানেন সেই হৈরণ্যগর্ভপ্রমুখ সাধকগণ প্রথম উপায় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে চিত্ত পরমার্থসত্য বলিয়া চিত্তের নাশ নাই; তদ্ধেতু চিত্তের অদর্শন ত সাক্ষি-চৈতন্যের স্ফুরণ বা স্বরূপস্থিতিই চিত্তনাশ। তাঁহাদের মতে চিত্তনাশের অর্থাৎ চিত্তের অদর্শনের অন্য উপায় গ্রহণ অসম্ভব এবং অন্য উপায় সম্ভবও হয় না। আর পূজ্যপাদ ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য মতাবলম্বী জগৎপ্রপঞ্চের অসত্যতাবাদী বৈদান্তিকগণ দ্বিতীয় উপায়কেই বরণ করেন। তাঁহাদের মতে সর্ব্বাধিষ্ঠান সর্ব্বানুস্যূত পরমার্থ সচ্চিদানন্দ বস্তু বিষয়ক জ্ঞান দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ বৌদ্ধস্থিতি অতিক্রম করিয়া বোধিস্থিতিতে পৌঁছিলে), জড়চিত্ত ও তদ্‌বৃত্তি, জড়বিষয়বর্গসহ অধিষ্ঠানীভূত সেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর উপর আরোপিত বা কল্পিত বলিয়া অধিষ্ঠান জ্ঞানফলে বাধিত হইয়া যায় অর্থাৎ মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয়। এই বাধ বা মিথ্যাত্বে পর্য্যবসানই নাশ বলিয়া কথিত হয়। অতএব পূজ্যপাদ ভগবান শঙ্করাচার্য্য কোথায়ও ব্রহ্মবিদ্‌গণের পক্ষে যোগের অপেক্ষা বা প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই বা নির্দ্দেশ দেন নাই। এই জন্যই বৈদান্তিক পরমহংস সন্ন্যাসিগণ (বিবিদিষু সন্ন্যাসিগণ) গুরূপসদনপূর্ব্বক শ্রুতিসম্মত বেদান্ত বাক্য বিচারেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং যোগমার্গে প্রবৃত্ত হন না। বেদান্ত বিচার হইতেই যখন চিত্তগত দোষও দূর হয় তখন চিত্তদোষ নিরাকরণের অন্যথাসিদ্ধত্ব হেতু চিত্তদোষ নিরাকরণে যোগমার্গের আর কারণতা থাকে না; কাজেই তাঁহাদের যোগ-মার্গানুসরণের প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

এখানে সরস্বতী মহারাজের শেষ বাক্যটি হইতে ইহাও সুস্পষ্ট যে যোগ ও চিত্তদোষ নিরাকরণের একমাত্র সাক্ষাৎ হেতু নহে। কেবল বেদান্ত বাক্য বিচার দ্বারাও চিত্তদোষ নিরাকৃত হয়। যে সব নিম্নাধিকারী বিচার দ্বারা পূতচিত্ত হইতে পারেন না তাঁহাদের জন্যই চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগমার্গানুসরণের প্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ ইহাও স্মর্ত্তব্য যে তদপেক্ষা নিম্নাধি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারীর জন্য হঠযোগাদিও প্রয়োজনীয় হইতে পারে ও হয়। অবশ্যই চমৎকারিত্বের দিকে বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ না রাখিয়া কেবল চিত্তদোষ নিরাকরণের জন্য যতটুকু গ্রহণ করার দরকার ততটুকুই হঠযোগাদি হইতে গ্রহণীয়। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার স্বরচিত অপরোক্ষানুভূতিতে রাজযোগের (অর্থাৎ জ্ঞানযোগের) উপসংহারে বলিয়াছেন :—

"ভাবরৃত্ত্যা হি ভাবত্বং শূন্যরৃত্ত্যা হি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি পূর্ণত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ॥" ১২৯॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—যাহার বুদ্ধিরৃত্তি অনাত্মবস্তুকে আশ্রয় করে সে তদ্রূপই হইয়া যায়। যাহার বুদ্ধিরৃত্তি শূন্যত্বকে আশ্রয় করে সে শূন্যরূপই হইয়া যায়। যাহার বুদ্ধিরৃত্তি ব্রহ্মাকারা হয়, সে পূর্ণতাই লাভ করে। অতএব বুদ্ধিরৃত্তিকে ব্রহ্মাকারা করিয়া পূর্ণতাই অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

আচার্য্য শঙ্কর বুদ্ধিরৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মকে গ্রহণ করার কথা অর্থাৎ বুদ্ধিরৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মকে ব্যাপ্ত করার কথাই বলিতেছেন। বুদ্ধিরৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মকে ব্যাপ্ত করিতে গেলে বুদ্ধিরৃত্তি ব্রহ্মাকারাকারিত হইয়া যায়। ভাবাভাব রূপ সর্ব্ববস্তু হইতে বুদ্ধিরৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া ভাবাভাবাতীত ব্রহ্ম বা আত্মবস্তুকে বুদ্ধিরৃত্তি দ্বারা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিরৃত্তিকে ব্রহ্মাকারা বা আত্মাকারা করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে।

"এভিরঙ্গৈঃ সমাযুক্তো রাজযোগ উদাহৃতঃ।
কিঞ্চিৎপক্ককষায়াণাং হঠযোগেন সংযুতঃ॥
পরিপক্বং মনো যেষাং কেবলোঽয়ঞ্চ সিদ্ধিদঃ।
গুরুদৈবতভক্তানাং সর্ব্বেষাং সুলভো জবাৎ॥"

—অপরোক্ষানুভূতিঃ (১৪৩-১৪৪)।

তাৎপর্য্যানুবাদ :—এই সকল অঙ্গবিশিষ্ট যোগকে রাজযোগ (জ্ঞানযোগ) বলে। অর্থাৎ (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) ত্যাগ, (৪) মৌন, (৫) দেশ, (৬) কাল, (৭) আসন, (৮) মূলবন্ধ, (৯) দেহসাম্য, (১০) দৃক্‌স্থিতি, (১১) প্রাণ সংযমন, (১২) প্রত্যাহার, (১৩) ধারণা, (১৪) আত্মধ্যান, (১৫) সমাধি—এই পঞ্চদশ অঙ্গবিশিষ্ট যোগের নাম রাজযোগ। (এই পঞ্চদশ অঙ্গের বেদান্তমূলক পারিভাষিক লক্ষণ বর্ণনার জন্য অপরোক্ষানুভূতি দ্রষ্টব্য)। যাঁহাদের কষায় নামক রাগদ্বেষাদি চিত্তদোষ কিঞ্চিৎ পরিমাণে মাত্র পরিপাক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ দগ্ধ হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষে হঠযোগের সহিত মিলিত হইলে, এই রাজযোগ (জ্ঞানযোগ) মুক্তিরূপ সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। আর যাঁহাদের চিত্ত রাগাদি মল রহিত হইয়া শুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ যাহাদের কষায় নামক চিত্তদোষ সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষেই উক্ত কেবল (অর্থাৎ পাতঞ্জলযোগ নিরপেক্ষ) রাজযোগ মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকে গুরু দেবতার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত সকলেই বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষে এই রাজযোগের সাহায্যে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

রাজযোগের (অর্থাৎ জ্ঞানযোগের) সহিত তুলনায় পাতঞ্জল যোগ ও হঠযোগ মধ্যে পরিগণিত। সাধারণতঃ হঠযোগ বলিতে যাহাকে বুঝায় তাহা পাতঞ্জল যোগাধিকারী অপেক্ষাও নিম্নাধিকারীর জন্য বিহিত। টীকাকার বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরও উপরোক্ত শ্লোকে "হঠযোগ" শব্দের "পাতঞ্জল যোগ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। টীকা দ্রষ্টব্য।

বৈদান্তিক মতে মুক্তির সাক্ষাৎকারণ জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকার। শ্রুতিও এই কথাই বলিয়াছেন। যথা :—

বেদাহমেতৎ পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—(৩।৮)
—শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতা—(৩১।১৮)

তাৎপর্য্যানুবাদ—অজ্ঞানের অতীত সূর্য্যবৎ স্বপ্রকাশ মহান্ পুরুষকে আমি জানি। জীব তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত হয়। মুক্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই। পরমাত্মজ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

এই শ্লোক তৈত্তিরীয়-আরণ্যকান্তর্গত চিতি উপনিষদে (তৈত্তিরীয় আরণ্যক—৩।১৩।২ ও চিতি উঃ ১৩।২) তৃতীয়পাদে পাঠান্তর সহ দৃষ্ট হয়। তৃতীয় পাদের পাঠান্তর যথা :—"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি"। উভয় শ্লোকই সর্ব্বাংশে সমানার্থক। অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে—চিত্তবৃত্তি নিরোধ মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে—পরম্পরা কারণ মধ্যে গণ্য; কেন না বিষয় বিষয়ক চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলে অর্থাৎ চিত্ত বিষয় হইতে উপরত না হইলে বা চিত্তের পরাকৃপ্রবণতা বিগত না হইলে চিত্ত প্রত্যক্-প্রবণ হইতে পারে না, আর প্রত্যক্-প্রবণ না হইলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মসাক্ষাৎকারও হইতে পারে না। আত্মসাক্ষাৎকারই তত্ত্বজ্ঞানোদয় বা আত্মজ্ঞানোদয় নামে অভিহিত। তত্ত্বজ্ঞানোদয়েই মুক্তি। আবার চিত্ত-বৃত্তিনিরোধ পাতঞ্জলোক্ত যোগের দ্বারাও হইতে পারে অথবা বেদান্তোক্ত তত্ত্ব বিচার দ্বারাও হইতে পারে। যাহাদের চিত্ত প্রত্যক্-প্রবণতার দিকে বেশ কিছুটা অগ্রসর তাহাদের পক্ষেই তত্ত্ব বিচার দ্বারা চিত্তের পরাক্-প্রবণতার সম্যক্ বিনাশ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধ ও প্রত্যক্-প্রবণতার সম্যক্ উদ্বোধন সম্ভব। যাহাদের চিত্ত প্রায়শঃ পরাক্‌প্রবণ থাকিলেও মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্-প্রবণ হয় তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ দ্বারা চিত্তের পরাক্-প্রবণতার বিনাশ (অর্থাৎ একেতর চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধ) সম্ভব ও বিধেয়। অতিশয় পরাক্‌প্রবণতা যে চিত্তে বর্ত্তমান তৎপক্ষে পাতঞ্জলোক্ত যোগ বা হঠযোগাদি সহায়ে পরাক্‌প্রবণতার বিনাশ বিধেয় ও সমীচীন। চিত্তদোষ নিরাকরণের পর প্রত্যেক সাধককেই শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনাদি সহায়ে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। আর পন্থা নাই। মুক্তিলাভের জন্য যোগ, জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে—কিন্তু জ্ঞান, যোগের অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। যোগ মুক্তির পরম্পরাকারণ—স্থল বিশেষে। জ্ঞানীর স্বসম্বেদন ও শাস্ত্র উভয়েই এই সাক্ষ্য দেয়। উচ্চাধিকারী কেবল তত্ত্ববিবেক ও তত্ত্ব বিচার দ্বারা চিত্তদোষ নিরাকরণ করিয়া চিত্তকে প্রত্যক্‌প্রবণ করতঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহায়ে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হন অর্থাৎ আত্মস্বরূপাববোধে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া কৈবল্য মুক্তিলাভে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

আচার্য্য শঙ্করের পরম গুরু গৌড়পাদাচার্য্য প্রণীত মাণ্ডুক্যকারিকার (৩।৪০) ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"যে তু অতোঽন্যে যোগিনঃ মার্গগাঃ হীন-মধ্যম-দৃষ্টয়ঃ মনোঽন্যৎ আত্ম-ব্যতিরিক্তম্ আত্মসম্বন্ধি পশ্যন্তি তেষাম্ আত্মসত্যানুবোধরহিতানাং মনসো নিগ্রহায়ত্তম্ অভয়ং সর্ব্বেষাং যোগিনাম্"।

তাৎপর্য্যানুবাদ—কিন্তু সৎপথবর্ত্তী এবং হীন ও মধ্যম দৃষ্টিসম্পন্ন যে সমস্ত যোগী মনকে আত্মা হইতে পৃথক্ সত্তাবান্ আত্মসম্বন্ধী বলিয়া দর্শন করেন, সত্যস্বরূপ আত্মার স্বরূপানভিজ্ঞ সে সমস্ত যোগীর পক্ষে অভয় প্রাপ্তি অর্থাৎ দুঃখক্ষয় ও মুক্তি চিত্ত নিরোধেরই অধীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানেও আচার্য্য শঙ্কর অধম ও মধ্যম অধিকারীর জন্য মুক্তির পরম্পরা-কারণরূপে যোগের প্রয়োজনীয়তা অঙ্গীকার করিয়াছেন। তবে মনে রাখিতে হইবে যোগ মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে। সাক্ষাৎ কারণ জ্ঞান। যোগীকেও চিত্তনিরোধ দ্বারা চিত্তদোষ নিরাকরণের পর শ্রবণ, মনন ও নিদি-ধ্যাসন সহায়ে জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে।

যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে প্রাণস্পন্দন ও বাসনা এই উভয়ের একতরের ক্ষয়ে উভয়ের ক্ষয় অঙ্গীকার করা হইয়াছে দৃষ্ট হয়।

"দ্বে বীজে, রাম চিত্তস্য প্রাণস্পন্দনবাসনে।
একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ ॥"

—উপশম প্রকরণম্ ৯১।৪৮

[এই শ্লোক সামান্য পাঠান্তর সহ মুক্তিকোপনিষদে ও অন্নপূর্ণা উপনিষদে দৃষ্ট হয়। যথা :—"দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দনবাসনে। একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ ॥ মুক্তিকোপনিষৎ (২।২৭)॥" দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য বৃত্তিব্রততিধারিণঃ। একং প্রাণপরিস্পন্দো দ্বিতীয়ং দৃঢ়ভাবনা" ॥ অন্নপূর্ণা উপনিষৎ (৪।৪১) মুক্তিকোপনিষৎ (২।৪৮)॥ যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের এই উপশম প্রকরণেরই ৯১।১৪ শ্লোকটী উপর্য্যুক্ত অন্নপূর্ণা উপনিষৎ ও মুক্তিকোপনিষদের শ্লোকের অনুরূপ]

তাৎপর্য্যানুবাদ—হে রাম! চিত্তের বীজ, দুইটী—প্রাণস্পন্দন ও বাসনা। ইহাদের যে কোন একটীর ক্ষয় হইলে শীঘ্রই দুইটিই নাশপ্রাপ্ত হয়। (উপশম প্রকরণ—৯১।৪৮)।

এই শ্লোকের সমর্থন দ্বারা কেহ কেহ এই শঙ্কা উপস্থিত করিয়া থাকেন যে বাসনাই যখন চিত্ত-স্পন্দন তখন চিত্ত-স্পন্দন না হইলে আপন হইতেই প্রাণস্পন্দন নাশ হইবে, আবার প্রাণস্পন্দন নাশ হইলে আপনা হইতেই চিত্তস্পন্দন নাশ হইবে। অতএব ইহা স্বীকার্য্য এই যে, প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণস্পন্দন বন্ধ করিয়া সমাধিস্থ বা যোগস্থ হইলেই চিত্তস্পন্দন নাশ হইবে —ফলে চিত্তনাশ হইবে ও পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইবে বা স্বরূপস্থিতি লাভ করিবে এবং সমাধিস্থ অবস্থায় স্থিত থাকিতে থাকিতেই স্বল্পকাল মধ্যেই দেহত্যাগ ঘটিবে ও জীব বিদেহকৈবল্য লাভ করিবে।

উপর্য্যুক্ত শ্লোকের ভাব তত্ত্বতঃ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পূর্ব্বাপর উক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থে কি বলা হইয়াছে তাহার বিচার করিয়া উক্ত শ্লোকোক্তির মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। উক্ত গ্রন্থে কিছু পরেই আছে—

বাসনা প্রাণপবনস্পন্দয়োরনয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৬৩·২ ॥
সম্বেদ্যং বীজমিত্যুক্তং স্ফুরতস্তৌ যত স্ততঃ।
হৃদি সম্বেদ্যমাপ্যৈব প্রাণস্পন্দোঽথ বাসনা ॥ ৬৪ ॥
উদেতি তস্মাৎ সম্বেদ্যং কথিতং বীজমেতয়োঃ।
সম্বেদ্যসম্পরিত্যাগাৎ প্রাণস্পন্দনবাসনে ॥ ৬৫ ॥
সমূলং নশ্যতঃ ক্ষিপ্রং মূলচ্ছেদাদিব দ্রুমঃ ॥ ৬৬।১ ॥

—উপশম প্রকরণম্—৯১ সর্গঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ—প্রাণপবন-স্পন্দন এবং বাসনা উভয়েরই বীজ সম্বেদ্য ; কেননা সম্বেদ্য হইতেই বাসনা ও প্রাণস্পন্দন স্ফূর্ত্ত হয়। হৃদয়ে সম্বেদ্যকে পাইলেই বা স্মরণ করিলেই প্রাণস্পন্দন ও বাসনার উদয় হয় ; সে জন্যই সম্বেদ্যকে প্রাণস্পন্দন ও বাসনা উভয়েরই বীজ বলা হয়। সম্বেদ্যকে পরিত্যাগ করিলে মূলচ্ছিন্ন বৃক্ষের মত প্রাণস্পন্দন ও বাসনা উভয়েই তৎক্ষণাৎ নাশপ্রাপ্ত হয়।—উপশমপ্রকরণ (৯১।৬৩·২-৬৬·১)।

সম্বেদ্যের তত্ত্ব-নির্ণয় বা পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া রামায়ণকার বলিতেছেন—

সম্বিদং বিদ্ধি সম্বেদ্যং বীজং ধীরতয়া বিনা ॥ ৬৬·২ ॥
ন সম্ভবতি সম্বেদ্যং তৈলহীনস্তিলো যথা।
ন বহির্নান্তরে কিঞ্চিৎ সম্বেদ্যং বিদ্যতে পৃথক্ ॥ ৬৭ ॥
সম্বিৎ স্ফুরন্তী সঙ্কল্পাৎ সম্বেদ্যং পশ্যতি স্বতঃ।
স্বপ্নে যথাত্ম-মরণং তথা দেশান্তরস্থিতিঃ ॥ ৬৮ ॥
স্বচমৎকারযোগেন সম্বেদ্যং সম্বিদস্তথা।
স্ববেদনং স্বসঙ্কল্পাৎ সম্বিদো যত্র বর্ত্ততে ॥ ৬৯ ॥
পুরুষত্বং যথা স্থাণোঃ সম্বেদ্যং সম্বিদস্তথা। ৭১·১।
এতন্মিথ্যা হি দুর্জ্ঞানং সম্যগ্ জ্ঞানাদ্ বিলীয়তে ॥ ৭২·২ ॥
শুদ্ধৈব সম্বিৎ ত্রিজগৎ সম্বেদ্যং নান্যদস্ত্যলম্ ॥ ৭৩·২ ॥
ইত্যন্তর্নিশ্চয়ো রূঢ়ঃ সম্যগ-জ্ঞানং বিদুর্বুধাঃ। ৭৪·১।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদমার্জ্জনমাত্রং হি মহাসংসারসঙ্গতম্ ॥ ৭৫'২ ॥
তৎ প্রমার্জ্জনমাত্রং তু মোক্ষ ইত্যনুভূয়তে। ৭৬'১। ৯১ সর্গঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ—সম্বিদই ধীরতা পরিত্যাগ করিয়া সম্বেদ্যাকার পরিগ্রহ করতঃ চিত্তবীজ হয়। তিল যেমন তৈলহীন হয় না অর্থাৎ তৈলহীন তিলের যেমন অস্তিত্ব নাই ঠিক সেই রকম সম্বিৎহীন সম্বেদ্য ভিতরে বা বাহিরে কোথায়ও পৃথক্ ভাবে থাকিতে পারে না। স্বপ্নাবস্থায় স্বাত্মমরণ ও দেশান্তরাবস্থানাদি যেমন সম্বিদেরই কার্য্য ঠিক তেমনই জাগ্রদ্দশায়ও সম্বিদই সম্বেদ্যকে স্বসঙ্কল্পবশে স্বয়ং দর্শন করে। জীবের আত্মতত্ত্ববোধও স্বসঙ্কল্প বশতঃ বলিয়াই স্বপ্নতুল্য। উহাও সম্বেদ্যই। অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তিও সম্বেদ্যান্তর্গতই। স্থাণুতে যেমন পুরুষ ভ্রান্তি হয় সম্বিদেও তেমন সম্বেদ্য ভ্রান্তি হয়। এই সম্বেদ্য ভ্রান্তিজ্ঞান মাত্র এবং মিথ্যা। সম্যগ্‌জ্ঞানে সম্বেদ্য বাধিত হয়। সম্বিৎই শুদ্ধ বস্তুসৎ; সম্বেদ্য নামরূপাত্মক ত্রিজগৎ বলিয়া কিছু নাই—এইরূপ দৃঢ় অন্তর্নিশ্চয়কেই পণ্ডিতগণ সম্যগ্‌জ্ঞান বলিয়া বলেন। সম্বিৎ হইতে সম্বেদ্যের মার্জ্জনাই অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানে ত্যাগই মোক্ষ আর অমার্জ্জন অর্থাৎ সত্যবোধে গ্রহণই মহাসংসার। [সম্বেদ্য=নামরূপাত্মক জগৎ। সম্বিৎ=চিৎ। চেত্য=বেদ্য= সম্বেদ্য। বিৎ=চিৎ=সম্বিৎ] উপশম প্রকরণ (৯১।৬৬.২, ৬৭.৬৯, ৭১.১, ৭২.২, ৭৩.২, ৭৪.১, ৭৫.২, ৭৬.১)।

এখানে রামায়ণকার স্পষ্টতঃ বলিতেছেন যে, সম্বেদ্যই সর্ব্বানর্থের মূল। সম্বেদ্য নাশ প্রাপ্ত না হইলে (বাধিত না হইলে), রুদ্ধ প্রাণস্পন্দন ও চিত্ত স্পন্দন আবার জাগিয়া উঠিবে এবং বীজাঙ্কুর ন্যায়ে একে অপরের কারণ হইবে। প্রাণস্পন্দন চিত্তস্পন্দন জাগাইবে। চিত্তস্পন্দন প্রাণস্পন্দন জাগাইবে। এক রুদ্ধ থাকিলে অপর রুদ্ধ থাকিবে। এক জাগ্রত হইলে অপর জাগ্রত হইবে। এই জাগৃতি ও নিরোধ বা সুপ্তি উভয়ই সাময়িক ও অনিত্য। উভয়ের মূল হইল সম্বেদ্য অর্থাৎ চেত্য অর্থাৎ দৃশ্য-বোধ বা বিষয়-বোধ, বা বিষয়-কল্পনা। মনে রাখিতে হইবে সম্বেদ্য ও সম্বেত্তা (অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ী) পরস্পরাপেক্ষ। যেখানে সম্বেদ্য সেখানেই সম্বেত্তা। বিষয়ী ভিন্ন বিষয় নাই। বিষয় ভিন্ন বিষয়ী নাই। বিষয়ত্ব ও বিষয়িত্ব পরস্পরাপেক্ষ। একের উদয়ে অপরের উদয়। একের নিরোধে অপরের নিরোধ। একের বিলয়ে অপরের বিলয়। এই চেত্য বা সম্বেদ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা বিষয় বা দৃশ্যজগতের স্বরূপ সম্বিৎ। চেতন বা সম্বেত্তা বা বিষয়ী বা দ্রষ্টার স্বরূপও সম্বিৎ। এই বিষয়ী ও বিষয় রূপ জীবজগৎ মিথ্যা এবং উভয়ের স্বরূপ বা আত্মা সম্বিৎই একমাত্র বস্তুসৎ—এই বোধ ভিন্ন কেবল চিত্তস্পন্দননিরোধ বা প্রাণস্পন্দননিরোধ দ্বারা সাময়িক অনর্থ নিবৃত্তি দৃষ্ট হইলেও আবার চিত্তস্পন্দন ও প্রাণস্পন্দনের জাগৃতি ফলে সর্ব্বানর্থ সমুপস্থিত হইবে। এই চিত্তনিরোধাত্মক প্রাণস্পন্দননিরোধ ও প্রাণস্পন্দন নিরোধাত্মক চিত্তস্পন্দন নিরোধকে মূঢ় সমাধি বলিয়া সমাধিতত্ত্ববিৎ মনীষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই মূঢ় সমাধি পূর্ব্ববর্ণিত বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীনদের মত কথঞ্চিৎ দীর্ঘকালের জন্যও হইতে পারে। কিন্তু আবার জন্মমরণ চক্রে পড়িয়া অনর্থ ভোগ করিতে হইবেই। তথাকথিত ভাবাভাবাতীত ও গুণাতীতকে বিস্মৃত হইয়া গুণময় ভাবের মোহে পড়িয়া, অস্তিত্বের ও অনস্তিত্বের চক্রতলে, একবার ধরা পড়িলে আর নিস্তার নাই—যেন বা। বাসনারূপ চিত্তস্পন্দন বশে প্রাণস্পন্দন বা কর্ম্ম আবার প্রাণস্পন্দন বা কর্ম্মফলে বাসনার জন্ম ও বৃদ্ধি। বাসনা কর্ম্মের জননী। কর্ম্ম বাসনার জনক। বীজাঙ্কুর ন্যায়ে প্রবাহরূপে চলিতে থাকিবে। বাসনাবীজ কর্ম্মাঙ্কুর প্রসব করিবে। কর্ম্মাঙ্কুর বৃদ্ধি পাইয়া বাসনা বীজ প্রসব করিবে। এইভাবে চক্র ঘুরিতেই থাকিবে। সম্বেদ্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া বশিষ্ঠদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সম্বেদ্য অর্থাৎ দৃশ্যজগৎ মিথ্যা প্রতীতিমাত্র-সার—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"। সম্বেদ্যের বা দৃশ্যজগতের মিথ্যাত্ববোধ এবং সম্বিদের নিত্য সত্যত্ববোধই সম্যগ্‌জ্ঞান বা মোক্ষ। সম্বেদ্য বা দৃশ্য জগৎ অজ্ঞানের ফল—ভ্রান্তি মাত্র। বিচার বলে ভ্রান্তি নিরসনেই মুক্তি। প্রাণস্পন্দন নিরোধ বা চিত্তস্পন্দন নিরোধে—প্রাণায়ামমূলক সমাধিতে বা চিত্তনিরোধমূলক সমাধিতে বা যোগে আত্যন্তিক মুক্তির আশা বৃথা। অনাত্মমিথ্যাত্ববোধ ও আত্মসত্যত্ববোধই সম্যগ্‌ জ্ঞান। সম্যগ্‌জ্ঞানেই আত্যন্তিক মুক্তি। জ্ঞান-ফল ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক। অনাত্মার মিথ্যাত্ববোধই অনাত্মার বাধ। সম্বেদ্য বা অনাত্মার সত্যত্ব বোধ থাকিতে অর্থাৎ সম্বেদ্য বা অনাত্মা মিথ্যাবোধে বাধিত না হইলে, প্রাণস্পন্দন ও চিত্তস্পন্দন প্রাণায়ামমূলক বা চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক যোগ সহায়ে সাময়িক রুদ্ধ থাকিলেও চিরতরে নাশ প্রাপ্ত হইবে না; কেননা সম্বেদ্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদুভয়ের বীজ। তাহারা (চিত্তস্পন্দন ও প্রাণস্পন্দন) পরস্পর পরস্পরের সহায়ক উদ্বোধক ও বর্দ্ধক। সম্বেদ্যের উচ্ছেদ ভিন্ন তাহাদের উচ্ছেদের আশা বৃথা।

তবে চিত্তকে আত্মসংস্থ করার জন্য চিত্তকে সম্বেদ্য-বর্জ্জিত করিয়া সম্বিদভিমুখী করার অর্থাৎ চিত্তকে পরাকৃপ্রবণতা ত্যাগ করাইয়া প্রত্যকৃপ্রবণ করার (বিষয় হইতে উপরত করিয়া বিষয় ও বিষয়ী উভয়ের স্বরূপের অভিমুখী করার) প্রয়োজনীয়তা আছে। চিত্ত বিষয়োপরত হইয়া মালিন্য বর্জ্জিত না হইলে সম্বেদ্যের মিথ্যাত্বোপলব্ধি ও আত্ম-সত্যত্বোপলব্ধির যোগ্যতা লাভ করে না। চিত্তের বিষয়োপরতি সাধনের জন্য তত্ত্ববিচার দ্বারা চিত্তনিরোধ আর তত্ত্ববিচার দ্বারা চিত্ত-নিরোধে অক্ষমের জন্য প্রাণস্পন্দন নিরোধের দ্বারা বা যথাভিমত ধ্যানাদির দ্বারা চিত্তস্পন্দন নিরোধের সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা মনীষিগণ ও শাস্ত্রকারগণ অঙ্গীকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু কেহই প্রাণস্পন্দন নিরোধাত্মক বা চিত্তস্পন্দন নিরোধাত্মক মূঢ় সমাধিকে বা জড় সমাধিকে কৈবল্য মুক্তির কারণ বলিয়া নির্ণয় করেন নাই; বরং কঠোর ভাষায় নিন্দাই করিয়াছেন।

বদ্ধপদ্মাসনস্যাপি কৃতব্রহ্মাঞ্জলেরপি।
অবিশ্রান্তস্বভাবস্য কঃ সমাধিঃ কথং চ বা॥
তত্ত্বাববোধো ভগবন্ সর্ব্বাশাতৃণপাবকঃ।
প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন ন তু তুষ্ণীমবস্থিতিঃ॥
—যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ—উপশম প্রকরণ (৬২।৭-৮)।

তাৎপর্যানুবাদ—যিনি আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হইয়া বিশ্রান্ত হন নাই তিনি বদ্ধ পদ্মাসনে ব্রহ্মাঞ্জলি হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত থাকিলেও "সমাধিস্থ" পদবাচ্য হইতে পারেন না। সেরূপ অবস্থায় তাঁহার সমাধিই বা কিরূপে হইবে? সমস্ত আশারূপ তৃণের দাহকারী অগ্নিস্বরূপ আত্মতত্ত্ববোধই সমাধি শব্দে অভিহিত, তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতিই সমাধি নহে। (যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ—উপশম প্রকরণ ৬২।৭-৮)

বশিষ্ঠদেব রামায়ণে অন্যত্র প্রাণস্পন্দন-নিরোধাত্মক ও চিত্তস্পন্দন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরোধাত্মক যোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগকে তাঁহার নিজমতে সুসাধ্য বলিয়াছেন এবং জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। (যোগ—উপায়)

মম ত্বভিমতঃ সাধো সুসাধ্যো জ্ঞাননিশ্চয়ঃ॥ ৮'২ ॥

অজ্ঞানং পুনরজ্ঞাতং স্বপ্নেষ্বপি ন তদ্ভবেৎ।

জ্ঞানং সর্ব্বাবস্থাসু নিত্যমেব প্রবর্ত্ততে॥ ৯॥

—যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণম্ নির্ব্বাণপ্রকরণম্-পূর্ব্বার্দ্ধম্—(১৩।৮'২-৯)

তাৎপর্যানুবাদ—হে সাধো! আমার মতে জ্ঞানযোগই সুসাধ্য; কেননা অজ্ঞানের অজ্ঞাতত্ব স্বপ্নেও সম্ভব নহে অর্থাৎ অজ্ঞানের অস্তিত্ব অজ্ঞানের জ্ঞাতত্বের উপরই নির্ভর করে। জ্ঞানই অজ্ঞানের অস্তিত্বের সাক্ষী। অজ্ঞান জ্ঞান-প্রকাশ্য আর জ্ঞান স্বপ্রকাশ। অজ্ঞান জ্ঞানাভাব নহে। জ্ঞান অজ্ঞানের ভাসক কিন্তু বাধক নহে বা নাশক নহে। জ্ঞান সকল অবস্থাতেই সর্ব্বদাই স্বতঃ বিরাজমান ও নিত্য প্রবর্ত্তিত। অজ্ঞান অনিত্য। জ্ঞান নিত্য ও বস্তুসৎ। বৃত্তিজ্ঞানরূপ বিবেকাভাবেই অজ্ঞান। বৃত্তিজ্ঞানরূপ বিবেকোদয়ে অজ্ঞান কোথায়? সুতরাং জ্ঞানই সুসাধ্য। [বৃত্তিজ্ঞান="অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বৃত্তিজ্ঞান]।

—যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ—নির্ব্বাণপ্রকরণ পূর্ব্বার্দ্ধ (১৩।৮'২-৯)

এখানে উপর্য্যুক্ত সার্দ্ধ শ্লোকেও জ্ঞানলাভের পর সংসারানর্থ আর উৎপন্ন হইতে পারে না; কিন্তু অন্য কোন প্রকারে চিত্ত লয় হইলে উহা আবার উত্থিত হইতে পারে বা উদ্ভূত হইতে পারে, এইরূপ ইঙ্গিত আছে।

এখানে ইহাও স্মর্ত্তব্য সে যোগদর্শনও প্রাণায়ামকে চিত্তস্থৈর্য্যলাভের বহু উপায়ের মধ্যে এক উপায় মাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাই সূত্রে যোগ-দর্শনকার ভগবান পতঞ্জলি মুনি "বা" শব্দের প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন—"প্রচ্ছর্দ্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য" (১।৩৪)। সূত্রানুবাদ—প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন এবং বিধারণের দ্বারাও চিত্ত স্থিতি লাভ করে। প্রাণায়ামের ফল নির্ণয়ের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্" (২।৫২)। সূত্রানুবাদ—"প্রাণায়াম ফলে চিত্ত বা বুদ্ধি-সত্ত্বের আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" অর্থাৎ প্রাণায়াম চিত্তশুদ্ধির সহায়। তিনি প্রাণায়াম বা প্রাণস্পন্দন নিরোধের দ্বারা স্বরূপস্থিতি লাভ এমন কি সমাধি লাভ ও স্বীকার করেন নাই। প্রাণায়ামের পর প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান নামক আরও তিনটী যোগাঙ্গানুষ্ঠানের পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধি রূপ অষ্টম যোগাঙ্গের কথা তুলিয়াছেন। তিনি চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধ ফলে জাত অসম্প্রজ্ঞাত যোগের বহিরঙ্গ সাধন রূপে মাত্র ধারণা ও ধ্যান এবং সমাধিরূপ যোগাঙ্গত্রয়কে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং পরবৈরাগ্যকেই অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়াছেন। তাঁহার মতে চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক অসম্প্রজ্ঞাত যোগের বহিরঙ্গ সাধন মাত্র—ধারণা ধ্যান ও সমাধি। প্রাণায়াম চিত্তবৃত্তি নিরোধাত্মক অসম্প্রজ্ঞাত যোগের বহিরঙ্গ সাধন মধ্যেও তৎকর্ত্তৃক পরিগণিত হয় নাই।

"ত্রিপুরারহস্য" নামক গ্রন্থের জ্ঞানকাণ্ডে আছে—

যচ্চিরাদ্বাঞ্ছিতং কিঞ্চিদলভ্যাত্বেন নিশ্চিতম্।
অকস্মাৎ তস্য সম্প্রাপ্তির্যদা ভবতি বৈ মুনে॥ ৬॥
তদা ন বেদ বাহ্যং বাপ্যান্তরং বা ক্ষণং নরঃ।
তিষ্ঠেন্নিদ্রয়াক্রান্তঃ স সমাধিরুদীরিতঃ॥ ৭॥

*   *   *

অতিপ্রিয়ং স্বপুত্রাদি বিভুং চ গৃহকর্ম্মণি।
অরোগিণং যদকস্মাৎ সংশৃণোতি মৃতং কিলঃ॥ ১০॥
তদা ন বেদ বাহ্যং বাপ্যান্তরং বা ক্ষণং নরঃ।
তিষ্ঠেন্নিদ্রয়াক্রান্তঃ স সমাধিরুদীরিতঃ॥ ১১॥

*   *   *

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিনাং মধ্যে সন্তি সমাধয়ঃ। ১২'১।
দূরে কিঞ্চিৎ পশ্যতস্তু বুদ্ধ্যা চৈকাগ্রয়া মুনে।
মনোদীর্ঘাত্মতাং যাতি জলুকেব তৃণালিষু॥ ১৩॥
দেহে দেহাভাসময়ং ভাবে ভাবাত্মকং তথা।
মধ্যে তন্নির্ব্বিকল্পাখ্যং মনো লক্ষয় সর্ব্বদা॥ ১৪॥

*   *   *

ব্যবহারে ন কস্যাপি জ্ঞানমেকন্তু ভাসতে॥ ১৫'১॥
খণ্ডজ্ঞানসমূহাত্মা ব্যবহারোঽয়মাততঃ। ১৬'১।

*   *   *

তদন্তরক্ষণৌঘেষু নির্ব্বিকল্পদশাস্থিতা॥ ১৭'২॥
কহোলাত্মজ জানীহি জানতাং তু প্রতিক্ষণম্।
সমাধিরস্তি চান্যস্য সমাধিঃ শশশৃঙ্গবৎ॥ ১৮॥

*   *   *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বিকল্পকবিজ্ঞানাদজ্ঞানং ন নিবর্ত্ততে।
নির্ব্বিকল্পকবিজ্ঞানং কেনচিন্ন বিরুদ্ধ্যতে॥ ২৭ ॥
নির্ব্বিকল্পকবিজ্ঞানং সবিকল্পসমাশ্রয়ম্।
বিচিত্রচিত্রাভাসানাং ভিত্তিবৎ সুব্যবস্থিতম্॥ ২৮ ॥

* * *

অজ্ঞানং সবিকল্পাখ্যজ্ঞানমেব ন চেতরৎ। ৩০'১।

* * *

প্রত্যভিজ্ঞাত্মকং যত্তু জ্ঞানং স্যাৎ সবিকল্পকম্॥ ৪৯'২ ॥
তদেব সংসারমূলমজ্ঞানং বিনিবর্ত্তয়েৎ।৫০'১।

—ত্রিপুরারহস্যে জ্ঞানকাণ্ডে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

সমাধির্বৈ স্বরূপস্য বিমর্শো নান্য উচ্যতে।
নির্ব্বিকল্পস্বরূপং তু সর্ব্বাশ্রয়তয়া সদা॥ ১১৩ ॥
স্ফুরত্যেব হি সর্ব্বেষাং তদস্ফূর্ত্তৌ ন কিঞ্চন।
তথা বিকল্পবিকলং স্ফুরেৎ প্রোক্ত-দশাসু চ॥ ১১৪ ॥
তাবতা ন হি সর্ব্বেষাং সমাধিঃ স্যাদ্ধি ভার্গব।
যে তদ্‌বিমর্শযুক্তাঃ স তেষামেব সংস্মৃতঃ॥ ১১৫ ॥

—ত্রিপুরারহস্যে জ্ঞানকাণ্ডে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ—লৌকিক ব্যবহারিক জীবনে চিরবাঞ্ছিত কোন বস্তু যখন অলভ্য বলিয়া সুনিশ্চিতরূপে ধারণা জন্মে, তখন যদি অকস্মাৎ দৈববশে সে বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন প্রাপক জীব ক্ষণকালের জন্য বাহ্য বা আন্তর সর্ব্বপ্রকার অনুভূতিরহিত স্থিতি প্রাপ্ত হয়, অথচ নিদ্রিতও থাকে না—উক্ত স্থিতি নির্ব্বিকল্প স্থিতিই। তখন ক্ষণমাত্রের জন্য জীব স্বস্বরূপে স্থিতই থাকে। কিন্তু জীব সে স্বরূপ স্থিতি সম্বন্ধে উদ্‌বুদ্ধ নহে। ক্ষণকাল পরে বিষয় প্রাপ্তিজনিত আনন্দানুভূতি হয়। (৬-৭)।

ব্যবহারিক জীবনে উপার্জ্জনরত ও পরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা স্বাস্থ্যবান্ অরোগী গুণবান্ পুত্রের অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদপ্রাপ্তিতেও জীবের ক্ষণকালের জন্য বাহ্য ও আন্তর সর্ব্বপ্রকার অনুভূতিরহিত এক নির্ব্বিকল্প স্থিতি উপস্থিত হয় অথচ নিদ্রাভিভূতও থাকে না—কিছুক্ষণ পরে পুত্রবিয়োগ ব্যথার অনুভূতি হয়। (১০-১১)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[এইরূপ আরও উদাহরণ এখানে বর্ণিত আছে। নব-পরিণীতা পত্নীর সহিত সম্পরিষ্বক্তাবস্থায়, অথবা অকস্মাৎ ব্যাঘ্রাদি দর্শনেও উক্তানুরূপ ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বিকল্পস্থিতির বর্ণনা আছে। জগতে ইহা বুদ্ধিমানগণের নিত্য প্রত্যক্ষ।]

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অন্তরালে এই রকম নির্ব্বিকল্প স্থিতি আসে। [সুষুপ্তি ভঙ্গে জাগ্রৎ অবস্থায় জগৎ জ্ঞান উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে ক্ষণকালের জন্য ঐরূপ স্থিতি সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ। যোগিগণ ঐ স্থিতিকে লক্ষ্য করিয়া সমাধিস্থ হইবার প্রয়াস করেন।] (১২।১)

কোন অতি দূরস্থ বস্তুকে দৃষ্টিগোচর করিবার প্রয়াসকালে যখন মন একাগ্র হয় তখন মন যেন জলৌকার মত দীর্ঘ হইয়া যায় (অর্থাৎ জলৌকা যেমন এক তৃণ হইতে অপর তৃণে যাইবার সময় দীর্ঘাস্বতা প্রাপ্ত হয় ঠিক তেমন মনও যেন দীর্ঘাস্বতা প্রাপ্ত হয়) এবং যে পর্যন্ত না তদ্‌বস্তু দৃষ্টিগোচরতা প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, সে পর্যন্ত মনের দেহবোধ ও বস্তুবোধের সন্ধি মধ্যস্থিতিতে দেহবোধও জাগে না এমন এক আংশিক নির্ব্বিকল্পস্থিতি লক্ষ্য করিতে পারা যায়। (১৩-১৪)। [বৈজ্ঞানিক সত্যাবিষ্কর্ত্তা মনীষিগণের জীবনে এই প্রকার নির্ব্বিকল্পস্থিতি প্রায়শঃ প্রত্যক্ষীকৃত হয়। উহা সম্যক্ নির্ব্বিকল্প না হইলেও অনেকাংশে নির্ব্বিকল্পস্থিতির মতই। ঠিক সেই অবস্থাতেই তাঁহাদের প্রকৃতির আবরণ উন্মোচিত হয়, তাঁহারা অভীষ্ট বিষয়ক সত্য উপলব্ধি করেন।]

ব্যবহার কালে সকলেই চিত্তে এক বৃত্তিজ্ঞান বিলয়ের পর অপর বৃত্তিজ্ঞান ভাসে। খণ্ড খণ্ড পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তিজ্ঞানের প্রবাহ লইয়াই জীবনযাত্রা। (১৫'২-১৬'১)

এক বৃত্তিজ্ঞানের বিলয় ও অপর বৃত্তিজ্ঞানের উদ্ভবের সন্ধিক্ষণে প্রতি জীবই নির্ব্বিকল্প দশায় স্থিতিলাভ করে। (১৭।২)

উপরিবর্ণিত সমস্ত নির্ব্বিকল্প স্থিতি সমাধি সংজ্ঞার যোগ্য নহে। এই সমস্ত সমাধি অজ্ঞান সমাধি, জড় সমাধি বা মূঢ় সমাধি নামের যোগ্য। ঐ সমস্ত সমাধি শশশৃঙ্গবৎ অসৎ অর্থাৎ ঐ সমস্ত সমাধি শব্দে বা সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। [স্বাভাবিক ব্যবহারিক জীবনের নির্ব্বিকল্প স্থিতির অনুকরণে, যাঁহারা তদনুরূপ ভাবে দীর্ঘকাল নির্ব্বিকল্প স্থিতিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিবার প্রয়াস করিয়া প্রাণস্পন্দন নিরোধ ও চিত্তস্পন্দন নিরোধ করেন এবং অভীষ্টস্থিতি লাভ করেন তাঁহাদের সেই স্থিতি শশশৃঙ্গবৎ সমাধি স্থিতি বলিয়া গ্রন্থকার কঠোর ভাষায় নিন্দা করিতেছেন।] জ্ঞানী নিত্য সমাধিস্থ। চিত্তবৃত্তির উদ্ভবক্ষণ স্থিতিক্ষণ ও বিলয়ক্ষণ এবং একবৃত্তি বিলয়ের পর অন্যবৃত্তি উদ্ভবের অন্তরালক্ষণ—প্রতিক্ষণেই জ্ঞানী আত্মবিমর্শপরায়ণ অর্থাৎ অবিচ্ছেদে আত্মানুসন্ধান-পরায়ণ থাকেন বলিয়া নিত্য-সমাধিস্থ বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহার সমাধিই সত্যিকারের সমাধি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার যোগ্য সমাধি। (১৮)

নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বা তথাকথিত নির্ব্বিকল্প দশা বা স্থিতি বা অজ্ঞান সমাধি বা মূঢ় সমাধি বা জড় সমাধি অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের সহিত জাগতিক সবিকল্পক জ্ঞানের কোন বিরোধ নাই। (২৭)

ভিত্তি যেমন চিত্রাভাসের আশ্রয় নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানরূপ আত্মাও তেমন সমস্ত সবিকল্পক জ্ঞানের আশ্রয়। অর্থাৎ ভাবাভাবাত্মক সমস্ত বিশ্ব জগৎই জ্ঞানস্বরূপ আত্মাধিষ্ঠানে কল্পিত। (২৮)

অজ্ঞান ও সবিকল্পক জ্ঞানই—আর কিছুই নহে। (৩০-১) [অজ্ঞান ও বৃত্তিজ্ঞান মাত্র]

আমিই সেই নির্ব্বিকল্প জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্ম এই প্রত্যভিজ্ঞাত্মক সবিকল্পক জ্ঞান অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বৃত্তিজ্ঞানই সংসারমূল অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বা নাশক। (৪৯-২-৫০-১) —ত্রিপুরা রহস্য জ্ঞানকাণ্ড।

[বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর প্রণীত অনুভূতিপ্রকাশ গ্রন্থেও আছে—

"স্বপ্রকাশাত্মচৈতন্যমজ্ঞানস্য ন বাধকম্।
ভাসকং প্রত্যুতৈতস্য স্বানন্দস্য যথা তথা ॥ ৪৭ ॥
অরণিস্থো যথা বহ্নি র্ন দহেদরণিং তথা।
পশ্চান্মথনজাতোঽসৌ সাকল্যেনারণিং দহেৎ ॥ ৪৯ ॥
তথা বেদান্তবাক্যোত্থধীবৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতম্।
স্বপ্রকাশাত্মচৈতন্যং কৃৎস্নাজ্ঞানস্য বাধকম্ ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য অজ্ঞানের বাধক বা নাশক নহে বরং ভাসক। সুষুপ্তি সময়ে স্পষ্টতঃ ইহা প্রতীত হয় যে, স্বপ্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মচৈতন্য যেমন আনন্দের ভাসক তেমনই অজ্ঞানেরও ভাসক। (জাগ্রতে স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্যে আরোপিত অজ্ঞানমূলক বিশ্বজগতেরও ভাসক স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্যই। অজ্ঞানও জ্ঞানবৃত্তি মাত্র। অজ্ঞান জ্ঞানাভাব নহে। জীব স্বীয় অজ্ঞানের জ্ঞাতা। "আমি জানি যে, আমি জানি না"—এইভাবে প্রতি জীবই নিজ অজ্ঞানের জ্ঞাতা। এস্থলে জ্ঞান ও অজ্ঞান একত্র বর্ত্তমান বলিয়া অজ্ঞান জ্ঞানাভাব নহে। অজ্ঞান জ্ঞান বৃত্তি মাত্র। জ্ঞানবৃত্তি ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক উভয় প্রকার হইতে পারে। পদার্থের জ্ঞানে জ্ঞানবৃত্তি ভাবাত্মক। পদার্থের অভাবজ্ঞানে জ্ঞানবৃত্তি অভাবাত্মক। অজ্ঞান অভাবাত্মক জ্ঞানবৃত্তি মাত্র। অরণি কাষ্ঠস্থ অগ্নি অরণি কাষ্ঠকে দগ্ধ করে না, কিন্তু অরণিদ্বয়-মন্থন-জাত অগ্নি যেমন অরণিদ্বয়কে দগ্ধ করে ঠিক তেমনই জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক নহে কিন্তু "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বৃত্তিজ্ঞান অর্থাৎ এই বেদান্ত বাক্যজাত বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য সমগ্র অজ্ঞানের বাধক বা নাশক।

অবিচ্ছেদে আত্মস্বরূপানুসন্ধানের নামই সমাধি। (অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তি দ্বারা আত্মস্বরূপে নিদিধ্যাসন ফলেই সমাধি)। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানরূপ আত্মা সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপে বর্ত্তমান বলিয়াই সর্ব্ববস্তু স্ফূর্ত্তি পায় অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্মচৈতন্যই অজ্ঞান ও অজ্ঞানমূলক বিশ্বজগতের বা জীব-জগতের ভাসক। সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদাতৃরূপে স্বপ্রকাশাত্মচৈতন্য ভিন্ন কিছুই স্ফূর্ত্ত হইতে পারে না। সকল অবস্থাতেই স্বপ্রকাশাত্মচৈতন্য নিত্যস্ফূর্ত্ত। কিন্তু তাই বলিয়া সর্ব্বাবস্থাই সমাধি নামের যোগ্য নহে। যাঁহারা অবিচ্ছেদে স্বপ্রকাশাত্মচৈতন্যানুসন্ধানপরায়ণ তাঁহারাই সমাধিস্থ বলিয়া অভিহিত এবং তাঁহাদের সেই অবস্থাই সমাধি নামে অভিহিত। (১১৩-১১৫)।

—ত্রিপুরারহস্য জ্ঞানকাণ্ড ২১ অধ্যায়

এই সব শাস্ত্রবাক্য হইতে ও যুক্তি হইতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত যে কেবল প্রাণস্পন্দন ও চিত্তস্পন্দন নিরোধে জীব কৃতকৃত্য হইতে পারে না। আত্মস্বরূপ স্বয়ং প্রকাশ ত আছেনই। স্বপ্রকাশাত্মচৈতন্য কখনও বন্ধন দশা প্রাপ্ত হন না ও হন নাই। তাঁর স্বরূপ স্ফূর্ত্তির কোন ব্যাঘাত হয় নাই। বন্ধন প্রাপ্ত যে তারই মুক্তির প্রয়োজন। যে দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষ স্বরূপের অজ্ঞানের ফলে মোহপ্রাপ্ত তাহারই স্বরূপের জ্ঞান প্রয়োজন। কাজেই দ্রষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহারিক পুরুষকে স্বরূপস্থিতি লাভ করিতে হইলে তাহার স্বস্বরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন। চিত্তবৃত্তি বিষয়জ্ঞান হইতে বিরত হইলেই স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি হইবে না। চিত্তবৃত্তি দ্বারা স্বরূপকে বিষয়ীভূত করিতেই হইবে। স্বরূপের বৃত্তি-ব্যাপ্যতা আছে ফল-ব্যাপ্যতা নাই। চিত্তবৃত্তির পূর্ণতয়া স্বরূপাভিমুখী হওয়ার নামই স্বরূপকে বিষয়ীভূত করা। স্বরূপকে বিষয়ীভূত করিতে যাইয়া বৃত্তি সহিত চিত্ত নিজেই স্বরূপে বিলীন হইবে অর্থাৎ চিত্ত চরিতার্থ হইবে। চিত্তবৃত্তির দ্বারা বিষয়কে বিষয়ীভূত করিতে গিয়া দ্রষ্টা পুরুষ যেমন বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জন করে বা বিষয় ভোগ করে এখানে তেমন স্বরূপকে বিষয়রূপে বা বেদ্যরূপে পাইবে না বা প্রকাশ করিতে পারিবে না। এখানে দ্রষ্টা পুরুষ স্বস্বরূপে বিলীন হইবে। দর্পণস্থ সূর্য্য প্রতিবিম্ব সূর্য্যালোকে আলোকিত স্থানকে দ্বিগুণ আলোকে আলোকিত করে। সূর্য্যের উপর দর্পণস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্ব পতিত হইতে পারে ; কিন্তু সূর্য্যকে দ্বিগুণ আলোকে আলোকিত করিতে পারে না, বরং সূর্য্যেই বিলীন হইয়া যায়। ঠিক তেমনই পুরুষ চিত্তবৃত্তি দ্বারা চিৎ-সূর্যকে বিষয়ীভূত করিতে পারে কিন্তু চিৎ-সূর্য্যকে বিষয়ের মত বেদ্য করিতে পারে না ; বরং নিজের কল্পিত অস্তিত্ব চিৎসূর্য্যে বিলীন করিয়া চিৎসূর্য্যস্বরূপে স্ফূর্ত্তি পায়। এই স্থিতিই স্বরূপস্থিতি। সূর্য্য-কান্তমণিস্থ সূর্য্য প্রতিবিম্ব যেমন তৃণাদিকে দগ্ধ করে ঠিক তেমনই "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বেদান্তবাক্যোত্থ বুদ্ধিবৃত্তিস্থিত প্রতিবিম্বিত আত্মচৈতন্য অজ্ঞানের ধ্বংস সাধন করে, ফলে দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষের দ্রষ্টৃত্ব বিলোপ হয়—বিষয়িত্ব নাশ প্রাপ্ত হয়, বিষয়িত্বের অভাবে তদপেক্ষ বিষয়ত্বও নাশ প্রাপ্ত হয় এবং দ্রষ্টৃত্ব-দৃশ্যত্বহীন পুরুষ স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ করে। এরপরও যাঁরা বশিষ্ঠোক্ত—

"দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দন-বাসনে।
একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতি॥"

এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া প্রাণস্পন্দন নিরোধের দ্বারা চিত্তস্পন্দন নিরুদ্ধ হইবে এবং ফলে চিত্ত নাশ হইবে ও দ্রষ্টা ব্যবহারিক পুরুষ স্বরূপ-স্থিতি লাভ করিবে এই ধারণা পোষণ করিয়া প্রাণায়াম ক্রিয়া প্রধান প্রাণ-স্পন্দন-নিরোধাত্মক যোগাবলম্বনে চিত্তস্পন্দন-নিরোধ ও চিত্তনাশের আশা করেন বা অযথা বিতর্ক উপস্থিত করেন তাঁহাদিগের প্রতি এই নিবেদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, বশিষ্ঠদেব সেই রামায়ণেই প্রাণস্পন্দন নিরোধ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা তাঁহাদের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

ন শক্যতে মনো জেতুং বিনা যুক্তিমনিন্দিতাম্ ॥ ৩৪.২ ॥
অঙ্কুশেন বিনা মত্তং যথা দুষ্টং মতঙ্গজম্।
অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমঃ সাধুসঙ্গম এব চ ॥ ৩৫ ॥
বাসনাসম্পরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দ-নিরোধনম্।
এতাস্তাঃ যুক্তয়ঃ পুষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল ॥ ৩৬ ॥
যাভিস্তজ্জীয়তেক্ষিপ্রং ধারাভিরিব ভূরজঃ।
সতীষু যুক্তিষ্বেতাসু হঠান্নিয়ময়ন্তি যে ॥ ৩৭ ॥
চেতস্তে দীপমুৎসৃজ্য বিনিঘ্নন্তি তমোঽঞ্জনৈঃ।
বিমূঢ়াঃ কর্ত্তুমুদ্যুক্তা যে হঠাচ্চেতসো জয়ম্ ॥ ৩৮ ॥
তে নিবধ্নন্তি নাগেন্দ্রমুন্মত্তং বিসতন্তুভিঃ।
চিত্তং চিত্তস্য বাদূরং সংস্থিতং স্বশরীরকম্ ॥ ৩৯ ॥
সাধয়ন্তি সমুৎসৃজ্য যুক্তিং যে তান্ হঠান্ বিদুঃ।
ভয়াদ্ ভয়মুপযান্তি ক্লেশাদ্ ক্লেশং ব্রজন্তি তে ॥ ৪০ ॥

—উপশমপ্রকরম্ (৯২।৩৪।২-৪০)

তাৎপর্য্যানুবাদ—যেমন অঙ্কুশ ব্যতীত দুষ্ট মত্ত হস্তীকে বশীভূত করা যায় না, তেমন অনিন্দিত যুক্তি বিনা চিত্তকে বশীভূত করাও অসম্ভব। অধ্যাত্মবিদ্যাধিগম, সাধুসঙ্গ, বাসনা ত্যাগ ও প্রাণস্পন্দন নিরোধ এই চারিটিই চিত্ত জয়ের অনিন্দিত উপায়। এই চারিটি উপায় দ্বারাই, জলধারার দ্বারা পৃথিবীর ধূলিরাশি যেমন নষ্ট হয় তেমন ভাবেই চিত্ত জিত হয়। এই সমস্ত অনিন্দিত উপায় বর্ত্তমান থাকিতে যাঁহারা হঠযোগের দ্বারা চিত্তজয়ের প্রয়াস করেন, তাঁহারা দীপ ত্যাগ করিয়া অন্ধকারের দ্বারাই অন্ধকার নাশের প্রয়াস করেন। মৃণাল সূত্র দ্বারা উন্মত্ত গজকে বন্ধন প্রয়াস যেমন মূর্খতা ঠিক তেমনই হঠযোগ দ্বারা চিত্তজয় প্রয়াস ও মূর্খতা বই আর কিছুই নহে। উপরোক্ত যুক্তি চতুষ্টয় ত্যাগ করিয়া যাহারা চিত্তকে ও চিত্ত সন্নিহিত শরীরকে স্থির করিতে প্রয়াস করে তাহারা বৃথা-শ্রমকারী বলিয়াই জানিবে। মনীষিগণ তাঁহাদিগকে বৃথাশ্রমকারীই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া থাকেন। তাহারা ভয় হইতে ভয়ান্তর, ক্লেশ হইতে ক্লেশান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

—উপশমপ্রকরণ—(৯২।৩৪।২-৪০)

প্রাণায়ামক্রিয়াপরায়ণ প্রসিদ্ধ প্রাণস্পন্দন নিরোধাত্মক হঠযোগ যে বশিষ্ঠদেবের কথিত প্রাণস্পন্দন নিরোধরূপ উপায় নহে তাহা উপর্যুক্ত শ্লোকাদি হইতে সুপরিস্ফুট। এ সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এখন বশিষ্ঠদেবের কথিত চিত্তজয়ের যুক্তি চতুষ্টয়ান্তর্গত প্রাণস্পন্দন নিরোধ কি তাহাও বশিষ্ঠ মহারামায়ণেই সন্ধান করা যাক। নির্ব্বাণ প্রকরণের পূর্ব্বার্দ্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

সম্যগ্-জ্ঞান-বিলাসেন বাসনা-বিলয়োদয়ে।
জীবন্মুক্তপদে ব্রহ্মন্ নূনং বিশ্রান্তবানহম্॥ ১ ॥
প্রাণস্পন্দনিরোধেন বাসনা-বিলয়োদয়ে।
জীবন্মুক্তপদে ব্রহ্মন্ বদ বিশ্রম্যতে কথম্॥ ২ ॥

—নির্ব্বাণপ্রকরণম্ পূর্ব্বার্দ্ধম্ ১৩শ সর্গঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ—হে ব্রহ্মন্! সম্যক্ রূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হেতু বাসনাক্ষয় বশতঃ নিশ্চিতরূপেই আমি জীবন্মুক্ত পদে বিশ্রান্ত হইয়াছি। প্রাণস্পন্দননিরোধ করিয়া বাসনা ক্ষয় করতঃ কি করিয়া জীবন্মুক্ত পদে বিশ্রাম লাভ করা যায় তাহা বলুন।

—নির্ব্বাণ প্রকরণ পূর্ব্বার্দ্ধ (১৩।১-২)

শ্রীরামচন্দ্র আবার প্রাণস্পন্দন নিরোধ অভ্যাস করিয়া বাসনা-বিলয় করতঃ নূতন ভাবে জীবন্মুক্তি পদে বিশ্রান্তি লাভের জন্য উক্তানুরূপ প্রশ্ন করেন নাই। এই আখ্যায়িকাংশের মূল উদ্দেশ্য হইল উত্তমাধিকারীর জন্য জ্ঞান-ফলে বাসনাক্ষয় ও জীবন্মুক্তি লাভের কথা বলিয়া মধ্যম ও অধম অধিকারীর জন্য প্রাণস্পন্দন নিরোধ ফলে বাসনা বিলয় বশতঃ জীবন্মুক্তি পদে বিশ্রান্তি লাভের কথা বলা।

শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ দেব প্রাণস্পন্দন নিরোধাত্মক যোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগকে শ্রেষ্ঠ ও সুসাধ্য বলিয়াছেন। (ইতিপূর্ব্বে এতদ্ বিষয়ক শ্লোকাদি উদ্ধৃত করা হইয়াছে)। তৎপর তিনি ভুশুণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাখ্যানের মাধ্যমে তাঁহার স্বানুমোদিত প্রাণস্পন্দন নিরোধাত্মক যোগের বিষয় বিবৃত করতঃ শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার অনুমোদিত প্রাণস্পন্দন নিরোধাত্মক যোগ প্রাণায়াম ক্রিয়া প্রধান প্রাণস্পন্দন নিরোধাত্মক যোগ নহে। তিনি সেখানে যাহা বলিয়াছেন তাহার সারসংক্ষেপ বুঝাইবার প্রয়াস করা যাইতেছে।

এক চিত্তবৃত্তির বিলয় ও অপর চিত্তবৃত্তির উদ্ভবের মধ্যক্ষণে অর্থাৎ অন্তরাল-ক্ষণে যখন কোন বৃত্তি থাকে না তখন জীব ক্ষণকালের জন্য তাহার অজ্ঞাতসারে নির্ব্বিকল্প দশাযুক্ত ও আত্মসমাহিতই থাকে। তবে, এই আত্মসমাহিত স্থিতি নির্ব্বিকল্প হইলেও যে সমাধি নামের যোগ্য নহে ইহা পূর্ব্বে ত্রিপুরারহস্য জ্ঞানকাণ্ড হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। চিত্তবৃত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই জীব চিত্তের সঙ্গে ঐক্য স্থাপিত করিয়া চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিজের বৃত্তি মনে করিয়া সুখদুঃখান্বিত হয়। বৃত্তিমান চিত্তই চিত্ত, বৃত্তিহীন চিত্ত অচিত্ত। ফলে চিত্তবৃত্তিই চিত্ত—চিত্তই চিত্তবৃত্তি, এই সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল। চিত্তবৃত্তিগুলি যেন এক একটা মণি। আত্মসূত্রে যেন মণিগুলি গ্রথিত। চিত্তবৃত্তিই সর্ব্বজগৎকে বিষয়ীভূত করিয়া জগদাকারে আকারিত। তাই শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব"। ময়ি=আত্মনি। সমস্ত চিত্তবৃত্তির অধিষ্ঠান ও সাক্ষী আত্মা। চিত্তবৃত্তিগুলি আত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ হইয়াও আত্ম সূত্রেই যেন গ্রথিত। চিত্ত বৃত্তিগুলির আত্মা শুদ্ধচিৎ। চিত্ত বৃত্তি চিদাত্মক। কিন্তু শুদ্ধচিৎ চিত্তবৃত্ত্যাত্মক নহে। অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্ম জগদাত্মক নহে। চিত্তবৃত্তি জগৎ। আত্মা চিৎ। চিত্তবৃত্তি নশ্বর, অনিত্য ও মিথ্যা; আত্মা অবিনশ্বর, শাশ্বত সত্য। চিত্তবৃত্তিগুলি আত্মার বিবর্ত্ত। এইরূপ বোধ জন্মিলে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে পূর্ণতয়া আত্মাভিমুখী করিলে চিত্তবৃত্তি বাধিত হইয়া যায়। চিত্তবৃত্তির অধিষ্ঠান আত্মা অবাধিত বস্তু-সৎরূপে যেমন ছিল তেমনই থাকেন।

ঠিক এই ভাবে, প্রাণবৃত্তি ও অপান বৃত্তির বিষয় বিচার করিলে প্রতিভাত হয় যে, প্রাণের মুখ্য বৃত্তিদ্বয় রূপে প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়া ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। অপান বায়ু পূরক করে, প্রাণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বায়ু রেচক করে। অপান বায়ুর ক্রিয়া অস্তমিত হইলে প্রাণবায়ুর ক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রাণবায়ুর ক্রিয়া অস্তমিত হইলে অপান বায়ুর ক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রাণ অস্তমিত হইলে অপানের উদয়, অপান অস্তমিত হইলে প্রাণের উদয়। অপান প্রাণকে ভিতরে টানে। প্রাণ অপানকে বাহিরে টানে। প্রাণবৃত্তির ক্ষয় ও অপানবৃত্তির উদয়ের মধ্যক্ষণে বাহ্যকুম্ভক এবং অপানবৃত্তির ক্ষয় ও প্রাণবৃত্তির উদয়ের মধ্যক্ষণে অন্তঃকুম্ভক। এক চিত্ত বৃত্তির বিলয় ও অপর চিত্তবৃত্তির উদ্ভবের মধ্যক্ষণে যেমন চিদাত্মসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, এখানেও প্রাণবৃত্তির বিলয় ও অপানবৃত্তির উদ্ভবের মধ্যক্ষণে বাহ্যকুম্ভকে এবং অপানবৃত্তির বিলয় ও প্রাণবৃত্তির উদ্ভবের মধ্য-ক্ষণে অন্তঃকুম্ভকে চিদাত্মসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাণবৃত্তি ও অপান-বৃত্তি যেন চিদাত্মার ক্রিয়াশক্তিরূপ বিবর্ত্ত। আর চিত্তবৃত্তিগুলি যেন চিদা-ত্মার জ্ঞান-শক্তিরূপ বিবর্ত্ত। জ্ঞানশক্তি রূপ উপাধি সমন্বিত চিদাত্মা সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস এবং ক্রিয়াশক্তি রূপ উপাধি সমন্বিত চিদাত্মা সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে সূত্রাত্মা ও প্রাণ নামে সংজ্ঞিত। মনে রাখিতে হইবে হিরণ্যগর্ভ ও সূত্রাত্মা গোত্ববৎ সর্ব্বভূতে সমভাবে বর্ত্তমান।

প্রাণাপানের অধিষ্ঠান ঐ চিদাত্মসূত্রে জ্ঞাতসারে সমাহিত হওয়ার সাধন প্রয়াসের নামই প্রাণস্পন্দন নিরোধ প্রয়াস; প্রাণাপানস্পন্দন উদয়াস্তবান, নশ্বর অনিত্য ও মিথ্যা আর তদুভয়ের উদ্ভব বিলয়ের অধিষ্ঠান চিদাত্মা শাশ্বত সত্য এই তত্ত্ব বিচার বলে প্রাণোপাধিহীন চিদাত্মার সমাহিত হওয়ার সাধনাই প্রাণস্পন্দন-নিরোধাত্মক সাধনা বলিয়া বশিষ্ঠ-দেবের অভিমত। এখানে হঠযোগের ন্যায় প্রাণায়ামক্রিয়াপরায়ণতা নাই। স্বাভাবিক পূরক রেচকের ও রেচক পূরকের মধ্যসন্ধিক্ষণস্থ অন্তঃ-কুম্ভক ও বাহ্যকুম্ভককালীন নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থিতিকে লক্ষ্য করিয়া পূরক, রেচক ও কুম্ভক কালত্রয়েই চিদাত্মায় সমাহিত হওয়ার সাধনাই বশিষ্ঠোক্ত প্রাণস্পন্দননিরোধাত্মক সাধনা। জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ই চিদাত্মার উপাধি বা বিবর্ত্ত। সম্বেদ্য বা চেত্য জ্ঞানের জ্ঞেয় ও ক্রিয়ার কর্ম্ম। সম্বেদ্য বা চেত্যই জ্ঞানের জ্ঞাতা ক্রিয়ার কর্ত্তা। সম্বেদ্য বা চেত্যই আবার জ্ঞান ও ক্রিয়া। মনে রাখিতে হইবে শুদ্ধ সম্বিতের সহিত তুলনায় সম্বেত্তা ও সম্বেদ্য এবং উভয়ের সম্বন্ধ এই তিনকেই সম্বেদ্য বলা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সম্বেত্তা—জ্ঞাতা বা কর্ত্তা, সম্বেদ্য—জ্ঞেয় বা কর্ম্ম, উভয়ের সম্বন্ধ=জ্ঞান বা ক্রিয়া)। জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় রূপ ত্রিপুটী জ্ঞান শক্তিরই পরিণাম বা বিবর্ত্ত। আর কর্ত্তা ক্রিয়া কর্ম্মরূপ ত্রিপুটী ক্রিয়া শক্তিরই পরিণাম বা বিবর্ত্ত। ত্রিপুটী বিহীন অধিষ্ঠান চিদাত্মাই উপাস্য। জ্ঞান-শক্তির ফলে চিত্ত-স্পন্দন ক্রিয়াশক্তির ফলে প্রাণস্পন্দন। চিত্তস্পন্দন ফলে বাসনা। প্রাণ-স্পন্দন ফলে ভোগ। বাসনা ভোগের জননী বা কর্ম্মের জননী। ভোগ বা কর্ম্ম বাসনার জনক। উভয়ই বীজাঙ্কুরন্যায়ে প্রবাহরূপে অনাদি অনন্ত। চিত্ত-স্পন্দনের অধিষ্ঠানও চিদাত্মা। প্রাণস্পন্দনের অধিষ্ঠানও চিদাত্মা। চিদাত্মাই অদ্বৈতাত্মবোধে উপাস্য। সম্বেদ্য বা চেত্যের মিথ্যাত্ববোধ ও হেয়ত্ব-বোধ ফলে সম্বেদ্য বা চেত্যের বিলয়েই জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি রূপ বিবর্ত্তের ও বিলয়। সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রাভ্যাস ফলে এই অধ্যাত্ম বিদ্যা অধিগত হয়। এই অধ্যাত্ম বিদ্যার সহায়ে পুনঃ পুনঃ প্রাণস্পন্দননিরোধাত্মক ও চিত্তস্পন্দন-নিরোধাত্মক সাধনাভ্যাসদ্বারা অদ্বৈতাত্মবোধে উপাসিত চিদাত্মার সাক্ষাৎ-কার ফলেই কৃতকৃত্যতা।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভের বিষয়বস্তু বশিষ্ঠ বাক্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে গেলে নির্ব্বাণ প্রকরণের পূর্ব্বার্দ্ধের পঞ্চবিংশ সর্গের ৭৫টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে হয়। বাহুল্য ভয়ে উহা হইতে বিরত হওয়া গেল। কেবল দিগ্‌দর্শনরূপে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল।

মনসো মননং সত্যং বুদ্ধেরেকাববোধনম্।
অহঙ্কৃতেরহঙ্কারং চিদাত্মনমুপাস্মহে ॥ ৬৫ ॥

যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যৎ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যৎ।
যচ্চ সর্ব্বময়ং নিত্যং তচ্চিত্তত্ত্বমুপাস্মহে ॥ ৬৬ ॥

অপানোঽস্তংগতো যত্র প্রাণোনাভ্যুদিতঃ ক্ষণম্।
কলাকলঙ্করহিতং তচ্চিত্তত্ত্বমুপাস্মহে ॥

নাপানোঽভ্যুদিত্যে যত্র প্রাণশ্চাস্তমুপাগতঃ।
নাসাগ্রগগনাবর্ত্তং তচ্চিত্তত্ত্বমুপাস্মহে ॥ ৬৮ ॥

যত্র প্রাণোঽস্তমায়াতি যত্রাপানেঽস্তমেতি চ।
যত্র দ্বাবপ্যনুৎপন্নৌ তচ্চিত্তত্ত্বমুপাস্মহে ॥ ৬৯ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণাপানোদ্ভবস্থানে বাহ্যাভ্যন্তরমাস্থিতে।
যে দ্বে যোগিপদাধারস্তচ্চিত্তত্ত্বমুপাস্মহে ॥ ৭০ ॥
প্রাণাপানরথারূঢ়ং প্রাণাপানমনাততম্।
যচ্ছক্তিরূপশক্তীনাং তচ্চিত্তত্ত্বমুপাস্মহে ॥ ৭১ ॥
হৃৎ-প্রাণকুম্ভকং দেবং বহিশ্চাপানকুম্ভকম্।
পুরকাংশবিসৃষ্টং যৎ তচ্চিত্তত্ত্বমুপাস্মহে ॥ ৭২ ॥
প্রাণাপানপরামর্শং সত্তাবোধং বিরূপকম্।
যৎ প্রাপ্যং প্রাণমননাত্তচ্চিত্তত্ত্বমুপাস্মহে ॥ ৭৩ ॥
যৎ প্রাণ-পবনস্পন্দো যৎ স্পন্দানন্দকারকম্।
কারণং কারণানাং যৎ তচ্চিত্তত্ত্বমুপাস্মহে ॥ ৭৪ ॥
—নির্ব্বাণপ্রকরণম্ পূর্ব্বার্দ্ধম্—২৫সর্গঃ ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—যে চিৎতত্ত্ব মনের মনন, বুদ্ধির একমাত্র বোধন, অহঙ্কৃতিরও অহঙ্কার (কেনোপনিষৎ দ্রষ্টব্য) সেই সত্য চিৎতত্ত্বের উপাসনা করি। (৬৫) যাহাতে সমুদয়, যাহা হইতে সমুদয়, যাহা সমুদয়, সমুদয় হইতে যাহা, যাহা সর্ব্বময়, যাহা শাশ্বত, সেই চিৎতত্ত্বের উপাসনা করি। (৬৬) যাহাতে আপনবায়ু অস্তমিত, প্রাণবায়ু অভ্যুদিত হয় নাই, নিষ্কল নিষ্কলঙ্ক সেই চিৎতত্ত্বের উপাসনা করি। (৬৭)। যে তত্ত্বে অপান বায়ু উদিত হয় নাই, প্রাণবায়ু অস্তমিত হইয়াছে নাসাগ্র-গগন-পথে স্থিত সেই চিৎতত্ত্বের উপাসনা করি। (৬৮) যেখানে প্রাণাপান বায়ু অস্তমিত ও অনুৎপন্ন সেই চিৎতত্ত্বের উপাসনা করি। (৬৯) যোগিগণগম্য বাহ্য ও আভ্যন্তর রূপ যে প্রাণাপান বায়ুর উদ্ভব স্থান সেই প্রাণাপান বায়ুর উদ্ভব স্থানের আধার যে চিৎতত্ত্ব তাহার উপাসনা করি। (৭০) যে তত্ত্ব প্রাণাপানোপাধি পরিচ্ছিন্ন হইয়া প্রাণাপানরথে আরূঢ় হওতঃ প্রাণাপান বায়ুর শক্তিরূপে ও সর্ব্ব শক্তির শাক্ত রূপে নিত্য বর্ত্তমান সেই চিৎতত্ত্বের উপাসনা করি। (৭১) যে তত্ত্ব হৃদয়ে প্রাণবায়ুর কুম্ভক ও বাহিরে অপানবায়ুর কুম্ভক এবং তত্তৎ পূরক রেচকাদি ভাবে বিবর্ত্তিত, সেই চিৎতত্ত্বের উপাসনা করি। (৭২) যে তত্ত্ব প্রাণ ও অপান বায়ুর সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদাতা ও প্রাণোপাসনার ফল রূপে লভ্য সেই চিৎতত্ত্বের উপাসনা করি। (৭৩) যে তত্ত্ব প্রাণবায়ুর স্পন্দন হেতু এবং ইন্দ্রিয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্গের বিষয়স্পর্শ ও বিষয়ভোগ জনিত আনন্দের হেতু, যাহা সর্ব্ব কারণের সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদাতা, সেই চিৎতত্ত্বের উপাসনা করি ॥ ৭৪ ॥

—নির্ব্বাণপ্রকরণ পূর্ব্বার্দ্ধ ২৫ সর্গ ॥

মূঢ় সমাধি বা জড় সমাধি বা অজ্ঞান সমাধিও চিত্তের সপ্ত অবস্থার (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, মূঢ়সমাধি, মৃত্যু, তুরীয়) এক অবস্থা বিশেষ মাত্র। উহাতে চিত্তনাশ হয় না। উহা তপস্যার ফল বটে। উহার দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না, বরং মোক্ষ সুদূর পরাহত হয়; কেননা সমাধি ভঙ্গে দৃঢ় অহংবোধ সহ চিত্ত পুনরুত্থিত হইয়া দৃঢ়তর বন্ধনের হেতু হয়।

অজ্ঞাতাত্মস্বরূপাবস্থায় যে প্রাণস্পন্দননিরোধাত্মক ও চিত্তস্পন্দন নিরোধাত্মক দেহবিস্মৃতি ঘটে উহা মূঢ় সমাধি নামে অভিহিত হয়। রোগাদি বশতঃ যে দেহ বিস্মৃতি ঘটে উহা মূর্চ্ছা নামে কথিত হয়। প্রাণ-বিয়োগবশতঃ দেহাদিবিস্মৃতি উহা মৃত্যু বলিয়া অভিহিত হয়। কথঞ্চিৎ বিশ্রান্তি-সুখানুভূতিসহ মূঢ়তাবিশিষ্ট যে দেহাদিবিস্মৃতি উহাই সুষুপ্তি। মূর্চ্ছাকে অর্দ্ধ সুষুপ্তিও বলা হয়। স্বয়ংপ্রকাশ আত্মস্বরূপের অনুভূতিযুক্ত মূঢ়ত্বশূন্য যে দেহাদিবিস্মৃতি (অর্থাৎ দেহাদি সর্ব্বজগতের মিথ্যাত্ববোধের উদ্বোধন ফলে দেহাত্মাভিমানরাহিত্য বা দেহাত্মবুদ্ধিরাহিত্য) ও শুদ্ধাত্ম-বুদ্ধি তাহাই সম্যগ্ দর্শনাবস্থা বা সম্যগ্জ্ঞানাবস্থা বা জীবন্মুক্তাবস্থা বা স্বরূপস্থিতি বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা ব্রাহ্মীস্থিতি বা তুরীয়স্থিতি নামে অভিহিত হয়। যদিও তুরীয়কেও এক অবস্থা বিশেষরূপে আখ্যাত করা হইতেছে তবুও মনে রাখিতে হইবে যে তত্ত্বতঃ উহা চিত্তের অবস্থাবিশেষ নহে; কেননা চিত্ত বাধিত হইলে বা নাশপ্রাপ্ত হইলেই জীব তুরীয় স্থিতিপদ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ জীব শিব হয়)। ভূত পূর্ব্বগত্যা বোধ সৌকর্য্যার্থ এখানে উহাকে চিত্তের অবস্থাবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র।

বিদ্বদ্বর্য্য নরহরি পণ্ডিত বিরচিত বোধসার গ্রন্থে আছে :—

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিশ্চ তথা মূঢ়সমাধিতা।
মূর্চ্ছামৃত্যুস্তুরীয়ঞ্চেত্যবস্থাঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ ॥ ৩৪।২
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিশ্চ ব্যক্তা মূঢ় সমাধিতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্চ্ছামৃত্যুস্তুরীয়ং চ ব্যক্তা নিত্যানুভূতিতঃ ॥ ৩৪।৩ ॥
উক্তং মূঢ়-সমাধানং ভব-প্রত্যয়-সংজ্ঞকম্ ॥ ৩৪।৪।১ ॥

* * *

তৎসমাধিস্থিতা জিত্বেন্দ্রাদীন্ স্বর্গেশতাং যযুঃ ।
মৃত্যুমূর্চ্ছা প্রসিদ্ধেতি তুরীয়মভিধীয়তে ॥ ৩৪।৫ ॥
বেদান্তসম্প্রদায়েন নিদিধ্যাসন দার্ঢ্যতঃ ।
পরমাত্মনি চিত্তস্য লয়স্তু তুর্য্যমুচ্যতে ॥ ৩৪।৬ ॥
তত্র সাক্ষাৎকৃতং ব্রহ্ম মূলাবিদ্যাবিনাশকৃৎ ॥ ৩৪।৭।১ ॥

* * *

নমু মূঢ়সমাধৌ চ মূর্চ্ছা-মৃত্যু-সুষুপ্তিষু ।
তুরীয়ে চ ন দৃশ্যশ্রীস্তর্হি তেষাং ভিদা কুতঃ ॥ ৩৪।১৬ ॥
সিদ্ধিকামনয়া যৈস্তু তপ উগ্রং কৃতং মহৎ ।
দেহোঽপি বিস্মৃতস্তৈস্তু ক্রিমিকীটাদিভক্ষিতঃ ॥ ৩৪।১৭ ॥
নেয়ং মূর্চ্ছা ন রোগোঽয়ং ন মৃত্যুর্জীবনাদয়ম্ ।
সুষুপ্তানন্দবিরহান্ন সুষুপ্তিরিতি স্ফুটম্ ॥ ৩৪।১৮ ॥
স্বরূপ-লাভ-বিরহান্মূঢ়ত্বান্ন তুরীয়কম্ ।
দৃশ্যভানং তু নাস্ত্যাসু তাবতা ন কৃতার্থতা ॥ ৩৪।১৯ ॥
ব্যুত্থানানন্তরং তেষাং সংসারোঽপি যদা স্থিতঃ ।
যদাত্মদর্শনং নাস্তি সংসারোঽবাধিতস্ততঃ ॥ ৩৪ ।২০ ॥

* * *

তুরীয়ে বাধিতং বিশ্বং তস্মান্মিথ্যাত্বমাগতম্ ।
ব্যুত্থানেঽপি মুনেস্তাত তন্মিথ্যৈব ন বাস্তবম্ ॥ ৩৪।২৪ ॥

—বোধসারঃ অবস্থাব্যবস্থাধ্যায়ঃ ।

তাৎপর্য্যানুবাদ—অন্তঃকরণ বা চিত্তের অবস্থা সাত প্রকার যথা—(১) জাগ্রৎ (২) স্বপ্ন (৩) সুষুপ্তি (৪) মূঢ় সমাধি (৫) মূর্চ্ছা (৬) মৃত্যু (৭) তুরীয় ॥ ৩৪।২ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা সর্ব্বজন পরিচিত। আর মূঢ়-সমাধি, মূর্চ্ছা, মৃত্যু ও তুরীয় এই চারি অবস্থা নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত ॥ ৩৪।৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় নামক মূঢ় সমাধির কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে [যোগদর্শনে বিদেহ লয় নামক সানন্দ সমাধি ও প্রকৃতি লয় নাম সাস্মিতা সমাধি ভবপ্রত্যয় সংজ্ঞায়ও সংজ্ঞিত হয়। এই সমাধি-দ্বয়কে মূঢ় সমাধি নামে অভিহিত করা যায়] (৩৪।৪,১)

হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি যাঁহারা ভবপ্রত্যয় নামক সমাধিতে আরূঢ় হইয়াছিলেন তাঁহারা ব্যুত্থিতাবস্থায় ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই মূঢ় সমাধিতে সংসার বীজরূপে থাকে। মৃত্যু ও মূর্চ্ছা উভয়ই সর্ব্বজনবিদিত। তুরীয়ের কথা বলা হইতেছে ॥ ৩৪।৫ ॥

বেদান্ত সম্প্রদায় পরম্পরাক্রমে উপদিষ্ট ও শাস্ত্রবর্ণিত নিদিধ্যাসন দৃঢ় হইলে (অর্থাৎ অহং ব্রহ্মাস্মি বোধ দৃঢ় হইলে) পরমাত্মায় যে চিত্ত লয় তাহাই তুরীয় অবস্থা। এই অবস্থায় মূলা অবিদ্যা ধ্বংস হয় ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ঘটে। ফলে জীবের জীবত্বের অবসান হয়, জীব স্বস্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিতি-লাভ করে বা ব্রহ্মস্বরূপতাই প্রাপ্ত হয়॥ ৩৪।৬।৭'১ ॥

ভবপ্রত্যয় নামক মূঢ় সমাধিতে, অর্দ্ধ সুষুপ্তি বা অর্দ্ধ মৃত্যুরূপ মূর্চ্ছায়, প্রাণবিয়োগবশতঃ দেহপাতস্বরূপ মৃত্যুতে, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির স্বকারণ অজ্ঞানে অবস্থানরূপ সুষুপ্তিতে এবং তুরীয়াবস্থায় দ্রষ্টা দর্শন ও দৃশ্যরূপ ত্রিপুটী থাকে না অর্থাৎ জীবজগৎ প্রতীতি থাকে না। এই জীবজগৎ প্রতীতির অভাব তুল্যরূপে পাঁচটী অবস্থায়ই যখন বর্ত্তমান তখন ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি করিয়া সম্ভব হয় ? (৩৪।১৬)।

অত্যুৎকট উগ্রকঠোর তপস্যা দ্বারা যাহারা সিদ্ধিলাভেচ্ছায় মূঢ় সমাধিস্থ হইয়া দেহ বিস্মৃত হন এমন কি দেহ ক্রিমিকীটাদি দ্বারা ভক্ষিত হইতে থাকিলেও যাঁহারা জানিতে পারেন না, তাঁহাদের সেই সমাধি অবস্থা মূর্চ্ছা নয়, যেহেতু উহা রোগাদিজনিত নহে ; উহা মৃত্যু নয়, যেহেতু প্রাণবিয়োগ ঘটে না ; উহা সুষুপ্তি নহে, কেননা সুখানুভূতি থাকে না এবং উহা তুরীয়াবস্থাও নহে, যেহেতু উহাতে স্বয়ংপ্রকাশ আত্মচৈতন্যের অনুভূতি নাই ; উহা মূঢ়াবস্থা মাত্র বলিয়া মূঢ় সমাধি নামের যোগ্যই। কেবল দৃশ্যবোধ না থাকিলেই কৃতার্থতা লাভ হয় না। (৩৪।১৭-১৯)।

মূঢ় সমাধিস্থের সমাধি হইতে ব্যুত্থানের পর সত্যতাবোধসহ জীব-জগদ্রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার ভাসিয়া উঠে, জীবজগদ্রূপ সংসার বাধিত হয় না; যেহেতু আত্মদর্শন বা স্বাত্মতত্ত্বানুভূতি ঘটে না। (৩৪।২০)

তুরীয়াবস্থায় জীবজগদ্রূপ সংসার মিথ্যা বলিয়া (অর্থাৎ প্রতীত হইলেও অসৎ বলিয়া) দৃঢ় নিশ্চয় হয়। এই অবস্থায় জ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষ নিত্য-ব্যুত্থিত থাকিয়াও নিত্য-সমাধিস্থ; কেননা তাঁহার নিকট জীবজগদ্রূপ সংসার প্রতীত হইলেও বাধিত থাকে অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া (অর্থাৎ প্রতীত হইলেও অসৎ বলিয়া) দৃঢ় নিশ্চয় বোধ থাকে। এই জীবজগদ্রূপ সংসারের মিথ্যাত্ববোধের অধিষ্ঠানও আত্মাই। (৩৪।২৪)

সাংখ্যযোগাচার্য্যগণের কেহ কেহ বলেন যে, সাংখ্যযোগোক্ত লয়মুখ-সমাধি অভ্যাসের ফলে সমাধিস্থ যোগীর ব্যুত্থান আছে। ব্যুত্থানকালে চিত্ত ও জগৎ ভাসিয়া উঠে এবং অনর্থও উৎপন্ন হয়। কারণ-লয়াত্মক লয়মুখ সমাধির ফলে যে বিদেহ লীন ও প্রকৃতি লীন স্থিতি লাভ হয়, উহার পরেও আবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। সাংখ্যযোগোক্ত যে আত্যন্তিক নিবৃত্ত্যাত্মক লয়মুখ সমাধি অর্থাৎ পূর্ণতয়া নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ তাহার ফলে নির্ব্বীজ কৈবল্য লাভ হয়, সে যোগসিদ্ধের নির্ব্বীজ কৈবল্য লাভের পর শরীর থাকিতে পারে; কিন্তু শরীর ত্যাগের পর আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। কুলালচক্র যেমন বেগদান নিবৃত্তির পরও পূর্ব্ব প্রদত্ত বেগের দ্বারা কিছুকাল ঘূর্ণায়মান থাকে তেমনই চিত্ত তৎকারণে লীন হওয়ার পরও পূর্ব্বপ্রদত্ত বেগের দ্বারা শরীর কিছুকাল ধৃত থাকে। সেস্থলে সেই যোগসিদ্ধ পুরুষগণও দেহত্যাগকালাবধি নির্ম্মাণ-চিত্তের দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন করেন। যোগসিদ্ধ জীবন্মুক্ত ব্যুত্থিতাবস্থায় নির্ম্মাণচিত্ত সহায়ে ব্যবহার নিষ্পন্ন করেন; কেননা তাঁহাদের চিত্ত স্বকারণে অর্থাৎ প্রকৃতিতে লয় হইয়া যায়। তাঁহারা লোককল্যাণার্থ যোগোপদেশদানাদি ব্যবহার মাত্র নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন—ঐরূপ নির্ম্মাণ-চিত্ত সহায়ে। প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত পুরুষ বিবিক্ত হইবার পরও প্রকৃতি-পরিণাম দেহেই বাস করেন কিন্তু প্রকৃতি-পরিণাম চিত্ত প্রকৃতিতে লীন হয় ও প্রকৃতি বিযুক্ত পুরুষ নির্ম্মাণ-চিত্ত দিয়া ব্যবহার নিষ্পন্ন করেন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সত্যানুসন্ধিৎসুগণের কেহ কেহ নিম্নোক্ত শঙ্কা উপস্থিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। প্রকৃতি বিযুক্ত হইবার পর প্রকৃতি পরিণাম চিত্ত প্রকৃতিতে লীন হইল, প্রকৃতি পরিণাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহটি প্রকৃতিতে লীন হইল না কেন? নির্ম্মাণচিত্ত দিয়া জগদ্‌ব্যবহার যেমন নিষ্পন্ন করেন নির্ম্মাণদেহ দিয়াও তেমন জগদ্‌ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে পারিতেন। প্রকৃতির সঙ্গে বিবিক্ত হওয়ার ফলে চিত্ত-প্রকৃতিতে লীন হইল পুরুষ প্রকৃতি পরিণাম চিত্তের সহিত বিযুক্ত হইলেন কিন্তু প্রকৃতিপরিণাম দেহের সহিত বিযুক্ত হইলেন না। ইহার যুক্তি কি?

ফলকথা সাংখ্যযোগোক্ত আত্যন্তিক নিবৃত্ত্যাত্মক লয়মুখ সমাধি অর্থাৎ পূর্ণতয়া নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ফলে নির্ব্বীজ কৈবল্য লাভের পর সমাধিস্থিতিতে বা তদ্বৎ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ স্থিতিতে কিছুকাল শরীর থাকা স্বীকার করা গেলেও ব্যুত্থিত স্থিতিতে শরীর ধারণ করিয়া ব্যবহার পরায়ণ থাকা স্বীকার করা যায় না। ঐরূপ স্বীকার করিতে গেলে তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদের সহিত সাধনলব্ধ স্থিতির সঙ্গতি থাকিতে পারে না ও থাকিবে না। সাংখ্যযোগদর্শন মতে বিদেহ-মুক্তিই মাত্র বিশুদ্ধ কৈবল্য মুক্তি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে। সম্প্রদায়পরম্পরা রক্ষার জন্য জীবৎকালে বিশুদ্ধ কৈবল্য মুক্তি স্বীকার করিয়া জীবন্মুক্ত স্থিতি অঙ্গীকার করা তাঁহাদের পক্ষে দুরূহ। সাংখ্যদর্শন বস্তুতঃ মধ্যবিবেকীকেই জীবন্মুক্ত বলিয়াছেন। "বাধিতানুবৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোঽপ্যুপভোগঃ" (সাংখ্যসূত্রম্ ৩।৭৬)। "জীবন্মুক্তশ্চ" (সাংখ্যসূত্রম্ ৩।৭৭)। এই সূত্রদ্বয় দ্রষ্টব্য। আর "বিবেকান্নিঃ-শেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরন্নেতরৎ" (৩।৮৩)। (পর বৈরাগ্যফলে প্রকৃতি পুরুষের পূর্ণতয়াবিবেক খ্যাতির পর সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপ নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ফলে অশেষ দুঃখ নিবৃত্তিবশতঃ নির্ব্বীজ কৈবল্য লাভ হয়। বিদেহ কৈবল্যই পরম মোক্ষ। আর কিছুই পরম মোক্ষ নহে)। এই সূত্রে পূর্ণ বিবেক ফলে বিদেহমুক্তি অঙ্গীকার করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে সাংখ্যযোগাচার্য্যগণ বাধিতানুবৃত্তি স্বীকার করিতে পারেন না; কেননা তাঁহাদের মতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি পরিণাম প্রতীতিমাত্রসার নহে—প্রকৃতি ও প্রকৃতি পরিণাম সত্য। যাহা অসৎ হইয়াও প্রতীত হয় তাহার অসত্তাবোধের পরও প্রতীতির অনুবৃত্তির নাম বাধিতানুবৃত্তি। প্রকৃতি ও প্রকৃতি পরিণাম অসৎ নহে; কাজেই তৎপ্রতীতি বাধিত হইতে পারে না। অতএব বাধিতানুবৃত্তির প্রশ্নই উঠে না। দেহ থাকিবে, দেহ বাধিত হইবে না অর্থাৎ দেহের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যতা বোধ থাকিবে কিন্তু তৎস্থিতিজনিত দুঃখের মিথ্যাত্ব বোধ জাগিবে —ইহা অযৌক্তিক।

দুইটি সাকার বস্তুর স্থূল সংযোগ বিয়োগ কল্পনীয়। সাকার নিরাকারের বা নিরাকার নিরাকারের স্থূল সংযোগ বিয়োগ অকল্পনীয়। আর যদি প্রকৃতি পরিণাম শরীরের সহিত স্থূল দৃষ্টিতে যুক্ত থাকিয়াও তত্ত্বতঃ বিবিক্ত থাকা স্বীকার করা যায় তবে প্রকৃতি পরিণাম চিত্তের সহিত ও তত্ত্বতঃ বিবিক্ত থাকা স্বীকার করিলে দোষ কি? নির্ম্মাণ চিত্তের প্রয়োজনীয়তা কি?

বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদিগণও জ্ঞান এবং তৎফল মুক্তিতে দেহচিত্তের নাশ স্বীকার করেন। তাঁহাদের স্বীকৃত নাশ বাধরূপ নাশ। যাহা ত্রৈকালিক অসৎ হইয়াও প্রতীত তাহারই বাধরূপ নাশ সম্ভব। তাঁহারা দেহচিত্তের পারমার্থিকতা স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে তাঁহাদের সাধনলব্ধ স্থিতির বিবরণের অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের মতে চলদ্‌ভ্রমের বেলা যেমন ভ্রান্তিভঙ্গে অর্থাৎ চলদ্‌ভ্রমও ভ্রমহেতু বাধিত হওয়ার পরও বাধিত চলদ্‌ভ্রমের পুনরাবৃত্তি হয়—এস্থলেও তেমন ঘটে। বাধিতের পুনরাবৃত্তি সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ।

বাধমুখ সমাধিস্থ জ্ঞানীকে নিত্য সমাধিস্থ ও নিত্যব্যুত্থিত বলা যাইতে পারে। তৎস্থলে ব্যুত্থিত শব্দের অর্থ দুই দৃষ্টিভঙ্গীতে গৃহীত হইতে পারে। এক দৃষ্টিভঙ্গীতে জ্ঞানী সর্ব্বপ্রকার এষণা হইতে নিত্য ব্যুত্থিত—কাম্য বস্তুর মিথ্যাত্ববোধ হেতু। ব্যুত্থিত শব্দের এতদনুরূপ অর্থের জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ দ্রষ্টব্য। "পুত্রৈষণায়াশ্চ, বিত্তৈষণায়াশ্চ, লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যাং চরন্তি"—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৩।৫।১ ও ৪।৪।২২)। পুত্রৈষণা (তথা শিষ্যৈষণা), বিত্তৈষণা, লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত বলিয়া অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট কোনও প্রকার এষণা নাই বলিয়া জ্ঞানী নিত্য-ব্যুত্থিত। (এষণা=বাসনা=কামনা)। অপর দৃষ্টিতে=জ্ঞানী যথাপ্রাপ্ত সদাচার-পরায়ণ হইয়া ব্যবহাররত থাকেন বলিয়া এবং তথাকথিত লয়মুখ সমাধিস্থের মত বাহ্যজ্ঞানরহিতরূপে জড়বৎ সমাধিস্থ কোনকালেই থাকেন না বলিয়া অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিত্য ব্যুত্থিত বলা যাইতে পারে। ব্যুত্থান শব্দের এই দ্বিতীয় প্রকার অর্থ যোগীদিগের মান্য। জগৎপ্রপঞ্চ দর্শন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তজ্জন্য চিত্তের বৃত্তিপরায়ণতাই তাঁহাদের মতে ও জনসাধারণের মতে ব্যুত্থান শব্দের অর্থ। এবং জগৎপ্রপঞ্চের অদর্শন (ইন্দ্রিয়াপ্রতীতি) ও নিরুদ্ধ-চিত্তবৃত্তিস্থিতিই সমাধি শব্দের অর্থ বলিয়া জনসাধারণ মাত্রেই মনে করিয়া থাকেন।

জ্ঞানীর নিকট জ্ঞানীর চিত্তের পারমার্থিক সত্যতা নাই। পরমার্থতঃ বা তত্ত্বতঃ দেহ ও চিত্ত মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত। যাহা তত্ত্বতঃ নাই তাহার আবার নিরোধ বা অনিরোধ কি? প্রৌঢ় নৌযাত্রীর নিকট নদীতটস্থ বৃক্ষরাজির চলায়মানত্ব যেমন বাধিত হইয়াও পুনরাবৃত্ত হয়, জ্ঞানীর নিকট তাঁহার দেহ এবং চিত্ত তেমন বাধিত হইয়াও পুনরাবৃত্ত হয়। (বাধিত হওয়া=মিথ্যাত্বে পর্যবসিত হওয়া) দেহ, চিত্ত, চিত্তবৃত্তি, চিদাভাস সমস্তই বাধিত হইয়া (মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হইয়া) পুনরাবৃত্ত হয়। যথাপ্রাপ্ত জগদ্ব্যবহার পূর্ব্বপ্রদত্ত বেগবশতঃ বাধিত হইয়াও চলিতে থাকে দেহত্যাগকালাবধি। এইজন্য জ্ঞানীকে নিত্যব্যুত্থিত বলা যায়। যোগিজনোচিত তথা-কথিত বাহ্যজ্ঞানহীনরূপে জড়সমাধিস্থ তিনি কখনও থাকেন না। তিনি নিত্যই চৈতন্যসমাধিস্থ। অষ্টাবক্র-সংহিতাতে জ্ঞানীর চৈতন্য সমাধি স্থিতির বিশদ বর্ণনা আছে। দিগ্‌দর্শনরূপে একটী শ্লোক উক্ত সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

> জ্ঞঃ সচিত্তোঽপি নিশ্চিন্তঃ সেন্দ্রিয়োঽপি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
> স্ববুদ্ধিরপি নির্ব্বুদ্ধিঃ সাহঙ্কারোঽনহঙ্কৃতিঃ॥ ৯৫॥
>
> —অষ্টাবক্রসংহিতা—শান্তিশতকম্।

পদ্যানুবাদ—

"সত্য বটে লোকে দেখে জ্ঞানী চিন্তাকুল।
তিনি কিন্তু চিন্তাহীন লোকে করে ভুল;

ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার, অজ্ঞানি-সমান
করিলেও ইন্দ্রিয়ের নাহি অভিমান;

সত্য বটে তাঁর বুদ্ধি কুশলা পরম,
'আমি বুদ্ধিমান' বলি নাহি তাঁর ভ্রম;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহারে 'আমি' 'মোর' শুনা যায় বটে,
অহঙ্কার লেশমাত্র নাহি সেই ঘটে ॥"

—অনুবাদক শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় (শান্তিশতক ৯৫)

জ্ঞানীকে নিত্য সমাধিস্থ বলা যাইতে পারে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে যে তিনি কখনও জীবজগৎ প্রপঞ্চের (দেহ, চিত্ত, চিত্তবৃত্তি, বিষয়ী চিদাভাস ও বিষয় জগৎ ও উভয়ের সম্বন্ধ রূপ জগদ্‌ব্যবহার—এই সমস্তের) তাত্ত্বিক সত্তা অনুভব করেন না। তিনি তত্ত্বতঃ সত্যবোধে জীবজগৎ প্রপঞ্চের সহিত তত্ত্বতঃ ব্যবহারপরায়ণ হন না। জীবজগৎ প্রপঞ্চের অর্থাৎ নামরূপের তাত্ত্বিক সত্তা প্রতীতি তাঁহার নিকট নিত্যবাধিত বলিয়া তিনি নিত্য সমাধিস্থ লয়মুখ-সমাধি-সিদ্ধ, কখনও সমাধিস্থ কখনও ব্যুত্থিত। তাঁহার নিকট প্রকৃতি ও প্রকৃতি পরিণাম দেহ চিত্ত প্রভৃতি বাস্তব সত্তাবান। চিত্তবৃত্তি যখন নিরুদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন তিনি সমাধিস্থ আর যখন অনিরুদ্ধ থাকে তিনি ব্যুত্থিত। সমাধি অবস্থায় তিনি মূর্চ্ছিত বা মৃত না হইয়াও সুপ্তবৎ, মূর্চ্ছিতবৎ ও মৃতবৎ স্থিতিতে থাকেন মাত্র। উপযুক্ত অবসরে আবার সব ভাসিয়া উঠিতে বাধা ও উঠে।

আর যে সাংখ্যযোগ দর্শনোক্ত তথাকথিত লয়মুখসমাধিস্থ সমাধিজ প্রজ্ঞাসংস্কারেরও নিরোধ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাতযোগ সিদ্ধ হইয়া কৈবল্য লাভ করিয়াছেন ও লোককল্যাণার্থ নির্ম্মাণ চিত্ত সহায়ে জগদ্‌ব্যবহারপরায়ণ হইয়া শরীর ধারণ করিতেছেন তাঁহাদিগকেও অবশ্যই কখনও সমাধিস্থ কখনও ব্যুত্থিত বলা যাইতে পারে। সমাধিস্থ যেহেতু তাঁহারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ (সমাধি) সিদ্ধ আর ব্যুত্থিত যেহেতু তাঁহারা যোগোপদেশাদি করেন। তাঁহাদের চিত্ত প্রকৃতিতে লীন হয় বলিয়া তাঁহারা নির্ম্মাণ চিত্ত সহায়ে যোগোপদেশাদি ব্যবহার পরিচালনা করেন। তাঁহাদের স্বীয় দার্শনিক মতবাদের সহিত যে তাঁহাদের উক্তানুরূপ সাধনসিদ্ধ স্থিতির অসঙ্গতি আছে তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

চৈতন্য সমাধিস্থ অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাধিস্থও নহেন ব্যুত্থিতও নহেন বলিতে পারা যায়। সমাধিস্থ নহেন, কেননা অজ্ঞজনদৃষ্টিতে তাঁহাকে সংসার বিক্ষেপযুক্ত স্থিতিতে ব্যবহাররত দেখা যায়। ব্যুত্থিতও নহেন ; যেহেতু তিনি তাঁহার স্বদৃষ্টিতে নিত্যই শুদ্ধ স্বাত্মচৈতন্যবোধে স্থিত বলিয়া কোন ব্যবহারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি তাঁহার নাই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোক্ত ২।৬৯ শ্লোকোক্ত তত্ত্বদৃষ্টিতে তাঁহাকে আত্মাতে সদা জাগ্রত বলিয়া নিত্যব্যুত্থিত এবং বিষয়ে সদা নিদ্রিত বলিয়া নিত্য সমাধিস্থও বলা যাইতে পারে। সবই দৃষ্টিভঙ্গী ভেদের খেলা বা রঙ্গ মাত্র। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোক্ত শ্লোক যথা :—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ (২।৬৯)

তাৎপর্য্যানুবাদ—অজ্ঞ জীবগণের যে আত্মনিষ্ঠা নিশাস্বরূপ তাহাতে জ্ঞানী সংযমী পুরুষ সদা জাগ্রত আর যে বিষয়নিষ্ঠাতে অজ্ঞজনগণ সদা জাগ্রত সেই বিষয়নিষ্ঠাতে আত্মদর্শী জ্ঞানী পুরুষ সদা নিদ্রিত।—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (২।৬৯)

এইভাবে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীতে নিত্য সমাধিস্থ ও নিত্যব্যুত্থিত অথবা অসমাধিস্থ ও অব্যুত্থিত সবই বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃই মুক্ত পুরুষের অবস্থা বর্ণনাতীত। বিদ্বদ্বর্য্য নরহরি পণ্ডিত বিরচিত বোধসার গ্রন্থে একটী সুন্দর শ্লোকে জ্ঞানীর বর্ণনাতীত অবস্থার বর্ণনা করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। শ্লোকটী যথা :—

বাচা মৌনময়ী, গতিঃ স্থিতিময়ী, নিদ্রাময়ো জাগরো ;
নিদ্রা বোধময়ী, নিশা দিনময়ী, নক্তন্ময়ো বাসরঃ।
কর্ম্ম ব্রহ্মময়ং, জগৎ সুখময়ং, কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিন্ময়ং ;
দুর্ল্লঙ্ঘ্যং গুণবর্ত্ম লঙ্ঘিতবতো বার্ত্তা কথং বর্ণ্যতাম্ ॥
—বোধসারঃ সপ্তম-জ্ঞান-ভূমিকা-নির্ণয়ঃ (৩৩৭)

তাৎপর্য্যানুবাদ—বাক্য প্রতীতি সার মাত্র এই বোধে জ্ঞানী উদ্বুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বাক্য মৌনরূপ। বাক্য ব্যবহারের কর্ত্তা তিনি নহেন। তাঁহার গতি অজ্ঞজন কর্ত্তৃক প্রতীত হইলেও আত্মদৃষ্টিতে তাহা স্থিতিরূপা। তাঁহার স্বদৃষ্টিতে ত্রিপুটী মিথ্যা বলিয়া তাঁহার জাগরণ নিদ্রারূপ, যেহেতু নিদ্রাতেও ত্রিপুটী থাকে না। তাঁহার নিদ্রাও জাগরণরূপ ; যেহেতু তিনি আত্মাতে সদাজাগ্রত। তাঁহার নিকট রাত্রি দিবসস্বরূপ ; কেননা তিনি আত্মাতে সদাজাগ্রত ; দিবা রাত্রিস্বরূপ ; কেননা তিনি বিষয়-ব্যবহারে সদা নিদ্রিত। কর্ত্তা, ক্রিয়া ও কর্ম্ম এই ত্রিপুটীতে তাঁহার মিথ্যাত্ববোধ সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহার কর্ম্ম ব্রহ্মময়। জীব-জগৎ ব্রহ্মানন্দ হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন বলিয়া তাঁহার জগৎ সুখময়। জাগতিক নামরূপাত্মক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্ব পদার্থ তাঁহার দৃষ্টিতে মিথ্যা বলিয়া অস্তিত্বহীন বা অসৎ এবং অসৎ হইয়াও প্রতীয়মান বলিয়া অনির্ব্বচনীয়। যিনি গুণপথ অতিক্রম করিয়া গুণাতীত স্থিতিতে পৌঁছিয়াছেন তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণনা কেহই করিতে পারে না। ব্রহ্ম যেমন অবাঙ্‌মনোগোচর ব্রহ্মজ্ঞানীও তেমন অবাঙ্‌মনোগোচর। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বাধমুখ সমাধি স্থিতিলাভের পর বহুকাল প্রারব্ধ বশতঃ দেহ থাকিলে আপনা হইতেই লয়মুখ সমাধি স্থিতিও আসে এবং তখন শীঘ্র দেহপাত হয়। বহির্মুখ সমাধি স্থিতিলাভের পর জীবন্মুক্ত ব্যক্তির "জ্ঞাতব্যং প্রাপ্তব্যং কর্ত্তব্যং কিঞ্চিন্নাবশিষ্যতে" এই পরিস্থিতি হয়। কাজেই তাঁহার পক্ষে লয়মুখসমাধি অভ্যাস করার প্রয়োজনীয়তাবোধ সম্ভব নহে। স্বভাবতঃই লয়মুখ সমাধি হয় ইহাও স্বীকার করা যায় না; কেননা জ্ঞানীর স্বসম্বেদন ও জ্ঞানীর স্বসম্বেদনের লিপিকার শাস্ত্র ঐরূপ সাক্ষ্য দেয় না। তবে প্রারব্ধ সংস্কারবশতঃ ও ইহ জন্মের পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ স্থলবিশেষে কাহারও লয়মুখসমাধি স্থিতি আসিলেও আসিতে পারে।

আবার কেহ কেহ বলেন বাধমুখ সমাধি স্থিতিপ্রাপ্ত জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর ও প্রারব্ধজনিত দৃষ্ট সুখদুঃখের ভোগানুভূতি হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য লয়মুখ সমাধি অভ্যাস প্রয়োজন। এ বিষয়ে স্বামী শ্রীমদ্ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর তাঁহার স্বরচিত "জীবন্মুক্তি বিবেক" নামক গ্রন্থে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। যে জ্ঞানীর সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ হইয়াছে অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম (সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ) বাধিত হইয়া গিয়াছে ও নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে সে জ্ঞানীর তথাকথিত বাধিত ও মিথ্যা প্রারব্ধজনিত দুঃখ ভোগ হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা জাগ্রত হইতে পারে কিনা ইহা এক জটিল প্রশ্ন। যিনি ইচ্ছা দ্বেষরূপ দ্বন্দ্ব মোহনির্ম্মুক্ত (গীতা ৭।২৭-২৮) তাঁহার আবার প্রারব্ধজনিত দুঃখ ভোগ হইতে মুক্তির ইচ্ছা সুস্থচিত্ত মোহমুক্ত বিচার পরায়ণ মানব স্বীকার করিতে পারে কি? তদনুরূপ ইচ্ছার জাগৃতি হইতে পারে না। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও জ্ঞানীর স্বসম্বেদনজাত সিদ্ধান্ত। বিশুদ্ধ জ্ঞান-মার্গী সাধক ও সিদ্ধগণ জ্ঞানোদয়ের পর জ্ঞানীর কোন ইচ্ছার জাগৃতি স্বীকার করেন না। তবে নিছক তীব্র প্রারব্ধ সংস্কারবশে উক্তানুরূপ ইচ্ছার জাগৃতি বা তদনুসারে অনুষ্ঠান সম্ভব হইলেও হইতে পারে। অতএব যদি কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানী জ্ঞানোদয়ের পর অর্থাৎ বাধমুখ সমাধি লাভের পরও লয়মুখ রূপ যোগাভ্যাসে রত থাকিতে দৃষ্ট হন তবে বলিতে হইবে উহা তাঁহার প্রারব্ধ সংস্কারেরই ফল বা বর্ত্তমান জন্মের জ্ঞানোদয় পূর্ব্বকালীন উক্তানুরূপ লয়মুখ সমাধি সাধনাভ্যাসজনিত সংস্কারের ফল কিন্তু তৎকৃত নূতন সংকল্পের ফল নহে। প্রারব্ধ সংস্কারও আবার স্বেচ্ছা পরেচ্ছা ও অনিচ্ছাভেদে ত্রিবিধ এবং এই তিনটীর প্রত্যেকটীও আবার তীব্র মধ্য মন্দ ও সুপ্তভেদে চারি প্রকার। এইরূপে মোট বার প্রকার প্রারব্ধ ভেদ কথিত হয়। যতভাবে যত বিচার করিয়াই দেখা যাক্ না কেন নিছক জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রারব্ধ ভোগ অঙ্গীকারের বাস্তবতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রারব্ধের ভোক্তা ভোগ্য ও ভোগ এই ত্রিপুটীরই বাস্তবতা নাই। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে ভিন্ন প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

বিদ্যারণ্যজী মহারাজ জীবন্মুক্তি বিবেক গ্রন্থে যেস্থলে বাধমুখ সমাধি সিদ্ধ সত্ত্বাপত্তি ভূমিকাস্থিত জ্ঞানীর জন্য লয়মুখ সমাধি (প্রাণস্পন্দন ও চিত্তস্পন্দন-নিরোধাত্মক সমাধি) অভ্যাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেস্থলে তৎপ্রকরণারম্ভে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে ইদানীন্তন উপাস্তি-ক্রিয়াবিহীন (উপাসনাহীন) ঔৎসুক্যবশতঃ আত্মজিজ্ঞাসু তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু মুমুক্ষুর পক্ষে নিছক তত্ত্ববিচারে স্থিত থাকা সম্ভব নহে বলিয়া প্রাণস্পন্দন ও চিত্তস্পন্দন নিরোধাত্মক লয়মুখ সমাধি অভ্যাসের দ্বারা বাসনা ক্ষয় ও মনোনাশ সাধন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। আর সমস্ত জীবন্মুক্তি-বিবেক গ্রন্থ পূর্ব্বাপর ধীরচিত্তে অধ্যয়ন করিয়া বিচার করিলে ইহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে যে, জীবন্মুক্তি বিবেককার প্রদত্ত ঐ ব্যবস্থা প্রতিকূল-আরব্ধ-প্রতিলব্ধ তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়যুক্ত এবং অদৃঢ় বাধমুখ-সমাধিপ্রাপ্ত সাধক বিষয়ক মাত্র ; কেননা সম্যক্ মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় না হইলে বিপরীত ভাবনাবশতঃ তত্ত্ব-জ্ঞানসূর্য্য অজ্ঞান মেঘাচ্ছাদিতই থাকে। তত্ত্ব বিচার বলে যাহাদের পক্ষে মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় করা সম্ভব নহে তজ্জাতীয় মধ্যম ও হীন অধিকারীর জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে জ্ঞানাজ্ঞানভূমিকা প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে।

সাধন-পরিপক্কতা বশতঃ "অহং ব্রহ্মাস্মি" বৃত্তি পরায়ণতার স্বতঃ বিস্মরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাকারাস্থিতি স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু "আমার প্রয়োজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই” এই বোধে “অহং ব্রহ্মাস্মি” বৃত্তিপরায়ণতা রূপ নিদিধ্যাসন ত্যাগ বা স্বেচ্ছাবিস্মরণ জ্ঞানের লক্ষণ নহে। “আমার প্রয়োজন নাই” এই বোধের ভিতর “অহং” সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত। “অহং” এর নাশ হইল কই ? আর সাধন পরিপক্কতাজনিত সংস্কার বশতঃ সসংকল্প “অহং ব্রহ্মাস্মি” বৃত্তি-পরায়ণতার অবসান হইলেও জ্ঞানী ব্রহ্মাকারাবৃত্তিতেই দেহত্যাগাবধি স্থিত থাকেন।

আচার্য্য শঙ্কর রচিত “অপরোক্ষানুভূতি” গ্রন্থে আছে—

“ভাববৃত্ত্যা হি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি পূর্ণত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ ॥ ১২৯ ॥
নিমেষার্দ্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা।
যথা তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

(তেজোবিন্দু উপনিষদের ১।৪২ ও ১।৪৭ শ্লোকরূপেও এই শ্লোক দুইটি দৃষ্ট হয়)।

তাৎপর্য্যানুবাদ—ভাববস্তু-পরায়ণ চিত্তবৃত্তি ভাববস্তুর আকারে আকারিত হইয়া যায়, শূন্যপরায়ণ চিত্তবৃত্তি শূন্যাকারাকারিত হয়, আর ব্রহ্মপরায়ণ চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মাকারা হইয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। পূর্ণত্বই অভ্যাস করিতে থাকা বাঞ্ছনীয় (১২৯)। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মাদি দেবগণ, সনক শুকাদি মুনিগণ নিমেষার্দ্ধও ব্রহ্মময়ী বৃত্তি বিনা যাপন করেন না, সেইরূপ অপরাপর ব্রহ্মনিষ্ঠগণও ব্রহ্মাকারাবৃত্তিতেই নিরন্তর স্থির থাকেন।

ইহাই সত্য যে উপাসনা দ্বারাও চিত্তৈকাগ্র্যলাভ এবং লয়মুখ সমাধি হয়। বহু-ভাবনা-প্রবণ চিত্তকে এক-ভাবনা-প্রবণ করিতে থাকিলে চিত্ত-নিগ্রহ সাধিত হইতে থাকে এবং লয়মুখ সমাধির অভ্যাসও হইতে থাকে। বহু ভাবনার ভিতর দিয়া (পূজা প্রভৃতির দ্বারা) চিত্তবালককে লালন করিয়া ক্রমশঃ এক ভাবনার দিকে লইয়া যাওয়াই উপাসনা। বহু-ভাবনৈক-ভাবনাই উপাসনা। উপাসনায়ও চিত্তনিগ্রহ সাধিত হয়। উপাসনার কথা ভগবান পতঞ্জলি মুনীশ্বরও “ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা” (১।২৩ —ঈশ্বর প্রণিধান হইতেও সমাধি আসন্ন হয়), “ক্লেশকর্ম্মবিপাকা-শয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ” (১।২৪—ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর), “তত্র নিরতিশয়ং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বজ্ঞবীজম্ (১।২৫—তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞ বীজ নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।) "পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" (১।২৬—তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণেরও গুরু, কারণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি কালাবচ্ছিন্ন নহে)। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" (১।২৭—তাঁহার বাচক প্রণব অর্থাৎ ওঁ) "তজ্জপস্তদর্থ-ভাবনম্" (১।২৮—তাহার জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা কর্ত্তব্য) "ততঃ প্রত্যক্-চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" (১।২৯—তাহা হইতে প্রত্যক্‌চেতনের সাক্ষাৎকার হয় এবং অন্তরায় সকল বিলীন হয়। বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ বা ভোক্তা প্রত্যেক পুরুষই প্রত্যক্ চেতন।), "তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" (২।১—তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান ক্রিয়াযোগ), "শৌচসন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ" (২।৩২, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান এই কয়টিই নিয়ম।) ইত্যাদি সূত্রে সমর্থন করিয়াছেন।

এই উপাসনার সহিত যোগ পদ্ধতি মিলাইয়া তান্ত্রিকমন্ত্র-যোগসাধনার অনুষ্ঠানও হইয়া থাকে। দেব্যুপাসনোক্ত ষট্‌চক্র-ভেদাদি সাধনপদ্ধতিও এই উপাসনা পদ্ধতি এবং যোগপদ্ধতির মিলন সঞ্জাত মন্ত্রযোগানুষ্ঠানেরই অঙ্গ। মন্ত্রযোগানুষ্ঠান দ্বারাও লয়মুখ সমাধি হয়। নাদযোগ, লয়যোগ এবং হঠ-যোগাদির দ্বারাও লয়মুখ সমাধি হয়। হংসবিদ্যা মন্ত্রযোগান্তর্গত হইলেও বৈদান্তিক "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বৃত্তিপরায়ণতারূপ নিদিধ্যাসনেরই সমতুল্য। হংসবিদ্যা সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগও ঈশ্বরোপাসনাই। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" (১৮।৪৬'২)

অনুবাদ "স্ববর্ণাশ্রমোচিত নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরোপাসনায় চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়।" এই বিষয়ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোক্ত সাধনসমর প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোক্ত ঈশ্বরোপাসনায়ও লয়মুখ সমাধি হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে চিত্ত বাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাধমুখ-সমাধি হইবে না। বাধমুখ-সমাধি না হইলে ব্যুত্থানরূপ জগদ্দর্শন অনিবার্য্য। অধিকারি-বিশেষে কেবল চিত্তশুদ্ধিকে লক্ষ্যরূপে স্থির রাখিয়া যে কোনও উপায় অবলম্বনে লয়মুখ সমাধি অভ্যাস বিধেয় হইলেও অন্ততঃ অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব-বোধাত্মক বাধমুখ সমাধি ভিন্ন মুক্তির আশা বৃথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে যে সমস্ত জ্ঞানী ইহজন্মে লয়মুখ-সমাধ্যাত্মক যোগাভ্যাস ও উপাসনাদি পরায়ণ না হইয়াও কেবল বেদান্ত-বিচারাত্মক শ্রবণ-মনন ও নিদিধ্যাসন সহায়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যোগানুষ্ঠানাদি ও উপাসনাদি সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন, সেই জন্যই তত্ত্ববিচার ফলে জ্ঞানোদয় হইয়াছে, ও জগৎ-প্রপঞ্চ বাধিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতোক্ত "তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্। যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন" ॥ (৬।৪৩) "পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ (৬।৪০।১) ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। উল্লিখিত সার্দ্ধ শ্লোকের অনুবাদ যথা—তিনি যেখানেই জন্ম পরিগ্রহ করুন না কেন পূর্ব্বদেহজাত অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সেই বুদ্ধির অর্থাৎ সংস্কারের সংযোগ লাভ করেন এবং পূর্ব্ব সংস্কারবলে পূর্ব্বারব্ধ সোপান হইতে ক্রমশঃ অধিকতর প্রযত্নসহকারে উচ্চতর সোপানাদিতে আরোহণ করিতে থাকেন। পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসজাত সেই সংস্কার এ জন্মে তাঁহাকে স্ববশে আনিয়া ও রাখিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথে আরূঢ় হইবার প্রেরণা দিয়া থাকে। তাঁহাকে অন্য কোনও পথে ছিট্‌কাইয়া যাইতে দেয় না।"

গীতোক্ত এই শ্লোক তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন সর্ব্বতোভাবে করুক বা না করুক এ কথা বলা যাইতে পারে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাঁহারা যোগাভ্যাস ও উপাসনাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারাই এ জন্মে প্রারম্ভেই স্বল্পায়াসে তত্ত্ববিচার বলে অর্থাৎ বেদান্ত বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহায়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। মায়ায়াং কিং ন সম্ভবতি? কিন্তু সমস্ত উপায়ই ক্রমশঃ অবলম্বন করিয়া আসিতে হইবে এ কথা অবিসম্বাদিত সত্যরূপে গৃহীত হইতেও পারে না। ধীরে ধীরে তত্ত্ববিচার বলে এবং ধ্যানযোগের দ্বারা ও বহু জন্মে ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইতে পারে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই কথাই সমর্থিত। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মাদিতে অন্য কোন উপায়ান্তরও গৃহীত হইয়া ক্রমশঃ তত্ত্ববিচার ও ধ্যানযোগাদিতে উন্নীত হওয়াও ঘটিতে পারে।

এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার অনুকূল চিত্তবৃত্তি জাগিবার হেতু সন্ধান করিলে মনে হয় যে, জীবের পূর্ব্বোক্ত (অর্থাৎ এই প্রবন্ধের প্রথমেই উক্ত) স্বাভাবিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐক্য সাধন প্রবৃত্তি বা ঝোঁক। এই প্রবৃত্তি বা ঝোঁক ও অদ্বৈতবাদের সমর্থক ও সাধক এক যুক্তি বিশেষ। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ফলেই নিম্নলিখিত সমন্বয়াত্মক উক্তিসমূহের উদ্ভব।

ত্রয়ী সাংখ্যংযোগং পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানা-পথজুষাং
নৃণামেকো গমাস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ ৭ ॥

—শ্রীপুষ্পদন্তবিরচিতম্ শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্

তাৎপর্য্যানুবাদ—বেদত্রয়, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত (শৈবমত) ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন মত বিষয়ে, রুচিবৈচিত্র্য-প্রবণ জীবগণ স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে কেহ "ইহাই শ্রেষ্ঠ ইহাই কল্যাণপ্রদ" কেহ বা "উহাই শ্রেষ্ঠ উহাই কল্যাণপ্রদ" মনে করিয়া সরল ও বক্র নানা পথ অবলম্বন করে, কিন্তু তথাপি নদীসমূহ যেমন সমুদ্রেই মিলিত হয় তেমন সকল জীবই তোমাতে মিলিত হইবে। তুমিই সকলের একমাত্র গন্তব্য।

যং শৈবা সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো,
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,
সোঽয়ং বো বিদধাতুবাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথোহরিঃ ॥

তাৎপর্য্যানুবাদঃ—শৈবগণ যাঁহাকে শিব বলিয়া উপাসনা করেন, বৈদান্তিকগণ যাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া জানেন, বৌদ্ধগণ যাঁহাকে বুদ্ধ বলিয়া মানেন, প্রমাণপটু নৈয়ায়িকগণ যাঁহাকে জগৎকর্ত্তা বলিয়া উপাসনা করেন, জৈনগণ যাঁহাকে অর্হৎ বলিয়া বলেন এবং মীমাংসকগণ যাঁহাকে কর্ম্ম বলিয়া উপাসনা করেন, সেই ত্রিলোকের প্রভু শ্রীহরি বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুন।

বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে ॥

—কালিদাসঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাৎপর্য্যানুবাদ—ভিন্ন ভিন্ন আগমোক্ত ভিন্ন ভিন্ন পন্থা সিদ্ধি হেতু বলিয়া তত্তদ্ ভিন্ন ভিন্ন আগমে বর্ণিত। জাহ্নবীর জলবেগসমূহের একমাত্র গতি যেমন সমুদ্র, সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন আগমোক্ত পথের অন্তিম গন্তব্য তুমিই।

উদধাবিব সর্ব্বসিন্ধবঃ সমুদীর্ণাস্ত্বয়ি নাথ দৃষ্টয়ঃ।
ন চ তাসু ভবান্প্রদৃশ্যতে প্রবিভক্তাসু সরিৎস্বিবোদধিঃ॥

—সিদ্ধসেন দিবাকরঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ—সমস্ত নদীর গতি বা গন্তব্য যেমন সমুদ্র, সমস্ত দৃষ্টি অর্থাৎ দার্শনিক মতবাদের লক্ষ্যও তেমন তুমিই। বিভিন্ন নদীসমূহে যেমন সমুদ্র দৃষ্ট হয় না তেমন বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদেও তুমি দৃষ্ট হও না, কিন্তু নদীসমূহ যেমন তোমাতেই আত্মবিলয় করে সমস্ত দার্শনিক মতবাদও তেমন তোমাতেই বিলীন হয়।

তীর্থক্রিয়াব্যসনিনঃ স্বমনীষিকাভি-রুৎপ্রেক্ষ্য-
তত্ত্বমিতি যদ্‌যদমী বদন্তি॥
তৎ তৎ ত্বমেব ভবতোঽস্তি ন কিঞ্চিদন্যৎ
সংজ্ঞাসু কেবলময়ং বিদুষাং বিবাদঃ॥

—অভিনবগুপ্তাচার্য্যঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ—তত্ত্বানুসন্ধান ও তত্ত্বনির্ণয় যঁহাদের ব্যসন সেই দার্শনিকগণ নিজ নিজ মনীষা অনুসারে তত্ত্ব বা সত্যের যে বিভিন্ন লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন। সেই ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাত্মক সমস্ত তত্ত্বই তুমি, কেন না তোমা ভিন্ন যে কিছুই নাই। মনীষিগণের বিবাদ কেবল সংজ্ঞা লইয়াই মাত্র। সকলেই বিভিন্ন সংজ্ঞায় তোমাকেই নির্ণয় করিবার প্রয়াস করিতেছেন মাত্র।

যচ্ছূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং বরম্
বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞানবিদাং যদমলং পদম্॥ ১৮
পুরুষঃ সাংখ্যদৃষ্টীনামীশ্বরো যোগবাদিনাম্।
শিবঃ শশিকলাঙ্কানাং কালঃ কালৈকবাদিনাম্॥ ১৯॥
আত্মাত্মনস্তদ্‌বিদুষাং নৈরাত্ম্যং তাদৃশাত্মনাম্।
মধ্যং মাধ্যমিকানাং চ সর্ব্বং সুসমচেতসাম্॥ ২০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৎ সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তো যৎ সর্ব্বহৃদয়ানুগম্।
যৎ সর্ব্বং সর্ব্বগং সার্ব্বং যত্তত্তৎ সদসৌস্থিতঃ ॥ ২১ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণম্ উপশমপ্রকরণম্ (৮৭।১৮-২১)

তাৎপর্য্যানুবাদ—হে রাম! শূন্যবাদিগণ যাঁহাকে শূন্য কহেন, ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, বিজ্ঞানবাদিগণ বিজ্ঞান-মাত্র স্বরূপ অমল পদ বলিয়া যাঁহাকে বর্ণনা করেন, যিনি সাংখ্যদর্শনে পুরুষ রূপে কথিত, যিনি যোগিগণের মতে ঈশ্বর, শৈবগণের মতে শিব, কালবাদিগণের মতে কাল, আত্মজ্ঞানীদের নিকট যিনি আত্মা বলিয়া প্রতিভাত, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদিগণের মতে যিনি বস্তুতঃ ক্ষণিকবিজ্ঞান-প্রবাহমাত্র-স্বরূপ, মাধ্যমিক মতাবলম্বিগণের মতে যিনি চিদ-চিন্মধ্য-মাত্র, জীবন্মুক্তগণের নিকট যিনি পূর্ণস্বরূপ বলিয়া প্রতিভাত, এক কথায় যে চরম ও পরমতত্ত্ব সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্তস্বরূপ, যাহা সর্বহৃদয়ে সন্নিবিষ্ট (গীতা ১৫।১৫) এবং সচ্চিদানন্দ-লক্ষণাত্মকরূপে যাহা সর্ব্বাধিষ্ঠান, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্বরূপ, বীতহব্যমুনি সেই পরমতত্ত্ব-স্বারূপ্যই লাভ করিলেন।

—যোগবাশিষ্ঠ মাহরামায়ণম্ উপশমপ্রকরণ (৮৭।১৮-২১)।

"ইহ যদ্যপি যং কমপি পুরুষার্থমর্থয়মানাঃ শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ইত্যৌপনিষদাঃ, আদি বিদ্বান্ সিদ্ধ ইতি কাপিলাঃ, ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ নির্ম্মাণ-কায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়প্রদ্যোতকঃ অনুগ্রাহকশ্চেতি পাতঞ্জলাঃ, শিব ইতি শৈবাঃ, পুরুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ, পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ, যজ্ঞপুরুষ ইতি যাজ্ঞিকাঃ, সর্ব্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ, নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ, উপাস্যত্বেন দেশিত ইতি মীমাংসকাঃ, লোকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চার্ব্বাকাঃ, যাবদুক্তোপপন্নঃ ইতি নৈয়ায়িকাঃ কিং বহুনা যং কারবোঽপি বিশ্বকর্ম্মা ইতি উপাসতে, তস্মিন্নেবং জাতিগোত্র-প্রবর-চরণকুলধর্ম্মাদিবদাসংসারং সুপ্রসিদ্ধানুভবে ভগবতি ভবে সন্দেহ এব কুতঃ কিং নিরূপণীয়ম্।

—ন্যায়কুসুমাঞ্জলি (উদয়নাচার্য্য প্রণীত) প্রথমস্তবকম্।

তাৎপর্য্যানুবাদ—যে কোন পুরুষ-প্রয়োজন বাঞ্ছা করিয়া এই সন্দর্ভের নিরূপণীয় তত্ত্বকে ঔপনিষদগণ অর্থাৎ বৈদান্তিকগণ শুদ্ধবুদ্ধ-স্বভাব বোধে, কপিলমতাবলম্বিগণ অর্থাৎ সাংখ্যবাদিগণ আদি বিদ্বান্ সিদ্ধ বোধে, পাতঞ্জল-যোগমতাবলম্বিগণ ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও কর্ম্মসংস্কারের দ্বারা অলিপ্ত অথচ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ম্মাণকায় অবলম্বনে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক ও অনুগ্রাহক ঈশ্বর রূপে, মহা-পাশুপতমতানুযায়িগণ লোকবেদবিরুদ্ধ বিষ-ভক্ষণ ও ব্রহ্মহনন প্রভৃতি দ্বারা উপলক্ষিত হইলেও দৃষ্টাদৃষ্টদোষ-রহিত স্বতন্ত্র ঈশ্বর রূপে, শৈবগণ শিববোধে, বৈষ্ণবগণ পুরুষোত্তম জ্ঞানে, পৌরাণিকগণ পিতামহ জ্ঞানে, যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞপুরুষরূপে, বৌদ্ধগণ সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানে, দিগম্বর জৈনগণ নিরাবরণ স্বরূপ বোধে, মীমাংসকগণ উপাসনার্থ উপদিষ্ট বোধে, লোকায়তিকগণ লোকব্যবহারসিদ্ধ দৃশ্যমান রাজাদিরূপে, নৈয়ায়িকগণ এতৎ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিশেষণের মধ্যে যে যে বিশেষণ উপপন্ন হয় তত্তদ্‌বিশেষণান্বিতরূপে, আর কি বলিব শিল্পিগণও যাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা রূপে, জাতি, গোত্র, প্রবর, চরণ, কুলধর্ম্ম প্রভৃতির ন্যায় প্রমাণ প্রসিদ্ধ এবং অসাধারণ কার্য্যে যাঁহার অনুভব সুপ্রসিদ্ধ সেই জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের বিষয়ে সন্দেহ অসম্ভব। সেই ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে আবার নিরূপণ করিবার কিই বা আছে ?

এ সব বুদ্ধির তত্ত্ব-পক্ষপাতেরই সাক্ষ্য দিতেছে। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ মানববুদ্ধির স্বাভাবিক বৃত্তি। যত জ্ঞানবিজ্ঞান সব এ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণেরই ফল। কিন্তু বিশ্লেষণে সংশ্লেষণে আত্মবিলয় করে। ব্যষ্টি সমষ্টিতে, ব্যক্তি সমাজে আত্মবিলয় করিয়া আনন্দ আহরণে রত হয়। প্রেম ব্যষ্টি-সর্ব্বস্ব বা ব্যক্তি-সর্ব্বস্ব হইয়া কামে পরিণত হয়। কাম সমষ্টি-সর্ব্বস্ব হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। সংশ্লেষণাত্মক বৃত্তির মহিমা অপার অদ্বৈতাত্মবোধও এই বৃত্তিরই মহিমা-দ্যোতক।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমাধি সম্বন্ধীয় এই আলোচনার সারসংক্ষেপ সিদ্ধান্ত সমূহ যথা :—

(১) বাধমুখ চৈতন্য-সমাধিই সমাধি।

(২) উহাতেই জীবন্মুক্তি ও কৃতকৃত্যতা।

(৩) জীবন্মুক্তিই মুক্তি। উহাই নির্ব্বীজ কৈবল্য।

(৪) বাধমুখ চৈতন্য-সমাধি বিহীন কারণলয়াত্মক লয়মুখসমাধি এবং আত্মবিমর্শবিহীন নিরুত্ত্যাত্মক লয়মুখ সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি (যোগ) মুক্তি হেতু নহে। তদ্দ্বারা ভারতীয় মোক্ষধর্ম্ম সাহিত্যও প্রভাবিত নহে।

(৫) আত্মবিমর্শবিহীন রাজযোগ, হঠযোগ, মন্ত্রযোগ, নাদযোগ, ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লয়যোগাত্মক প্রাণস্পন্দন ও চিত্তস্পন্দন নিরোধাত্মক কারণ-লয়াত্মক লয়মুখ-সমাধি তথা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি (যোগ) মাত্রেই মূঢ় সমাধি, জড় সমাধি বা অজ্ঞান সমাধি মধ্যেই পরিগণিত।

(৬) চিত্তের আত্মস্থিতিই বা আত্মসংস্থিতিই সমাধি। তৎফলেই স্বরূপাববোধ বা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা স্বরূপস্থিতি বা মোক্ষ। কেবল চিত্তবৃত্তি-নিরোধ সমাধি নহে।

(ক) "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই শব্দানুবিদ্ধ এমন কি তৎসংস্কার দ্বারা ও অননুবিদ্ধ কেবল ব্রহ্মাকারাবৃত্তিরূপা স্থিতিই নির্ব্বিকল্প সমাধি। বৃত্তি-রহিত স্থিতি নির্ব্বিকল্প সমাধি নহে। বৃত্তিরহিত স্থিতি নির্ব্বিকল্প দশা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার যোগ্য। এই স্থিতি বৃত্ত্যুদ্ভববিলয়ান্তরালে বিনা সাধনে সর্ব্বজীবেই সংঘটিত হইতেছে। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ঘটনাহত হইয়া চিত্তের তদনুরূপস্থিতি উপস্থিত হয়। যদি উহাকে কেহ নির্ব্বিকল্প সমাধি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন তবে তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে উহার অজ্ঞাননাশিকা শক্তি নাই। উক্তানুরূপ বৃত্তিরহিত স্থিতিরূপ নির্ব্বিকল্প দশা বরং অজ্ঞানবৃত্তির ভাসক বা অজ্ঞানের ভাসক। "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই আত্মবিমর্শ বৃত্তিযুক্ত সবিকল্প সমাধানন্তর ব্রহ্মাকারাবৃত্তিস্থিতিরূপনির্ব্বিকল্প সমাধিই অজ্ঞানবৃত্তির নাশক বা অজ্ঞানের নাশক।

(৭) মুক্তির সাধনা ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক উভয় দিক হইতেই বরণীয়। চিত্তের পরাক্-প্রবণতার নিবৃত্তি হইল, চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ অভাবাত্মক দিক্ আর প্রত্যক্-প্রবণ চিত্তবৃত্তির দ্বারা আত্মাকে বিষয়ীভূত করিয়া বা ব্যাপ্ত করিয়া অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে আত্মাভিমুখী করিয়া চিত্তকে ও চিদাভাসকে আত্মসংস্থিত ও আত্মলীন করাই হইল ভাবাত্মক দিক্। চিত্তের আত্মলয় ও চিদাভাসের আত্মলয় যুগপৎ সংঘটিত হয়। প্রতিবস্তুর নামরূপ হইতে চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া "অস্তিভাতিপ্রিয়া"ভিমুখী করার নামই চিত্তকে পরাক্-প্রবণতা হইতে নিবৃত্ত করিয়া প্রত্যক্প্রবণ করা। চিত্ত ও চিদাভাসের মিথ্যাত্বে পর্য্যবসানই চিত্তের ও চিদাভাসের আত্মলয় বলিয়া কথিত। মিথ্যাত্বে পর্যাবসানের পারিভাষিক সংজ্ঞা "বাধ"। কার্য্যের কারণে লয় "বাধ" নহে। যাহা বাধিত তাহা ত্রৈকালিক অসৎ। কার্য্যের কারণে লয় নামক ধ্বংস বর্ত্তমানকালিক অসত্তা মাত্র দ্যোতক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৮) ঈশ্বরে চিত্ত সমাধানও সমাধি। তৎফলে সাধকের স্ব স্ব ভাবনানুসারে সার্ষ্টি, সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যাদি মুক্তিলাভ হয়; কিন্তু কৈবল্য মুক্তিলাভ হয় না।

(৯) ঈশ্বরে স্বস্বরূপাত্মবোধে চিত্তসমাধানফলেই চৈতন্য সমাধি ও কৈবল্যমুক্তি।

(১০) লয়মুখ-সমাধি চিশুশুদ্ধির জনক। চিত্তের সর্ব্বভাব-রাহিত্য ও স্বতন্ত্রতাই চিত্তের মালিন্যরাহিত্য ও শুদ্ধি।

(১১) শূন্য চিত্তমন্দিরে আত্মার আবির্ভাব বা বোধনই সমাধি।

(১২) বাধমুখচৈতন্য-সমাধিস্থের লয়মুখ সমাধি সাধনের প্রয়োজনীয়তা নাই।

(১৩) লয়মুখ সমাধিস্থের বাধমুখ চৈতন্য-সমাধি সাধনের সুনিশ্চিত প্রয়োজনীয়তা আছে।

(১৪) জ্ঞান যোগের অপেক্ষা রাখে না, যোগ জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে।

(১৫) জ্ঞানেই মুক্তি, যোগে চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির উপায়ান্তরও আছে।

(১৬) বশিষ্ঠোক্ত প্রাণস্পন্দন-নিরোধাত্মক সাধনা ও যোগশাস্ত্রোক্ত প্রাণস্পন্দন নিরোধাত্মক সাধনা একই প্রকার নহে, উভয়ে অত্যন্ত ভিন্ন।

(১৭) অধিকারিভেদে চিত্তশুদ্ধির জন্য পাতঞ্জল অষ্টাঙ্গযোগ, হঠযোগ, নাদযোগ, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, ষট্‌চক্রভেদাত্মকযোগ, ভক্তিযোগ, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সাধনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

(১৮) লয়মুখ-সমাধি হইলেই বাধমুখ-চৈতন্য-সমাধি স্বাভাবিক নিয়মে হইবেই বা বাধমুখ চৈতন্য-সমাধি হইলেই লয়মুখ সমাধিও স্বাভাবিক নিয়মে হইবেই এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং প্রমাদপূর্ণ।

(১৯) সমাধিস্থ কৈবল্য-প্রাপ্তের দেহ থাকিতে পারে না এবং বিদেহ কৈবল্যই বাস্তবকৈবল্য এ সিদ্ধান্তও প্রমাদপূর্ণ; কেননা জ্ঞানীর স্বসম্বেদন এবং তৎ সম্বেদন-লিপিকার শাস্ত্র উক্তানুরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২০) ভারতীয় মোক্ষধর্ম্ম শাস্ত্রে ও সাহিত্যে প্রায় সর্ব্বত্রই জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যবোধই সমাধি শব্দে অভিহিত এবং প্রায় সর্ব্বত্রই অদ্বৈত-বাদের প্রভাব সুপরিস্ফুট।

(২১) যোগশাস্ত্রের চিত্তবৃত্তি-নিরোধাত্মক সাধন ভারতীয় মোক্ষ ধর্ম্মশাস্ত্রে ও সাহিত্যে প্রায় সর্ব্বত্রই চিত্তশুদ্ধির উপায় রূপে গৃহীত হইয়াছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই যোগশাস্ত্রের প্রভাব সুপরিস্ফুট।

(২২) নিছক্ প্রাণায়ামক্রিয়া-প্রধান প্রাণস্পন্দন-নিরোধাত্মক লয়মুখ সমাধির বা চিত্তস্পন্দন-নিরোধপ্রধান চিত্তবৃত্তি-নিরোধাত্মক লয়মুখ সমাধির প্রভাবে ভারতীয় মোক্ষধর্ম্মশাস্ত্র বা অপর সাহিত্য প্রভাবিত নহে।

(২৩) ঈশ্বরে চিত্তসমাধান (বা সমাধি) অথবা স্বস্বরূপাত্মবোধে ঈশ্বরে চিত্ত সমাধানের (বা সমাধির) প্রভাবেই ভারতীয় মোক্ষ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভাবিত।

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৮	বিভিজনাদর্শে	বিভজনাদর্শে
৬	৪	স্বরূপ শূন্যমিব	স্বরূপ-শূন্যমিব
৬	১৯	স্মৃতি পরিশুদ্ধৌ	স্মৃতি-পরিশুদ্ধৌ
৬	১৯	স্বরূপ শূন্যেবার্থ	স্বরূপ-শূন্যেবার্থ
৮	২০	নিরুদ্ধবস্থায়	নিরুদ্ধাবস্থার
৯	১৮	পুরুষখ্যাতি কালে	পুরুষখ্যাতি-কালে-
১২	১৮	সাথকের	সাধকের
১২	২৬	জন্য	জন্ম
১৪	২৮	প্রকৃতিকারণ	এই শব্দদ্বয় প্রমাদবশতঃ মুদ্রিত। বাদ দিতে হইবে।
১৬	১৯	১।৩৮	১।৩৯
১৬	২৩	মূর্তি	মূর্ত্তি
২১	১২	রসোঽপস্য	রসোঽপ্যস্য
২১	২৯	রোসবোধকেই	রসবোধকেই
২৪	২	১২০২	১২'২
২৫	১৩	ব্রহ্মন্যোকীভবেৎ	ব্রহ্মণ্যেকীভবেৎ
২৬	২৯	পশ্যন্নত্মনি	পশ্যন্নাত্মনি
২৭	২৬	তাক্তা	ত্যক্ত্বা
২৭	২৬	সর্ব্বানশেষিতঃ	সর্ব্বানশেষতঃ
৩৫	২৪	সভ্যতা	সত্যতা
৩৯	২৩	তেন্যা	তেনাত্মা
৩৯	২৩	চাত্মবলোকাতে	চাবলোকাতে
৩৯	২৪	দৃশ্যাতাবে	দৃশ্যাভাবে
৪৬	২০	স্থিতি	স্থিত
৪৭	৩	পরম্পরাক্রমে	পরম্পরাক্রমে
৪৯	৬	জীবাত্মাপরমাত্মনোঃ	জীবাত্ম-পরমাত্মানোঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৯	৮	স্কন্দপুরাণম্	স্কন্দপুরাণম্
৫০	১৬	নিবর্ত্ততো	নিবর্ত্ততে
৫১	২	রাজম্	রাজন্
৫১	৫	সাধকের	(সাধকের)
৫১	৯	দ্বারা পরমাত্মার	দ্বারা পরমাত্মস্বরূপকে গ্রহণ করিয়া পরমাত্মার
৫১	১৪	৬।৭।৯০।৯৪	৬।৭।৯০-৯৪
৫২	১৫	উপর্যুক্ত	উপর্য্যুক্ত
৫৩	১৫	(চিত্ত প্রতিবিম্বিত)	(চিত্তপ্রতিবিম্বিত চিৎপ্রতিবিম্ব)
৫৩	২২	ব্রহ্মত্যাবস্থানম্	ব্রহ্মেত্যবস্থানম্
৫৪	৩	৮,২	৮'২
৫৪	৬	স্বামাত্মানং	স্বমাত্মানং
৫৭	১০	নির্ধ্বিকস্বল্পরূপ	নির্ব্বিকল্পস্বরূপ
৫৮	২৯	প্রোক্তা	প্রোক্তঃ
৬১	২৯	নিশ্রিত	মিশ্রিত
৬২	২৯	৮২৩-৮২৬-৮৯৯	৮২৩-৮২৬,৮৯৯
৬৩	৫	পৃথকরূপে	পৃথক্ রূপে
৬৩	১৫	৮২৩-৮২৬-৮৯৯	৮২৩-৮২৬, ৮৯৯
৬৩	২৮	স্বাত্মাবোধে	স্বাত্মবোধে
৬৫	২৯	বীজবিধানম্	বীজাবধানম্
৬৫	২৯	শিবসূত্রবার্ত্তিকম্ (৩।২১)	এই কথা ২৮ পঙ্‌ক্তিতে পাঠ করিতে হইবে
৬৬	১২	৪৫৫,২	৪৫৫'২
৬৭	১০	বৈরাগাং	বৈরাগ্যং
৭০	২৫	"অহং ব্রহ্মাস্মি"	"অহং ব্রহ্মাস্মি"
৭১	১৭	বেদান্ত সম্মতিঃ	বেদান্ত-সম্মতিঃ
৭৫	৬	যথানস্তঃ	যথা ন স্তঃ
৭৬	২৫	নিঃসৃত	নিঃসৃতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৫	৪	শব্দাবৃতি	শব্দাবৃত্তি
৮৬	৭		এখানে "ভাবনাত্মক" শব্দের পর "নির্ব্বিকল্প" শব্দের পূর্ব্বে "স্থিতিকে অদ্বৈতভাবনাত্মক" এই দুইটি শব্দ প্রমাদ বশতঃ মুদ্রিত হয় নাই। লিখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।
৮৭	৫	জানাতাত্মনি	জানাত্যাত্মনি
৮৮	৩		এখানে "থাকে যে" শব্দদ্বয়ের পর "আমি (১ম) জানি যে" শব্দগুলি মুদ্রিত হয় নাই। লিখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।
৮৮	৮	নির্ব্বকার	নির্ব্বিকার
৮৮	২৬	দৃশ্যোবনিষ্ঠস্য	দৃশ্যৈকনিষ্ঠস্য
৮৯	১১-১২		এখানে "পূর্ব্বোক্ত" শব্দের পর "শব্দানবিদ্ধ" শব্দটী প্রমাদবশতঃ মুদ্রিত। উহা বাদ দিতে হইবে। তারপর "শব্দানুবিদ্ধ স্থানে "শব্দাননুবিদ্ধ" হইবে।
৯২	১৯	পৃথক ভাবে	পৃথক্ ভাবে
৯২	২০	পৃথক কারণ	পৃথক্-করণ
৯৩	২৬	যোগ	যোগঃ
৯৪	৭-৮	সম্যগ্ অবেক্ষণ	সম্যগবেক্ষণ
৯৫	১৭	বেদান্তানকূলভাবেই	বেদান্তানুকূলভাবেই
১০১	২৯	সম্যগজ্ঞানং	সম্যগ্‌জ্ঞানং
১০২	১৪	মার্জ্জনাই	মার্জ্জনই
১০৫	২০	সে	যে
১০৮	১৪		এখানে "দেহবোধ ও" পদদ্বয়ের পর "জ াগে না" পদদ্বয়ের পূর্ব্বে "থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৮	১৪		না বস্তুবোধও" পদগুলি প্রমাদবশতঃ মুদ্রিত হয় নাই। লিখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।
১০৮	১৮		এখানে "তাঁহাদের" শব্দের পর "প্রকৃতির" শব্দের পূর্ব্বে "নিকট" শব্দ মুদ্রিত হয় নাই। লিখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।
১১১	২	স্ফুর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি
১১১	১৪	চিৎসূর্যকে	চিৎসূর্য্যকে
১১২	৭	যুক্তবঃ	যুক্তয়ঃ
১১২	১১	কর্ত্তুম্যুদ্বক্তা	কর্ত্তুমুদ্যুক্তা
১১৩	৮	বশিষ্ঠ	বাশিষ্ঠ
১১৬	১৮	উদ্ধত	উদ্ধৃত
১১৭	২৪	শাক্ত	শক্তি
১১৭	৪	তচ্চিত্ত্বত্বমুপাস্মহে	তচ্চিত্তত্বমুপাস্মহে
১১৮	১৭	জীবন্মুক্তাবস্থা	জীবন্মুক্ত্যবস্থা
১১৯	২	৩৪।৪।১	৩৪।৪·১
১১৯	৭	৩৪।৭।১	৩৪।৭·১
১২০	৪	৩৪।৪।১	৩৪।৪·১
১২০	১৪	৩৪।৬।৭'১	৩৪।৬-৭·১
১২৩	১৭	নিত্যবুত্থিত	নিত্যব্যুত্থিত
১২৫	৯		এখানে সমাধিস্থ শব্দের পরই পূর্ণচ্ছেদ (।) হইবে।
১২৮	২১	প্রতিকূল-আরব্ধ-প্রতিলব্ধ	প্রতিকূল-প্রারব্ধ-প্রতিলব্ধ
১২৯	২৫	বহুভাবনৈক ভাবনাই	বহুভাবনৈক-ভাবনাই
১৩১	৬	হইয়াছেন	হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩১	২২	বিন্তু	কিন্তু
১৩২	৬	দৃজ্কুটিল	দৃজুকুটিল
১৩২	১৮	বিদ্ধাতু	বিদধাতু
১৩৫	১৫	সংশ্লেষণ	সংশ্লেষণে
১৩৫	১৬	ব্যষ্টি সর্ব্বস্ব	ব্যষ্টি-সর্ব্বস্ব
১৩৫	১৭	ব্যক্তি সর্ব্বস্ব	ব্যক্তি-সর্ব্বস্ব
১৩৫	১৭	সমষ্টি সর্ব্বস্ব	সমষ্টি-সর্ব্বস্ব
১৩৫	১৮	অপরা	অপার
১৩৬	১৯	হইলে	হইল
১৩৬	২৪	"অস্তি-ভাতি প্রিয়া"ভিমুখী	"অস্তি-ভাতি-প্রিয়া"ভিমুখী
১৩৬	১৭		এখানে "সবিকল্প" শব্দের পর "সমাধ্যনন্তর ব্রহ্মাকারাবৃত্তি স্থিতিরূপ নির্ব্বিকল্প" শব্দগুলি লিখিয়া তৎপর আবার "সমাধিই" শব্দের পর "পুর্ণতয়া শব্দটী লিখিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi